জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ডুরান্ড ফাইনাল

আজ ডুরান্ড কাপ ফাইনাল। ডায়মন্ড হারবারের সামনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড। বিপক্ষের ভিডিও দেখেই রণকৌশল সাজাচ্ছেন ডায়মন্ড কোচ কিবু ভিকুনা। প্রথম সুযোগেই ট্রফির হাতছানি

জলীয় বাষ্পের প্রবেশ

মৌসুমী অক্ষরেখা এবং নিম্নচাপের জোড়াফলায় প্রচুর জলীয় বাষ্পের প্রবেশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্য জুড়ে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে শহর কলকাতায়

স্নাতকে অনলাইন ভর্তির পোর্টালে প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশিত হল

চা-বাগানে ২০ শতাংশ বোনাস বৃদ্ধি, সিদ্ধান্তে খুশি শ্রমিকরা

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯০ • ২৩ অগাস্ট, ২০২৫ • ৬ ভাদ্র ১৪৩২ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 90 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 23 AUGUST, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

আজকের সম্প্রসারিত মেট্রোর নীল নকশা হাতে নিয়ে অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায় তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাচের ঘরে বসেই ঢিল প্রধানমন্ত্রীর

কড়া ভাষায় তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর শুক্রবারের বক্তব্য 'হতাশার আর্তনাদ' ছাড়া আর কিছুই নয়, তোপ তৃণমূল কংগ্রেসের। এদিন সকালেই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল দল। স্বাভাবিকভাবেই যার কোনও উত্তর দিতে পারেননি তিনি। কিন্তু এদিন বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে যেভাবে মিথ্যাচার করেছেন তার পাল্টা কড়া জবাব দিয়েছে তৃণমূল। শুক্রবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একটার পর একটা ভিডিও দেখিয়ে (হাত পেতে টাকা নিচ্ছে গদ্দার অধিকারী) উদাহরণ তুলে ধরে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মোদির মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। দুর্নীতির ইস্যু থেকে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষ, এসআইআর, 'সংবিধান সংশোধনী' কালা বিল, পরিযায়ী শ্রমিক, দুর্গাপুজো, বাংলার বকেয়া, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সবক'টি বিষয় তুলে ধরে তৃণমূল মোদি ও তাঁর দল বিজেপিকে আরও একবার

সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ শশী পাঁজা, কুণাল ঘোষ।

মনে করিয়ে দিয়েছে, বাংলার মানুষ কিছুই ভোলেনি। ভুলবেও না। ২০১৬, ২০২১, ২০২৪-এর মতো ২০২৬ সালেও গোহারা হারবে বিজেপি। বাংলার মানুষের বিপুল জনসমর্থন ও আগের থেকে রেকর্ড সংখ্যক বিধায়ক বাড়িয়ে ক্ষমতায় ফিরবে তৃণমূল কংগ্রেস। আর চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভাঙা আর্শি

তোমার আর্শিটা ভেঙে গেছে
ভাঙা আর্শিতে তোমার চেহারাটা দু-টুকরো
দাঁত-এর মধ্যে দাঁত ঢুকে গেছে
নাকটা একেবারে পাঁকাল মাছের মতো
ঠোঁটগুলো একেবারে টসটসে পচা কুমড়ো
চোয়ালটা যেন একেবারে বোয়াল,
দেহটা হয়ে গেছে একেবারে ময়াল।

দ্যাখো-দ্যাখো বারবার দ্যাখো
দেখিনি বলবে না কখনও।
তুমি তো দেখছো সবার অজান্তে
লুকিয়ে ছুপিয়ে তোমার দর্পণে
তোমার চেহারাটা ক্ষমতার আস্ফালনে
অহংকারের দম্ভে শাসনে ও শোষণে
অশান্ত কুৎসিত আচরণে গোপনে
দেখেছো নিজেকে বার বার
আবার দ্যাখো তো বন্ধুবর!

জীবনটা তোমার শুকনো মরু
হৃদয়টা একেবারে গভীর কুরু
দর্পণ চেতনা ওটা গর্জনে গুরু গুরু
অতি দর্পে তুমি বন্দুক ভীরু
তাণ্ডবোচ্ছাসে তুমি ধ্বংস মেরু
তুমিই তোমার শেষের শুরু।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই মেট্রোর সম্প্রসারণ

সোশ্যাল মিডিয়ায় কর্মযজ্ঞের কথা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : রেলমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। নতুন রুট, লাইন, ট্রেন, স্টেশন, প্রকল্প, কর্মসংস্থান— কী দেননি! ইউপিএ জমানায় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা প্রকল্পগুলিই এখন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করে চলেছেন। আসল উদ্দেশ্য ভোটের মুখে নিজেদের ঢাক নিজে পেটানো। বাংলার মানুষ জানেন এসব কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা। এই পরিস্থিতিতে সেদিনের স্মৃতিরোমন্থন করলেন আজকের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় নস্টালজিক বার্তায় তিনি জানালেন রেলের উন্নয়নে নীল নকশা তৈরির কথা।

একনজরে মেট্রো রুটের পরিকল্পনা

- মেট্রো করিডরের পরিকল্পনা-অনুমোদন
- ইন্ট্রা-সিটি মেট্রো গ্রিড তৈরি
- প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যের জমি দান
- পাকা রাস্তা তৈরি
- সর্বত্র পুনর্বাসন
- বাধা সরাতে সর্বাত্মক উদ্যোগ

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আজ আমাকে একটু স্মৃতিরোমন্থন করতে দিন। ভারতের রেলমন্ত্রী হিসেবে আমি ভাগ্যবান যে, মেট্রোপলিটন কলকাতায় মেট্রো রেলওয়ে করিডরের পরিকল্পনা ও অনুমোদন আমার দ্বারাই হয়েছে। এই সম্পূর্ণ প্রকল্পের নীল নকশা তৈরি থেকে তহবিলের ব্যবস্থা, কাজ শুরু করেছি আমি। সেইসঙ্গে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের সংযুক্তের পরিকল্পনাও করেছি ইন্ট্রা-সিটি মেট্রো গ্রিডের মাধ্যমে। তিনি লেখেন, পরবর্তীতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে অংশ নেওয়ার অতিরিক্ত সুযোগ পেয়েছি। বিনামূল্যে জমির বন্দোবস্ত, রাস্তার ব্যবস্থা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। তারপর রেলের কাজে বাধা, (এরপর ১২ পাতায়)

বৈঠকে অভিষেক

শুক্রবার বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সারলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। জেলার বাকি কাজের দিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি সর্বস্তরের কর্মীদের মাঠে নামাতে নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক।

অভিষেকের নির্দেশে

সিপিএমের কেরলে গণধর্ষণের শিকার বাংলার তরুণী। মহেশতলার ওই তরুণীর সঙ্গে ন্যক্কারজনক ঘটনার কথা জানার পরেই পাশে দাঁড়ান সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে তৃণমূলের একটি দল পৌঁছেছে কেরলে। নির্যাতিতাকে সবরকমের সাহায্য করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি চলছে।

মোদিকে পঞ্চবাণ তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রতিবেদন : ছাব্বিশের ভোটের আগে বাংলায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করেছেন মোদি-শাহরা। ফের পরিযায়ী পাখির মতো বাংলায় রাজনৈতিক পর্যটক হয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সফরের মধ্যে তাঁকে পঞ্চবাণ ছুঁড়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীকে ট্যাগ

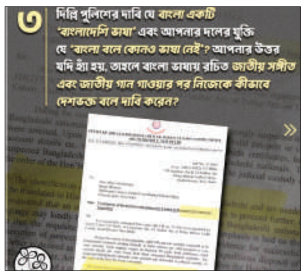

করে তৃণমূল লিখেছে— বাংলা আপনার নাটকের মঞ্চ নয়। যদি সাহস থাকে তাহলে বাঙালির মনের জ্বলন্ত ৫ প্রশ্নের উত্তর দিন।

প্রশ্ন ১ : কোন অধিকারে সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিল আনতে চাইছে কেন্দ্র? যেখানে ৫,৮৯২টি মামলার মধ্যে ইডি গত ১০ বছরে দোষী সাব্যস্ত (এরপর ১০ পাতায়)

হাইকোর্টের রায় স্থগিত হতেই জয়েন্টের ফল

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় রাজ্যের। রাজ্যের আবেদন মেনে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। এই স্থগিতাদেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে কাটল যাবতীয় জটিলতা। সকালে সুপ্রিম রায় ঘোষণার পর দুপুরে নজিরবিহীন ভাবে সাংবাদিক বৈঠক ছাড়াই ফল প্রকাশ করল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। বোর্ডের ওয়েবসাইটে এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মেধাতালিকা

অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী

ও র‍্যাঙ্ককার্ড। ফল প্রকাশের পরই সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোনোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 August, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৩
মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) পুণে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। কারাগারে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এবং হরিজনদের সামাজিক অধিকারের পক্ষে টানা সাতদিন অনশন করেন তিনি। এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে কার্যত বাধ্য হয়। তবে সেদিন দলিত হরিজনদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে গান্ধীজির সঙ্গে সহমত হননি আম্বেদকর।

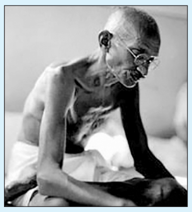

১৮৫২
ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর (১৮৫২-১৯১৮) এদিন হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছিতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা দুর্গাদাস করও ছিলেন চিকিৎসক। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে রাধাগোবিন্দ ইউরোপে যান ও এডিনবরা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে কারমাইকেল কলেজ নামে প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেটিই আজ তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়ে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল নামে পরিচিত। রাধাগোবিন্দ বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ধাত্রীবিদ্যার বিষয়ে একাধিক বইও লেখেন।

১৯৪২ সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তালিনগ্রাদের ওপর জামানির বোমারু বিমান লুফৎওয়াফ এদিন প্রায় এক হাজার টন বোমা ফেলে। দুপুর ৩টে বেজে ১৮ মিনিট থেকে শুরু হয়ে মাঝরাত পর্যন্ত হিটলারের বাহিনী এই বোমাবর্ষণ চালায়। প্রায় ৪০ হাজার সোভিয়েত নাগরিক ও সেনা নিহত হন। শহরের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কালো ধোঁয়া আকাশে সাড়ে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত উঠেছিল।

১৭৫৪
ফ্রান্সের শেষ রাজা ষোড়শ লুই (১৭৫৪-১৭৯৩) এদিন ভার্সাইল প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই ফরাসি বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল, ফলে ব্যুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতন হয়। শাসনকালের শুরুর দিকে তিনি সংস্কারমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণির বিরোধিতায় সেগুলি কার্যকর করা যায়নি। এরই জেরে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তোলে।

২০১১ গদ্দাফির (১৯৪২-২০১১) লিবিয়াতে চার দশকের শাসনের অবসান। ত্রিপোলিতে তাঁর প্রাসাদ দখল করে নেয় বিদ্রোহীরা। গদ্দাফি আত্মগোপন করেন। দু'মাস পর লিবিয়ার সিরতে শহরে তাঁর খোঁজ মেলে। তাঁকে হত্যা করা হয়।

১৯৮৭ সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) এদিন মারা যান। কবি ও সাংবাদিক। এক সময় কথায় কথায় তাঁর মুখে শোনা যেত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। অথচ কবি সম্পর্কে তাঁর অভিমানের বোধহয় অন্ত ছিল না। বলতেন, ''রবীন্দ্রনাথ হল মহাসমস্যার বিষয়।'' পাশের বাড়িতেই থাকতেন কবি বিষ্ণু দে। যাতায়াত, সম্পর্ক ছিলই। নিজের কবিতার বই তাঁকে দিতে তিনি বইটি স্ত্রীর হাতে দেন, পায়ের দু'আঙুলের ফাঁকে গুঁজে। বয়োজ্যেষ্ঠ কবির আচরণে সেদিন কিছু বলেননি বটে, কিন্তু পরে স্মরণ করেছেন লেখাতে। 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয় সরকার। কে যেন লিখেছিলেন, 'তিনি মানেই স্পষ্টকথার ঝড়। তিনি মানেই ঋজু হেঁটে চলা। তিনি সমর সেন।' 'বাবু বৃত্তান্ত' তাঁর আত্মজীবনী।

১৩০৫ উইলিয়াম ওয়ালেস (১২৭০-১৩০৫) এদিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই স্কটিশ নাইট স্কটল্যান্ডের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধের অন্যতম নেতা ছিলেন। স্টারলিং ব্রিজের যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী তাঁর কাছে পর্যুদস্ত হয়। কিন্তু ফালকিরকের যুদ্ধে তিনি হেরে যান। গ্লাসগোর কাছে ধরা পড়লে এদিন তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

২০২৩
মহাকাশে দীর্ঘ এক মাস নয় দিনের যাত্রা শেষে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-থ্রি এদিন চাঁদের বুকে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে অবতরণ বা 'সফট ল্যান্ডিং'য়ের প্রথম লক্ষ্যে সফল হয়। এর ফলে ভারত বিশ্বের এলিট 'স্পেস ক্লাবে' জায়গা করে নেয়। বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত এই গৌরব অর্জন করে। আর চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের দিক থেকে ভারতই হল প্রথম দেশ।

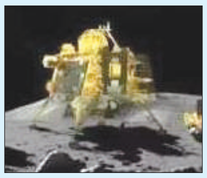

১৯৭৫
অমল হোম (১৮৯৩-১৯৭৫) মারা যান। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য। তিনিই ১৯৩১ সালে কলকাতায় প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল নামক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

পার্টির কর্মসূচি

শ্রীরামপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ৭১, ৮২ এবং ৮৩ নম্বর বুথে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। ছিলেন শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, মেয়র পারিষদ তথা শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষকুমার সিং, পুর সদস্য রাজেশ সাহ-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮২

■	■	১	■	■	২		৩
■	৪		৫	■		■	
৬		■	৭				
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২					■	১৩	
	■		■	১৪	১৫		■
১৬			■	■		■	■

পাশাপাশি : ২. বধির ৪. হাজত, কারাগার ৬. এক রাশি ৭. চৌকিদার ৮. এ কোন — রাতের চেয়েও অন্ধকার ১০. হিসাব, গোনা ১২. দেবতাকে নিবেদিত অন্নাদি ১৩. টাকা ১৪. ধোপা, কাপড় কাচা যার পেশা ১৬. সজ্জিত।

উপর-নিচ : ১. আন্দোলন, নাড়াচাড়া ২. আটক ৩. — রাত্রি, অন্ধ যাত্রী ৪. দীপের আবরণ ৫. ভাগ্য, অদৃষ্ট ৯. শরৎ ঋতু ১০. বিপ্লব ১১. অভিনয়ের যোগ্য রচনা ১২. মানুষ, মানব ১৫. একধরনের মাছ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮১ : পাশাপাশি : ১. ক্যাপসিকাম ৪. অটবি ৫. চিত্রকূট ৬. এক্কাদোক্কা ৮. ঘেরাও ৯. কাজের মেয়ে। **উপর-নিচ :** ১. ক্যাবিনেট ২. সিয়ানি ৩. মতফরাক্কা ৫. চিলমীলিকা ৬. একঘেয়ে ৭. ঝিকুর।

২২ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪৮৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.২৬	৮৬.৮২
ইউরো	১০৩.৪৯	১০১.৫০
পাউন্ড	১১৯.৩৬	১১৭.৩০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি চক্রবর্তী

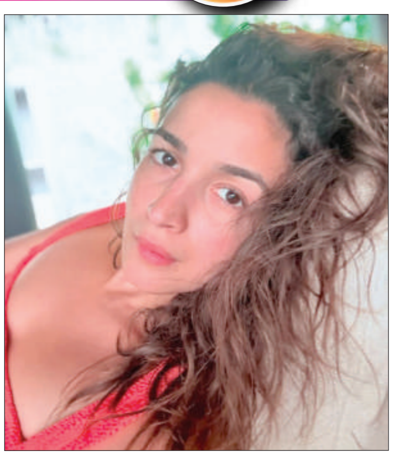

■ আলিয়া ভাট

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেলমন্ত্রী, বাংলা জুড়ে নানা কর্মসূচি

প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচারের কড়ায়-গণ্ডায় জবাব তৃণমূলের

বিজেপির সংকল্প-দম্ভ পাঁচ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ

প্রতিবেদন : বিজেপির সংকল্প বাস্তবায়নের দম্ভের জবাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পাঁচটি প্রশ্নবাণ ছুঁড়ল তৃণমূল। বিজেপির সংকল্প বাস্তবায়নের তাজা প্রমাণ নাকি অপারেশন সিঁদুর। এ প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থাপিত ৫টি জ্বলন্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তার জবাব চাইল তৃণমূল। এক, সীমান্তে ভয়াবহ নিরাপত্তা ব্যর্থতার দায় কে নেবে? এতকিছুর পরেও কেন গোয়েন্দা প্রধানকে পুরস্কৃত করা হল? দুই, পেগাসাস যদি বিরোধী নেতা, সাংবাদিক আর বিচারপতিদের উপর নজরদারিতে কাজে লাগে, তাহলে সন্ত্রাসবাদীদের আটকাতে পারছে না কেন? তিন, ভারত কবে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করবে? আমেরিকার দাবি, তাদের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হয়েছে, এ নিয়ে নীরব কেন? চার, ৩৩টি দেশের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়ে বসার পর, ক'টা দেশ পাকিস্তানকে সরাসরি নিন্দা করেছে? পাঁচ, যদি সত্যিই 'বিশ্বগুরু' হয়, তবে কেন আজও বিশ্ব পাকিস্তানকে পুরস্কৃত করে চলেছে?

এঁরাই আবার বলেছিলেন বাংলা কোনও ভাষাই নয়

প্রতিবেদন : সারা দেশজুড়ে কেন্দ্র ও বিজেপির ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী নাগরিকরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। শুধু নিজের মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে, এমনকী বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁদের পুশব্যাক পর্যন্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসে বলছেন, বিজেপি সরকার গর্বের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাংলার সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে। তাহলে প্রধানমন্ত্রী আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দিল্লি পুলিশ যখন বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলে অপমান করল, আপনার দলের প্রচারক অমিত মালব্য যখন ঔদ্ধত্যের সাথে দাবি করলেন ''বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই, ওটা বাংলাদেশি ভাষা'', তখন কেন আপনি চুপ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী, এবার ভণ্ডামি বন্ধ করুন। আপনি কি না সেই অমিত মালব্যকে পাশে বসিয়ে টেলিপ্রম্পটারে বাংলায় কথা বলছেন! কেন এই দ্বিচারিতা?

দুর্গাপুজো নিয়ে এ কোন কথা শুনি মোদির মুখে!

প্রতিবেদন : হিন্দু ধর্মের পুজোয় বাংলায় অত্যাচারের মুখে পড়তে হয়, এক সময় দাবি করেছিলেন মোদিই। সেই মোদিই এবার দাবি করলেন বাংলায় দুর্গাপুজোয় আনন্দের আবহ। তার পাল্টা মন্ত্রী শশী পাঁজা প্রশ্ন তোলেন, তাহলে তো তিনিই বলে দিলেন বিগত দিনগুলিতে যা বলেছিলেন, সব ভুল। নিজের বক্তব্য নিজেই খারিজ করে দিলেন। অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী প্রতিদিন বাংলাকে কুৎসা করে গিয়েছেন, সব মিথ্যা। কলকাতায় দুর্গাপুজোয় আনন্দের পরিবেশ ব্যাখ্যা করে নিজেদের অভিযোগই খারিজ করে দিলেন। বলেছিলেন না, দুর্গাপুজো করতে গেলে কোর্টে যেতে হয়। সেগুলো সব খারিজ করে এখন বলছেন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি, কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির কথা। শশী পাঁজা আরও বলেন, দুর্গাপুজোর জন্য যে আনন্দটা প্রকাশ করছেন, সেটা কার জন্য জানেন, এই আনন্দটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীতেই অনাস্থা!

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আপনি বলেছেন এই দেশ অনুপ্রবেশকারীদের সহ্য করবে না। শুক্রবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, তাহলে যে সকল অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে, তা কাদের ব্যর্থতায়? বিএসএফ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অধীনে। তারপরও সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নড়বড়ে কেন? কার ব্যর্থতা? আপনি যা বলছেন, তাতে আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আপনি অনাস্থা প্রকাশ করছেন। কী করে নিরাপত্তার ফাঁক গলে জঙ্গিরা ঢুকে নিরীহ নাগরিকদের উপর হামলা চালাচ্ছে। বিজেপির দেশরক্ষার ধারণা মানে শুধু দোষ চাপানো আর ভণ্ডামি। বাংলার দিকে আঙুল তোলার আগে নিজেদের সীমান্ত নিরাপত্তার ভয়াবহ ব্যর্থতার জবাব দিন।

টাকা দিয়েছেন! শ্বেতপত্র কই?

প্রতিবেদন : বাংলার মানুষ উপহার চায় না, প্রাপ্য চায়। উপহার দিয়ে বাংলার মানুষকে অপমান করবেন না। বাংলায় বরাদ্দ নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচারের কড়ায়-গণ্ডায় জবাব দিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শশী পাঁজা বলেন, বাংলা থেকে গত ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স তুলে নিয়ে গিয়েছেন। কিছুই দেননি বাংলাকে। বাংলার প্রাপ্য বকেয়া রয়েছে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার কোটি টাকা। আর মোদিজি বাংলায় এসে দাবি করেছেন, বাংলার জন্য যে টাকা আমরা সরাসরি রাজ্য সরকারকে পাঠাই, তার অধিকাংশই লুট হয়ে যায়! মোদিজি, রাজ্যের দিকে আঙুল তোলার আগে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। সঠিকভাবে দেখানো হোক, ২০২১ সালে বাংলার মাটিতে বিজেপির লজ্জাজনক হারের পর থেকে আপনার সরকার বাংলাকে কত টাকা দিয়েছে।

নারীহেনস্থায় বিজেপিতে পুরস্কৃত বিট্টু

প্রতিবেদন : মহিলাদের হেনস্থায় যারা পারদর্শী, বিজেপিতে তাদের স্থান অনেক উঁচুতে। একেবারে প্রধানমন্ত্রীর বামদিকে! নারীদের সম্মানহানি করলে, বিজেপি পুরস্কৃত করে। দমদমে প্রধানমন্ত্রীর সভায় আরও একবার প্রমাণিত বিজেপির কুৎসিত নারীবিদ্বেষী মনোভাব। নরেন্দ্র মোদির পাশের আসনে জায়গা পেলেন বিজেপির রবনীত সিং বিট্টু! তিনি নাকি আবার রেলওয়ের মিনিস্টার অফ স্টেট! বিজেপির এই নারীবিদ্বেষকে তীব্র ধিক্কার জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। সাংবাদিক সম্মেলনে রবনীতকে নিয়ে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা জানান, সদ্য সংসদে তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদে রবনীত সিং বিট্টু গিয়ে তাঁদের ধাক্কাধাক্কি করেছে, হেনস্থা করেছেন। মহিলাদের অপমান করার পুরস্কার হিসেবে আজকে তিনি জায়গা পেলেন একদম প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে। আর একজন শিখ হয়ে রবনীত বসেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর পাশে। যিনি কিছুদিন আগে শিখ সম্প্রদায়কে খলিস্তানি বলে অপমান করেছেন।

ভেজাল শ্রমিক-দরদ! তৃণমূলের চ্যালেঞ্জ

প্রতিবেদন : বাংলা থেকে নাকি আর কাউকে অন্য রাজ্যে কাজে যেতে হবে না! তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে তৃণমূলের চ্যালেঞ্জ, দম থাকলে বলুন, অন্য রাজ্য থেকেও বাংলায় কেউ কাজে আসবেন না! বলুন, যাঁরা যে রাজ্যের বাসিন্দা তাঁরা সেখানেই কাজ করবেন, হিম্মত আছে? প্রধানমন্ত্রীর ভেজাল শ্রমিক-দরদকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের হুঁশিয়ারি, যুগ যুগ ধরে বাংলার শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে যান, কারণ তাঁরা দক্ষ। এ-রাজ্যের শ্রমিক অন্য রাজ্যে না গেলে, ভিনরাজ্যেরও দেড় কোটি শ্রমিক বাংলায় আসবেন না! হিম্মত থাকলে বলে দেখান। বাংলাকে নিয়ে মিথ্যাচার করবেন না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব কোথায়?

বাংলায় ফের শুরু ডেইলি প্যাসেঞ্জারি। এটা শুরু হওয়া মানেই বাংলার মানুষ বুঝতে পারেন ভোট আসছে। বিজেপির পরিযায়ী পাখিরা সকলে একবার করে ঘুরে যাবেন। যেমন শুক্রবার কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বকেয়া থেকে শুরু করে এমন কিছু অভিযোগ তুললেন তা শুধু যে হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়েছে বাঙালির তাই নয়, তথ্য সামনে তুলে ধরলে প্রধানমন্ত্রীও লজ্জা পেতেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে তৃণমূলের পাঁচ প্রশ্ন ছিল। বিজেপি নেতারা জানতেন প্রশ্নগুলি কী কী। কিন্তু একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়ার সাহস দেখাননি প্রধানমন্ত্রী। সংবিধান সংশোধন করছেন কিন্তু পারবেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের শাস্তি দিতে? এসআইআর করছেন, তাহলে গোটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভারই ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি বলছেন। জেনেশুনে অপরাধ। আপনাদের কেন দেশবিরোধী বলা হবে না? বিকশিত ভারত নাকি বিকশিত বাংলা ছাড়া সম্ভব নয়? বিকশিত রাজ্য দিয়ে দেশের বিকাশ হচ্ছে না? রাজ্য থেকে টাকা তুলছেন অথচ রাজ্যের পাওনা প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছেন। একই ভাষায় বাংলার সরকার যদি উত্তরটা দিত, কেমন লাগত মোদিজি? আসলে বিজেপি জানে যদি তথ্য এবং যুক্তির মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে বাংলার মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না নেতা-নেত্রীরা। তাই নানা অসাংবিধানিক শব্দ বলে বাংলাকে কলুষিত করার আপ্রাণ চেষ্টা। চেষ্টা তো শুরু হয়েছে ২০১৬ সাল থেকে। তারপর '১৯, '২১, '২৪ চলে গেল। আপনারাও চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। প্রধানমন্ত্রীর চোখেও ক্লান্তির ছাপ। এবার ডেইলি প্যাসেঞ্জারি বন্ধ করে বাংলার মানুষকে একটু শান্তি-স্বস্তিতে থাকতে দিন। আপনাদের রাজনৈতিক চরিত্র মানুষ বুঝে নিয়েছেন।

e-mail থেকে চিঠি

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই!

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। শুধুমাত্র এমন অভিযোগে গ্রেফতার করতে হবে, যে অপরাধের শাস্তি কমপক্ষে পাঁচ বছরের কারাবাস। আর তারপর মাত্র ৩০ দিন জেল হেফাজতে থাকলেই সরিয়ে দেওয়া যাবে যে কোনও মন্ত্রীকে। এমনই নিদান দিতে তিনটি সংবিধান সংশোধন বিল নিয়ে এসেছে মোদি সরকার। তারই প্রতিবাদে, এই বিল প্রতিরোধের সংকল্প নিয়ে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্লোগান তুলল তৃণমূল এমপি ব্রিগেড। যোগ দিলেন কংগ্রেস, সপা, ডিএমকে সাংসদরাও। বিলের প্রতিলিপি ছিঁড়ে অমিত শাহের দিকে ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ। তাতেই যেন দপ করে লেগে গেল আগুন! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রক্ষা করতে ছুটে গেলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী রভনীত সিং বিট্টু-সহ বিজেপি সাংসদরা। প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। কেন এই প্রতিরোধ? কেন এমন প্রতিবাদ? কারণ, আগাম কোনও আভাস না দিয়েই মঙ্গলবার অনেক রাতে 'এমপি পোর্টালে' আপলোড করা হয় বিতর্কিত তিন বিল— ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার (সংশোধনী) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল। প্রবল হট্টগোলে দু'মিনিটেই সভা মুলতুবি করে দিতে বাধ্য হন স্পিকার। ১২টায় অধিবেশন বসলেও ১৬ মিনিটের মাথায় ফের মুলতুবি। মিতালি বাগ, মহুয়া মৈত্র, শতাব্দী রায়ের মতো রায় বাঘিনিদের সামনে পড়ে বিজেপির তখন ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি অবস্থা। হবেই তো। এই বিল অসাংবিধানিক। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক দেশটাকে ক্রমশ পুলিশ স্টেটে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই বিল আইনে পরিণত হলে রাজনৈতিক অপব্যবহার হবে। শেষপর্যন্ত তিনটি বিলকেই অবশ্য পাঠানো হয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে। বিরোধীরা ছুঁড়েছে চ্যালেঞ্জ, বিজেপির ২৪০ সাংসদের সংখ্যালঘু সরকারকে এই সংবিধান বিল পাশ করাতে দেব না। তাঁরা সফল হোন। নইলে দেশটা আর গণতান্ত্রিক থাকবে না। বিজেপির জেলখানায় পরিণত হবে। — **অর্ণব মুখোপাধ্যায়, নিউ টাউন, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সুশাসন আর দুর্নীতি দমনের নামে
আক্রান্ত গণতন্ত্র, ছায়াপাত জরুরি অবস্থার

১৩০ তম সংশোধনী। টার্গেট পরিষ্কার। 'করাপশন' নয়, 'অপোজিশন'। উদ্দেশ্য, কেস ঠুকে প্রমাণ ছাড়াই বিরোধী পক্ষকে জেলে ভরা আর দোষী সাব্যস্ত না করেই তাদের নেতৃবর্গের পদ হরণ। একেবারে ফ্যাসিবাদের প্রকাশে জনকণ্ঠ রোধের আয়োজন। এই ফ্যাসিবাদী প্রয়াসের বিরুদ্ধে একযোগে লড়তে না পারলে আমরা সূচিত করব ভারতীয় গণতন্ত্রের শবযাত্রা। লিখছেন **ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার**

২০ অগাস্ট, ২০২৫— ভারতের সংসদে যে ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ হয়েছে, তা আপাতদৃষ্টিতে 'সুশাসন' ও 'দুর্নীতি দমন'-এর প্রতিশ্রুতি বহন করে। কিন্তু গভীরতর পর্যালোচনায় এই বিলের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়— এটি আসলে গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডে আঘাত। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অপসারণের নামে এটি কার্যত এক অঘোষিত জরুরি অবস্থার পূর্বাভাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য'র স্বপ্নে এমন এক ভারতের কথা বলেছিলেন, যেখানে স্বাধীনতা ও মর্যাদা অটুট থাকবে। সেই স্বপ্ন আজ অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে। শাসকের হাতে যখন অসীম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তখন স্বাধীনতার বাতি নিভে যাওয়ার শঙ্কাই জাগে।

সংবিধান ও বিচারব্যবস্থার ব্যাখ্যা

সংবিধানের ধারা ৭৫ ও ১৬৪ অনুযায়ী মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের 'সুখভোগে' পদে বহাল থাকেন। সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়— Shamsher Singh বনাম State of Punjab (১৯৭৪) কিংবা Nabam Rebia বনাম Deputy Speaker (২০১৬)— স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারী নয়, বরং মন্ত্রিসভার পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যকর হতে হবে।

কিন্তু ১৩০তম সংশোধনী রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে 'সরাসরি অপসারণ'-এর ক্ষমতা দিচ্ছে। এটি নির্বাচিত সরকারের উপর এক অসাংবিধানিক তলোয়ার ঝুলিয়ে দেবে। কলকাতা হাইকোর্ট বহুবার উচ্চারণ করেছে যে, অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত নির্দোষ। অথচ এই বিল অনুযায়ী, মাত্র ৩০ দিনের আটকই মন্ত্রীর রাজনৈতিক মৃত্যুর সমান। দোষ প্রমাণিত না হলেও ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যাবে— এ এক অশুভ নজির।

আন্তর্জাতিক আইন ও ভারতের মর্যাদা

জাতিসংঘ সনদের ১ ও ৫৫ নং ধারা জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবাধিকার সুরক্ষার কথা বলে। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ (UNHRC) বারবার বলেছে, ন্যায্য বিচার ও সমান রাজনৈতিক সুযোগ গণতন্ত্রের অঙ্গ। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (ICJ) মতবাদও একই— শাসকের ইচ্ছা নয়, আইনের শাসন হবে শেষ কথা।

তাহলে ভারত কি আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ভাঙতে চলেছে? দক্ষিণ আমেরিকার একাধিক দেশে এই ধরনের আইন রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়িয়েছে। পাকিস্তানে প্রতিপক্ষকে আটক করে ক্ষমতার খেলা গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। ১৩০তম সংশোধনী কার্যকর হলে ভারতে ফেডারেলিজম ক্ষতিগ্রস্ত হবে— রাজ্য সরকারের ওপর কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ বাড়বে।

এক অঘোষিত জরুরি অবস্থার ছায়া

১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার দুঃসহ স্মৃতি এখনও দেশবাসীর মনে। তখন মৌলিক অধিকার স্থগিত হয়েছিল। আজ আবার সেই অন্ধকার ফেরার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বিরোধী নেতাদের আটক করে ৩০ দিনের মধ্যে পদচ্যুত করা গেলে নির্বাচনের মানে কী? গণতন্ত্র তখন কার্যত শাসক দলের বন্দি।

সুপ্রিম কোর্টের Kesavananda Bharati (১৯৭৩) মামলার রায়ে বলা হয়েছিল— সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করা যাবে না। কিন্তু ১৩০তম সংশোধনী কার্যত সেই কাঠামোকেই আঘাত করছে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির সতর্কবার্তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট'-এ বলেছিলেন, দমননীতির উপর সভ্যতা দাঁড়াতে পারে না। আর মহাত্মা গান্ধী শিখিয়েছিলেন, গণতন্ত্র মানে জনগণের কণ্ঠস্বরকে মর্যাদা দেওয়া। গান্ধীজির ভাষায়—'গণতন্ত্র শাসকের নয়, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা।'

যদি অভিযোগের ভিত্তিতেই জনপ্রতিনিধিদের সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে গণতন্ত্র কেবল কাগুজে শব্দে পরিণত হবে।

উপসংহার

১৩০তম সংশোধনী বিল ভারতের গণতন্ত্রকে বিপজ্জনক মোড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটি 'অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ'-এর নীতি লঙ্ঘন করছে, মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করছে, নাগরিকদের অধিকার খর্ব করছে।

আজ প্রয়োজন এক সজাগ নাগরিকসমাজ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভয়শূন্য ভারত আর গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। নইলে গণতন্ত্রের আলো নিভে যাবে, শুরু হবে এক নতুন অন্ধকার যুগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট'-এ বলেছিলেন, দমননীতির উপর সভ্যতা দাঁড়াতে পারে না। আর মহাত্মা গান্ধী শিখিয়েছিলেন, গণতন্ত্র মানে জনগণের কণ্ঠস্বরকে মর্যাদা দেওয়া। গান্ধীজির ভাষায়— 'গণতন্ত্র শাসকের নয়, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা।'

মেলায় গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল তিন নাবালিকা। খবর পেয়ে তাদের উদ্ধার করল পুলিশ। বসিরহাটের ন্যাজাট থানার আখড়াতলায় তাদের বাড়ি। খুশির হাওয়া পরিবারে

হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করুন

জেলা নেতৃত্বকে বার্তা অভিষেকের

প্রতিবেদন : এবার বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক সারলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। অন্যান্য জেলার মতো শুক্রবার ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে হওয়া বৈঠকে এই দুই জেলার নেতৃত্বকেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জেলায় সাংগঠনিকভাবে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে সকলকে। যেসব এলাকায় এখনও কাজ বাকি রয়েছে সেখানে প্রাধান্য দিতে হবে। দলের

বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর

সর্বস্তরের কর্মীদের নিয়ে মাঠে নামতে হবে। আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে, তাদের সমস্যার কথা শুনতে হবে এবং বাস্তবে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলি দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। একই সঙ্গে জঙ্গলমহলে রাজ্য সরকারের যেসব উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে সেগুলিকে আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় আনতে হবে। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে স্থানীয় নেতৃত্ব-জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে হবে। বুথে লাগাতার কর্মসূচি নিতে হবে। ছোট ছোট মিটিং করতে হবে। সাংগঠনিকভাবে জেলা আরও মজবুত করতে নতুন মুখ তুলে আনার দিকেও জোর দেন অভিষেক। সেইসঙ্গে নতুন, পুরনো নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের বার্তাও দেন অভিষেক। ব্লক সভাপতির পদ নিয়ে কারও আপত্তি থাকলে তা লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে। তবে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব সহ্য করা হবে না বলেই সতর্ক করেন তিনি। টাউন-ব্লক সভাপতি পরিবর্তন ও পরিমার্জন নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। বৈঠকে দুই জেলার সভাপতি, জেলা চেয়ারম্যান, যুব সভাপতি, মহিলা সভানেত্রী, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি, ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশনের নেতৃত্ব এবং একাধিক বিধায়ক-মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

■ বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হাওড়া জেলার তিনটি বিধানসভা— উত্তর হাওড়া, ডোমজুড় ও সাঁকরাইলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, কল্যাণ ঘোষ ও প্রিয়া পাল প্রমুখ। শুক্রবার।

নির্যাতিতার পাশে অভিষেক, টিম গেল কেরলে

প্রতিবেদন : এবার সিপিএমের কেরলে গণধর্ষণের শিকার বাংলার তরুণী। সেখানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন ঐ নির্যাতিতা। খবর পেয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মহেশতলার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে সবরকম সাহায্য করাই শুধু নয়, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের নির্দেশে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের একটি টিম পৌঁছে গিয়েছে কেরলে। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন দীপিকা দত্ত (মহেশতলা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর), মিঠু আলি মোল্লা, রমেশ কে, প্রাক্তন কাউন্সিলর খোকন সেন। এছাড়াও গিয়েছেন জেলা পুলিশের দুই অফিসার। সাব-ইন্সপেক্টর কুলদীপ সরকার এবং ভাস্কর ঘোষ।

মহেশতলার সন্তোষপুর ১৬ বিঘা বস্তির ওই তরুণী দাদু-দিদার কাছে কেরলে থাকার জন্য গিয়েছিলেন। কেরলে রামা নাট্যু এলাকায় তাঁরা থাকতেন। দেড় মাস আগে একটি শপিংমলে কাজ পান। পরিবারের অভিযোগ, দিন দুয়েক আগে কাজে গিয়ে আর বাড়িতে ফেরেননি। মেয়ে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের তরফ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর বুধবার বিকালে

নির্যাতিতা বাড়িতে ফেরেন রক্তাক্ত হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায়। পরিবারের অভিযোগ, মেয়েটি তাঁর পরিবারকে জানান, শপিংমলে কাজ থেকে ফেরার সময় তাঁকে নাকে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে অপহরণ করা হয়। যখন তাঁর জ্ঞান ফেরে তখন তিনি একটি ঘরের মধ্যে বন্দি এবং তাঁর ঘরে প্রায় কুড়িজন লোক ছিল বলে দাবি। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে বারে বারে অজ্ঞান করে গণধর্ষণ করা হয়। শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নির্যাতনের পর যখন তরুণীর জ্ঞান ফেরে তখন তাঁকে কেরল ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেওয়া হয়।

সিইও-দের চিঠি দিল কমিশন

প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর করতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। আর সে কারণেই রাজ্যে রাজ্যে সিইওদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ইআরও এবং এইআরও রয়েছে কিনা তা জানতে চাইল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়ে এই তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য যথাযথ ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সিইও দফতরের হাতে রয়েছে কিনা তা জানিয়ে আগামী ২৯ অগাস্ট বিকেল পাঁচটার মধ্যে কার্যকরী রিপোর্ট কমিশনে পাঠাতে হবে বলে রাজ্যের সিইও-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য দফতর কতটা প্রস্তুত তাও জানাতে হবে কার্যকরী রিপোর্টে। কারণ এস আই আর প্রক্রিয়া শুরু হলে তার মূল কান্ডারি হবেন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররাই। ইআরও-রাই এসআইআর প্রক্রিয়া মূলত পরিচালনা করবেন এবং তাদের সাহায্য করবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইআরও-রা।

ক্যাপ সমীক্ষায় বিজেপির ষড়যন্ত্র ফাঁস

তৃণমূলের তিন প্রশ্নবাণ

প্রতিবেদন : বিজেপির এসআইআর ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিল তৃণমূল। ক্যাপ সমীক্ষা প্রকাশ হতেই ধরা পড়ে গেল বিজেপি। প্রত্যেক রাজ্যে ভোটের আগে ও পরে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকরা ক্যাপ সমীক্ষা করেন। ২০২৪ লোকসভা ভোটের পর বিহারের সিইও-র করা 'নলেজ, অ্যাটিচিউড ও প্র্যাকটিস' সমীক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে কেন্দ্র ও কেন্দ্রের শাসক বিজেপির আইএসআর ষড়যন্ত্রের। বিজেপির সেই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়ায় ছুঁড়ে দিয়েছে তিন প্রশ্নবাণ। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের সমীক্ষাই বলছে, ৯৮ শতাংশ মানুষ ভোটার তালিকা সম্পর্কে জানতেন। ৯৯ শতাংশেরও বেশি মানুষ জানতেন তাঁদের নাম তালিকায় রয়েছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ৯৮.৯ শতাংশ নাম ও তথ্য ছিল একেবারে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। এই তথ্য খতিয়ান তুলে ধরে তৃণমূলের প্রশ্ন— এক, তালিকা যদি এতটাই সঠিক, তাহলে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে এই নাটক কেন? এটা কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি? দুই, মাত্র এক বছরে হঠাৎ করে ৬৫ লক্ষ ভোটার অযোগ্য হয়ে গেলেন কীভাবে? বিহারের ভোটের আগে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নামা এসআইআর করে বাদ দেওয়া হল কেন? তৃণমূলের তিন নম্বর প্রশ্নবাণ, এটা কি প্রকাশ্য চক্রান্ত নয়? মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার, পিছনের দরজা দিয়ে এনআরসি ঢোকানোর এবং ২০২৫-এর নির্বাচনের আগে বিজেপির রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করার? এরপর তৃণমূল সাফ জানিয়েছে, বাংলার মানুষ সব দেখছে। এবার আর এই ভোটচুরি ও ভাঁওতাবাজি চলবে না! বিজেপির মুখোশ খুলে গিয়েছে। মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দেবে।

শপিং মলেও বাংলায় সাইনবোর্ড

প্রতিবেদন : শহরে ছোট দোকানপাট থেকে শপিং মলের বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডেও বাংলায় নেমপ্লেট লেখার উপর আরও জোর দিল কলকাতা পুরসভা। বাংলায় দোকানের নাম না থাকলে বাতিল হতে পারে লাইসেন্সও! শুক্রবার পুরসভার মাসিক অধিবেশন থেকে ফের একবার শহরের ব্যবসায়ীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুরসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শহরের সব দোকানপাটের সাইনবোর্ডে বাংলায় নাম বাধ্যতামূলক। বাংলায় ব্যবসা করতে হলে দোকানের নাম বাংলায় থাকতেই হবে! পুরসভার নির্দেশ অমান্য করলে প্রথমে নোটিশ পাঠিয়ে সতর্ক করা হবে। তারপরও সংশোধন না করলে জরিমানা হতে পারে। এদিনের অধিবেশনে মহানাগরিক বলেন, বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলক। শহরের সব শপিং মলগুলিকে এই মর্মে নোটিশ পাঠানো হবে। অমান্য করলে লাইসেন্স রিনিউয়াল করা হবে না। প্রয়োজনে দোকান বন্ধের প্রক্রিয়াও শুরু করবে পুরসভা।

৭২০ শ্রমিককে দেওয়া হল ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার সহায়তা

প্রতিবেদন : শ্রমিদের পাশে রাজ্য। ৭২০ শ্রমিককে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সহায়তা প্রদান করা হল শুক্রবার। শ্রমিকদের সচেতনতা এবং পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এদিন শ্রম দফতরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ শিবির। এদিন কালীঘাট স্কাইওয়াকের কাছে হওয়া এই শিবিরের মাধ্যমে শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা হয়। প্রায় ৬০০০ অসংগঠিত শ্রমিক এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। সচেতনতা শিবিরে প্রধান অতিথি

■ উদ্বোধনে মলয় ঘটক, ফিরহাদ হাকিম, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, মালা রায়, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়-সহ মেয়র পারিষদ, বরো চেয়ারপার্সন, বিশেষ শ্রম কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত-সহ কাউন্সিলর ও শ্রম দফতরের আধিকারিকরা। ২০১৭ সালে অসংগঠিত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য চালু হয় এই সামাজিক সুরক্ষা যোজনা। ২০২০ সালে তা রাজ্য শ্রম দফতরের ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় পরিণত হয়। বর্তমানে ১ কোটি ৮১ লক্ষ শ্রমিক এই প্রকল্পে নথিভুক্ত রয়েছেন।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স ২০২৫ প্রথম দশ

প্রথম- অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী	ষষ্ঠ- সাগ্নিক পাত্র
দ্বিতীয়- সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস	সপ্তম -সম্বিত মুখোপাধ্যায়
তৃতীয়- দিশান্ত বসু	অষ্টম- অর্চিষ্মান নন্দী
চতুর্থ- অরিত্র রায়	নবম- প্রতীক ধানুকা
পঞ্চম- তৃষাণজিৎ দলুই	দশম- অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্য
23 August, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিম্নচাপ! সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। ডায়মন্ড হারবারে নদীর পাড়ে ট্রলারের সারি

খুশির হাওয়া, পুজোয় সর্বোচ্চ বোনাস পাবেন চা-শ্রমিকেরা

প্রতিবেদন : পুজোয় চা-শ্রমিকদের জন্য সুখবর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং শ্রমদফতরের উদ্যোগে বোনাস বৃদ্ধি হল ২০ শতাংশ। যা বোনাস আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ। শুক্রবার নবমহাকরণের শ্রমদফতরে মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে বৈঠক হয়। ছিলেন শ্রমসচিব অবনীন্দ্র সিং-সহ ৫টি অ্যাসোসিয়েশনেরই কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করেন। চা-বাগানের বৈঠক শেষে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন চা-শ্রমিকদের সর্বোচ্চ বোনাস পাক। শ্রমদফতর এটি সফল করতে পেরেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই আক্ষেপ মিটল। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে যাচ্ছেন চা-শ্রমিকেরা। মাথার ওপর ছাদ পেয়েছেন শ্রমিকেরা। হয়েছে চা-সুন্দরী। শ্রমিক-সন্তানদের জন্য তৈরি হয়েছে ক্রেশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র। চা-শ্রমিকদের দাবি ছিল ২০ শতাংশ বোনাসের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবার তাও সম্পন্ন হল। এবার পুজোয় এদিন এবং দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং-সহ তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের চা-শ্রমিকেরা ২০ শতাংশ বোনাস পাবেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশির হাওয়া চা-বলয়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চা-শ্রমিকেরা।

■ চা-বাগানের পাঁচ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে শুক্রবার নবমহাকরণে বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক।

হাইকোর্টের রায়ে বিস্মিত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ

প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের যাবতীয় নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে ওবিসি বা অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ নিয়ে একাধিক রায় দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রাজ্যের আইনজীবীরা। এদিন প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। এরপরই রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশে যাবতীয় বাধা দূর হল। আইনি জট কাটতে এদিনই দ্রুত রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশ করা হয়। জয়েন্টের ফলপ্রকাশে দেরি হওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, রাজ্যের বাইরে থেকেও ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসছে। গুজরাতে তো কলেজে ভর্তি শুরুই হয়নি। আমাদের রাজ্য থেকে বাইরে পড়তে যাচ্ছে, এটা সবসময়ই হয়। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে রাজ্য এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের তরফে আইনজীবী কপিল সিবাল ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করেই চলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে একের পর এক রায় দিচ্ছে তারা। প্রধান বিচারপতি জানতে চান, এটা কীভাবে সম্ভব? কারণ, ইতিমধ্যেই আগামী ৯ সেপ্টেম্বর মূল মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে এবং হাইকোর্টকে এই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপরই প্রায় মিনিটখানেকের শুনানির পরই বিরক্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারির নির্দেশ দেয়। এই স্থগিতাদেশের ফলে শুধু জয়েন্ট নয়, রাজ্যে আটকে থাকা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ স্নাতক স্তরে ডিগ্রি কোর্সের ভর্তি নিয়ে যে জটিলতা ছিল, তাও কেটে গেল। সাংবাদিকদের ব্রাত্য বসু বলেন, আগেই বলেছিলাম, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর কীভাবে কলকাতা হাইকোর্ট তা আটকে দেয়, তা নিয়ে আমরা বিস্মিত ছিলাম। আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পর্যবেক্ষণেও সেই বিস্ময়ের উল্লেখ রয়েছে। বারবার মামলা করে জটিলতার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর জয়েন্টের ফল এবং কলেজগুলির ভর্তির মেধাতালিকা প্রকাশিত হল।

স্বরাজ পল প্রয়াত শোক মুখ্যমন্ত্রীর

■ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্বরাজ পল। ফাইলচিত্র।

প্রতিবেদন : অনাবাসী শিল্পপতি তথা সমাজসেবী লর্ড স্বরাজ পল প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৯৪। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'স্বরাজ পালজির মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, অসাধারণ শিল্পপতি, সমাজসেবক। এই প্রবাসী ভারতীয়ের কলকাতার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। আমরা যৌথভাবে বাংলার উন্নয়নের জন্য কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবারকে সমবেদনা জানাই।' লন্ডনে থাকলেও দেশের প্রতি যথেষ্ট টান ছিল স্বরাজের। ব্যবসার পাশাপাশি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অফ লর্ডসের সদস্যও ছিলেন। পাঞ্জাবের জলন্ধরে ছোটবেলা কাটলেও ১৯৬৬ সালে ব্রিটেনে চলে যান। 'ক্যাপারো গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ' তাঁর হাতেই শুরু। ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্ক উন্নতির জন্য স্বরাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। বৃহস্পতিবার সেখানেই মৃত্যু হয়েছে। স্বরাজের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ শিল্পমহলেরও।

কেন্দ্রের সিদ্ধান্তেই পেনশনে বঞ্চিত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রাপ্য পেনশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সংক্রান্ত একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে এমনই জানালেন রাজ্য সরকারের আইনজীবী। তিনি সরাসরি কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর প্রাপ্য পেনশন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র দাস। এই মামলায় রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে, তা জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল বা এজি কিশোর দত্ত জানান, ২০২১ সালে এই বিষয় কেন্দ্রকে তথ্য ও নথি পাঠানো হলেও সম্প্রতি কেন্দ্র জানিয়েছে যে মামলাকারীদের পেনশনের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। আইনজীবীর আরও দাবি, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে। এজি বলেন, যেহেতু মামলাকারী দাবি করেছেন তিনি খুলনা জেলে বন্দি ছিলেন, এক্ষেত্রে সেই তথ্য সংগ্রহ করতে সমস্যা হচ্ছে। এ নিয়ে দু-সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। বর্তমানে শতায়ু পার করেছেন সতীশচন্দ্র। তিনি অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। পেনশন না মেলায় হাইকোর্টে মামলা করেন। তাঁর করা মামলায় ২০২০ সালে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, নথিপত্র যাচাই করে পেনশনের বিষয় পদক্ষেপ করতে হবে প্রশাসনকে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠাতে হবে কেন্দ্রের কাছে এবং কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা জানাতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, আজ পর্যন্ত পেনশন চালু হয়নি। পাঁচ বছর পরেও নির্দেশ পালিত না হওয়ায় আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন সতীশচন্দ্র দাস।

অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় দক্ষিণে চলবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : ফের দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তৈরি হয়েছে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত। এছাড়াও রয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা। একসঙ্গে এই দুই আবহাওয়াগত পরিস্থিতির জন্য দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ অগাস্ট পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। আজ শনিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে। এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গে বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। বৃষ্টি না হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে শহর কলকাতায় শনিবার দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে।

অনলাইন পোর্টালে স্নাতকস্তরে ভর্তির মেধাতালিকা প্রকাশিত

প্রতিবেদন : সমস্ত রকম আইনি জটিলতা কাটিয়ে প্রকাশিত হল স্নাতকস্তরে অনলাইনে পোর্টালে ভর্তির ফলাফল। শুক্রবার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। দীর্ঘদিন ধরে আইনি জটিলতায় আটকে ছিল ফল প্রকাশের বিষয়টি তবে ওবিসি সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য বড় জয় পেতেই প্রকাশিত হল একের পর এক ফল। ত্বরান্বিত হল ভর্তি প্রক্রিয়া।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, স্নাতকস্তরে কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তির পোর্টালে আজ প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশিত হল। আইনি জটিলতায় মেধা তালিকা প্রকাশ আটকে থাকায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মতো আমরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলাম। মোট ৩,০৯,৬৬৭ জন বৈধ আবেদনকারীকে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৪৬০টি কলেজের ৭,২৩২টি বিষয়ের ৪,০২,৫৫৭টি আসনে প্রাথমিক তালিকায় নির্বাচন করা হয়েছে তাঁদের পছন্দের বিষয়ের ভিত্তিতে। শুক্রবার থেকেই কলেজগুলিতে অনলাইনে ভর্তি চালু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফার ভর্তি-প্রক্রিয়া ২৫ অগাস্ট অবধি চলবে। শিক্ষামন্ত্রী পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, স্নাতকস্তরে নতুন পথ চলা শুরুর সন্ধিক্ষণে সকল ছাত্রছাত্রীকে আভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। স্বামীজিকে স্মরণ করে পথ চলা শুরু হোক তোমাদের।

বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : শুক্রবার সকালে নিউ গড়িয়ার অভিজাত আবাসন থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার মহিলার রক্তাক্ত দেহ। মৃতের নাম বিজয়া দাস (৭৪)। মুখে সেলোটেপ লাগানো ছিল। পুলিশের দাবি, সম্পত্তি হাতানোর লোভে বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পঞ্চসায়র থানা।

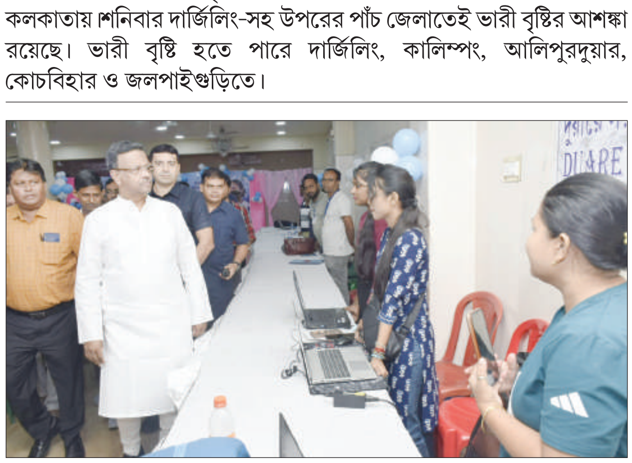

■ চেতলা গালর্স স্কুলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শনে মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার।

ফুলবাড়িতে চুরি। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে জমানো টাকা লুঠ করে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়েই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ

প্রশিক্ষণ শিবির

■ শুক্রবার থেকে উত্তর দিনাজপুরে শুরু হল পাঁচদিন ব্যাপী আবাসিক চারুকলা প্রশিক্ষণ শিবির। ছিলেন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী, ইসলামপুরের মহকুমা তথ্য-সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শিবিরে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অডিশন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর জেলার শিল্পচর্চারত ১৮ বছর তদূর্ধ্ব মোট ৪০ জন শিল্পী এই আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরে সুযোগ পেয়েছেন।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

■ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ফের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। নাম নেয়ামতুল্লা (২০)। ভগবানপুরের বাসিন্দা। গত সোমবার কাজ সেরে ডাম্পারে চেপে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরছিলেন। ফেরার পথে ডাম্পার উল্টে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। শুক্রবার তাঁর কফিনবন্দি নিথর দেহ অ্যাম্বুল্যান্সে করে সামসির ভগবানপুর গ্রামে ফেরে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নেয়ামতুল্লা নিজের অঙ্গদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

পূর্ত দফতরের উদ্যোগ

■ রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড়কে আধুনিক রূপে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী হল জেলা পূর্ত দফতর। কলকাতা-শিলিগুড়ি সংযোগকারী পুরনো ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক, আর অন্যদিকে রয়েছে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়ক। পূর্ত দফতরের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে আধুনিক জংশন পাবেন বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

নার্সিংহোমে আগুন

■ শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে আগুন। শুক্রবার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। তড়িঘড়ি রোগীদের অন্যত্র সরানো হয়। পুলিশ এবং দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাদের সোলার প্যানেলেই শর্ট সার্কিট হয় এবং ধোঁয়া দেখা দিয়েছিল। তবে ছাদে ওই নার্সিংহোমের কর্মীদের রান্নার প্রচুর গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। তাতে আগুন লেগে গেলে বিপত্তি হতে পারত। তবে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

মোদিজি আসুন ক্ষতি নেই, এসে বাংলার উন্নয়ন দেখে যান : চন্দ্রিমা

■ কোচবিহারে সভায় বক্তা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আছেন মহিলা তৃণমূলের নেত্রীরা। ডানদিকে, হলে মহিলা সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শুক্রবার।

সংবাদদাতা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার: ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে আবার আসতে শুরু করেছেন! এবার থেমে থাকুন দাদা। নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন মহিলা তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কোচবিহার উৎসব ভবনে শুক্রবার মহিলা তৃণমূলের কর্মিসভায়। মহিলা তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত বিশেষ কর্মিসভায় ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা, পুরসভার উপপ্রধান আমিনা আহমেদ, দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন ও মহিলা নেতৃত্ব। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আরও বেশি করে মহিলাদের আলোচনা করার নির্দেশ দেন চন্দ্রিমা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর যেসব উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রকল্প তিনি চালু করেছেন সেই সমস্ত দিক তুলে ধরতে বলেন মহিলা নেতৃত্বকে এবং তা লিফলেটে প্রকাশ করতে বলেন। সেই সঙ্গে ছোট ছোট বুথ মিটিং করতে বলেন।

মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী এতবার বাংলায় এসে কোনও লাভ হয়নি। বারংবার নির্বাচনের আগে আসেন। কিন্তু সবাই দেখেছেন বাংলার মানুষ কী রায় দিয়েছেন। তিনি বারংবার আসুন, অসুবিধা নেই। এসে দেখে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় কীভাবে উন্নয়ন করেছেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার বিরোধিতা করছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই বাংলায় এসে কোনও লাভ হবে না। এদিন আলিপুরদুয়ারেও কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এখানে তিনি বলেন, নারী ক্ষমতায়নে রাজ্যে বিপ্লব এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, পুরসভা, বিধানসভা ও লোকসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব ৫০ শতাংশ সংরক্ষিত করেছেন তিনি। রাজ্যের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এই সরকার। রাজ্যের মানুষের সমস্ত অভাব-অভিযোগ খুঁজে বের করে দ্রুত সমাধান করার উদ্দেশ্যে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্প চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে মহিলা কর্মীদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। এর পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে মানুষকে বোঝানোর কথাও বলেন তিনি। সম্প্রতি বাংলা ভাষা নিয়ে, বাংলা ভাষাভাষীদের নিয়ে বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে তা মানুষের সামনে তুলে ধরতেও আহ্বান জানান মন্ত্রী চন্দ্রিমা।

কুপিয়ে খুন, কলজে-সহ পুলিশের জালে স্বামী

■ পুলিশকে খুনের কথা স্বীকার অভিযুক্ত রমেশ রায়ের।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: প্রথমে কুপিয়ে খুন স্ত্রীকে। এরপর দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে স্ত্রীর কলজে (হৃৎপিণ্ড) ব্যাগে ভরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছিল প্রৌঢ়। শুধু তাই নয়, ডেকে ডেকে দেখায় গ্রামবাসীদেরও! হাড়হিম করা ঘটনা জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির। আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই খুনি রমেশ রায়(৫৫)-কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঠিক কী ঘটেছিল? শুক্রবার সকালে ময়নাগুড়ির ব্যাঙকান্দি এলাকায় রমেশ রায় (৫৫) তার স্ত্রী দীপালি রায়কে (৪৫) ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে। ঘটনার পর দীপালির দেহাংশ ব্যাগে ভরে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় রমেশকে। এই দৃশ্য চোখে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করে দীপালি রায়ের দেহ। জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদের উপস্থিতিতে অভিযুক্তকে নিয়ে আসা হয় ময়নাগুড়ি থানায়। থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, খুনের ঘটনার আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রমেশ রায় মানসিক অবসাদে ভুগছিল। শনিবার তাকে আদালতে তোলা হবে। অন্যদিকে নিহত দীপালি রায়ের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মালদহে একই পরিবারের ৩ জনের রহস্যমৃত্যু, তদন্ত

সংবাদদাতা, মালদহ: খাবার খাওয়ার পরই ছটফট করে মালদহে মৃত্যু একই পরিবারের ৩ জনের! পরিবারের ৯ জন খাবার খান। অসুস্থ হয়ে পড়েন শাশুড়ি, বউমা ও নাতনি। মৃত্যু হয় তিনজনেরই। মৃতদের নাম বুল্টি মণ্ডল (৩৫), তাঁর দশ বছরের মেয়ে পিউ মণ্ডল ও ৬৫ বছরের শাশুড়ি পুষ্প মণ্ডল। প্রাথমিক অনুমান, খাবার ও জলের বিষক্রিয়ায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন, খাবার ৯ জনই খেয়েছেন। বাকিরা সুস্থ থাকলেও, তিনজনের মৃত্যু হল কেন? পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের নয়জন সদস্য খাসির মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে রাতে ঘুমাতে যান। কিন্তু ভোর হতে না হতেই বুল্টি মণ্ডল, তাঁর মেয়ে পিউ মণ্ডল এবং শাশুড়ি পুষ্প মণ্ডল অসুস্থ বোধ করেন। এরপর তাঁরা বাড়ির টিউবওয়েলের জল পান করেন। জল খাওয়ার পর তাঁরা নাকি আরও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজনেরা তাঁদের প্রথমে ইংরেজবাজার এলাকার এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। সেখানে মৃত্যু হয় বুল্টি মণ্ডলের। এরপর বাকি দু'জনকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন ১০ পিউ মণ্ডলের মৃত্যু হয়। এরপর বৃদ্ধা পুষ্প মণ্ডলের মৃত্যু হয়। স্বভাবতই একই পরিবারের তিন সদস্যের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় জোর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। তবে কী কারণে এই মৃত্যু সেই ব্যাপারে এখনও সঠিক কিছু জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, বৈষ্ণবনগরের একটি পরিবারের তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ এখনই বলা সম্ভব নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির খাবার ও টিউবওয়েলের জল পরীক্ষা করা হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
23 August, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

শিবিরে শিবিরে ঘুরে মানুষের কথা শুনলেন বীরবাহা, চন্দ্রনাথ

■ শিবিরে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, চন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে শুক্রবার সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বললেন দুই মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিং ও বীরবাহা হাঁসদা। শুনলেন রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সোলার লাইট, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংস্কার ইত্যাদি সমস্যা। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি হল তালিকা। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার আটটি ব্লকে ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয় সমাধান শিবির। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে পরিদর্শনে যান ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাধগোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে গনককাটা, নোয়াপাড়া ও চিচুরগেড়িয়া— এই তিনটি বুথ মিলিয়ে ২৭ দফা সমস্যা তালিকাভুক্ত হয়। পরে দুই মন্ত্রী যান বিনপুর-১ ব্লকের দহিজুড়ির বাঁদরবানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানেও তিনটি বুথের মানুষ সমস্যা তুলে ধরেন। বীরবাহা বলেন, আমরা পাড়ায় সমাধান শিবিরে গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনেছি। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হয়েছে। সেই অনুযায়ী কাজ হবে। দিনের শেষে দুই মন্ত্রী ঝাড়গ্রাম সার্কিট হাউসে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, বিধায়ক ও প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। ছিলেন চিন্ময়ী মারাণ্ডিও। আলোচনায় ওঠে বরাদ্দ অর্থের বাইরে যে সমস্যাগুলি রয়েছে তারও তালিকা তৈরি করে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, যাতে সেগুলিরও সমাধান করা যায়।

নদিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে ২৬ লক্ষ টাকায় রাস্তার সংস্কার

■ কাজের সূচনায় ব্রজকিশোর গোস্বামী, বাসন্তী সরকার।

সংবাদদাতা, নদিয়া : দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা ছিল বেহাল। অবশেষে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। নদিয়ার ফুলিয়ার চটকাতলা সংলগ্ন এলাকায়। বেহাল রাস্তা বর্ষাকালের মরশুমে একটানা বৃষ্টি হওয়ায় আরও বেহাল হয়ে ওঠে। সামনেই শারদীয়া উৎসব, এলাকার জনপ্রতিনিধি ও শান্তিপুর বিধানসভার বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীকে এই রাস্তা সংস্কারের জন্য ধরেন এলাকাবাসী। সেই মোতাবেক এই রাস্তা সংস্কারের কাজ দ্রুত করার জন্য বিষয়টি তুলে ধরা হয় জেলা পরিষদে, অবশেষে জেলা পরিষদের তৎপরতায় রাস্তাতে পড়ল ইট ও খোয়া। আজ পরিদর্শনে যান ব্রজকিশোর ও স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বাসন্তী সরকার। খতিয়ে দেখেন রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি। ব্রজকিশোর ও বাসন্তীর বক্তব্য, জলযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন মানুষ। তাঁদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হল জেলা পরিষদের তৎপরতায়। যেহেতু সামনে শারদীয়া উৎসব, অতি দ্রুততার সঙ্গে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা হল। বেশ কিছুদিনের মধ্যে পুরো রাস্তাটি নতুনভাবে নির্মিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই এলাকার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

কৌশিকী অমাবস্যায় ভক্তের ঢল তারাপীঠে

সংবাদদাতা, বীরভূম : শুক্রবার সাড়ম্বরে কৌশিকী অমাবস্যার পুজো শুরু হয় তারাপীঠ মন্দিরে। এই দিনেই পার্বতীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূত হয়ে দেবী কৌশিকী শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই অসুর বধ করেন, এই বিশ্বাসে তাঁর মহিমা স্মরণ করা হয় পুজোর মধ্যে দিয়ে। শাক্তমতে এই তিথিটি অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং তন্ত্রসাধনার জন্য উপযুক্ত। কথিত আছে, কৌশিকী অমাবস্যার রাতেই তারাপীঠের মহাশ্মশানে সাধনা করে মা তারার দর্শন পান সাধক বামাক্ষ্যাপা। এই তিথিকে 'তারা রাত্রি'ও বলা হয়। কৌশিকী অমাবস্যার পুজো উপলক্ষে তারাপীঠে লক্ষ লক্ষ পর্যটক ও ভক্তের সমাগম হয় শুক্রবার। গোটা ভারতের শক্তিপীঠগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাংলার কালীঘাট ও তারাপীঠ। সতীর তৃতীয় নয়ন বা নয়নতারা তারাপুর বা তারাপীঠ গ্রামে পড়ে ক্রমে প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। ঋষি বশিষ্ঠ প্রথম এই রূপটি দেখতে পেয়ে সতীকে তারা রূপে পুজো করেন। কৌশিকী অমাবস্যার দিনে তারা মাকে তন্ত্রমতে পুজো করা হয় তারাপীঠে। এদিন ভোগে ছিল আমিষ পদ, যেমন পোলাও, সাত রকম ভাজা, পোড়া মাছ (শোল, ইলিশ) এবং অন্যান্য পদ। দুপুরে দেবীকে অন্নভোগে দেওয়া হয় ফ্রায়েড রাইস, সাদা ভাত, পোলাও, বিভিন্ন ভাজা, চাটনি, পায়েস ইত্যাদি। বিপুল ভক্ত সমাগম সামলাতে আকাশে উড়ল ড্রোন। সেইসঙ্গে সক্রিয় ২১টি পুলিশের শিবির।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি এসডিও, বিডিও

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা এক নম্বর ব্লকের মাংরুল গ্রাম পঞ্চায়েতের আমড়াপাট গ্রামের বাসিন্দা জয়দেব সাঁতরা (৩৬) সোনার কাজ করতেন মুম্বইয়ে। সেখানে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের দাবি, কাল সকালে তাঁদের ফোন করে জানানো হয়,

ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে জয়দেবের। সকালে শোবার ঘর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। যদিও জয়দেবের শারীরিক কিছু অসুস্থতা ছিল বলে জানা যাচ্ছে। পরিবারের দাবি, ঠিক মৃত্যুর কারণ তাঁরা জানতে পারেননি। মৃত জয়দেবের দেহ শুকবার রাত নাগাদ পৌঁছবে তাঁর চন্দ্রকোনার বাড়িতে। তার আগেই জয়দেবের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ঘাটালের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস, চন্দ্রকোণা এক নম্বর ব্লকের বিডিও কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস। পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিল প্রশাসন।

কাঁথিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে লরি, মৃত ৩ জন

সংবাদদাতা, কাঁথি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ল ধানবোঝাই একটি ১০ চাকার লরি, শুক্রবার বিকেলে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই লরিতে থাকা তিনজনের। মৃতদের নাম শুকদেব পাত্র (২৫), দেবাশিস সিট (২৭) ও গৌতম সিট (৩২)। তাঁদের বাড়ি রামনগর থানার সটিলাপুর এলাকায়। লরির মধ্যে ছিল চালক-সহ মোট আটজন। লরিটি কাঁথির সাবাজপুট হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি ধানের গুদাম থেকে ধান বোঝাই করে গ্রামীণ রাস্তা ধরে রামনগর যাওয়ার কথা ছিল। বিকেল চারটে নাগাদ লরিটি গ্রামীণ রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় একটি মোটরবাইককে পাশ দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে থাকা পুকুরে উল্টে যায়। স্থানীয়রা সাতজনকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

■ 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতি প্রমুখ, বালির জগাছা ব্লকে। শুক্রবার।

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে দুই কৃতী

অষ্টম স্থানে অর্চিষ্মান

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরের অর্চিষ্মান নন্দী। আগে সর্বভারতীয় জয়েন্টে 'টপার' হয়েছিলেন। রাজ্য থেকে দেবদত্তা মাঝির সঙ্গেই অর্চিষ্মানও প্রথম স্থান দখল করেছিলেন। যদিও তারপর জেইই অ্যাডভান্সে সফল হয়ে (এআইআর-৪৭৭) স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়্গপুরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। খড়্গপুর গ্রামীণের চাঙ্গুয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের বারবেটিয়ার বাসিন্দা অর্চিষ্মান সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির সর্বভারতীয় মেধাতালিকাতেও (দশম) জায়গা করে নিয়েছিলেন। আইসিএসই-তে সর্বভারতীয় স্তরে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। বাবা মিঠুন নন্দী একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার পদস্থ কর্মী। মা অনিন্দিতা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। মামাতো দাদু বঙ্কিমবিহারী মাইতি ছিলেন আইআইটি খড়্গপুরের ১৯৭০ সালের প্রাক্তনী। তাঁর দেখানো পথেই চলেছেন অর্চিষ্মান।

দশমে বর্ধমানের অর্ক

সংবাদদাতা, বর্ধমান : জয়েন্টের মেধাতালিকায় দশম স্থানে বর্ধমানের অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ইতিমধ্যেই আইআইটি খড়্গপুরে ভর্তি হয়ে পঠনপাঠন শুরু করে দিয়েছেন, ফলে নতুন করে আর জয়েন্টের কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেবেন না। অর্ক বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে ২০২৫-এ রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। তারপরই সর্বভারতীয় পরীক্ষা জেইই মেন ও জেইই অ্যাডভান্স পরীক্ষায় সাফল্যের পর সদ্য প্রকাশিত রাজ্য জয়েন্টেও দশম স্থান অধিকার করলেন। বরাবরই মেধাবী অর্ক ২০২৩-এ মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ হয়েছিলেন। ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল খড়্গপুর আইআইটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করার। সেইমতো জয়েন্টে বসেন। সাফল্যও মেলে। দেশে ৩৯৫ র‍্যাঙ্ক করে খড়্গপুর আইআইটি-তে পড়ার সুযোগ পান। ওবিসি জটিলতা কাটিয়ে রাজ্য যে তড়িঘড়ি রেজাল্ট প্রকাশ করতে পেরেছে তাতে অর্ক আনন্দিত।

■ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ২৮ অগাস্টের সমর্থনে বাংলা ও বাংলাবিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি সুদীপ রাহার নেতৃত্বে টিএমসিপি-র মিছিল। রয়েছেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, রাজ্য যুব সম্পাদক পারভেজ রহমান এবং জেলা ও ব্লকস্তরের ছাত্রনেতারা।

আসানসোলের ডিসেরঘর ঘাট নববরণ এলাকার নইমাটাপুর ও পুরুলিয়াগামী রাস্তায় ধসের ফলে ১০ ফুট গর্ত তৈরি হয় শুক্রবার। স্থানীয়রা জানান, পাইপ লাইনের কাজের পর ঠিকমতো ভরাট না করায় এই ধস

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই শ্রমশ্রী-তে সাড়া
জেলায় ফিরছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

পূর্ব মেদিনীপুর

সংবাদদাতা, তমলুক : চোখে-মুখে ছিল শুধুই আতঙ্ক। পরিচয়পত্র দেখিয়েও মিলেছে বাংলাদেশি তকমা। ইতিমধ্যে বাংলায় কথা বলার জন্য বিজেপি-শাসিত একাধিক রাজ্যে ভয়ঙ্কর হেনস্থার শিকার হয়েছেন এই রাজ্যের বহু পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের কথা ভেবেই গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমশ্রী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। আর সেই ঘোষণার পরেই ভিনরাজ্য ছেড়ে বাংলায় এসে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করলেন বহু পরিযায়ী শ্রমিক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলায় দুয়ারে সরকারের বিভিন্ন শিবির থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে ইতিমধ্যেই ১৯৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই শ্রমশ্রী প্রকল্পের। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরে দুয়ারে সরকার ও আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন সচিব বিনোদ কুমার। তিনি এদিন প্রথমে নন্দকুমার ব্লকের একটি শিবির এবং পরে তমলুক পুরসভার একটি শিবির পরিদর্শন করেন। সেখানে বেশ কিছু পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সচিব জানান, আমরা বেশ কজন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁদের রেজিস্টার করিয়েছি। পরিবারের যা যা প্রয়োজন সেই সব তথ্যও সংগ্রহ করেছি। তমলুক ব্লক থেকে পাশের রাজ্য ওড়িশার ভুবনেশ্বরে হকারি করতেন শেখ ওমর ফারুক। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিন তিনি বলেন, গত প্রায় ৬ মাস-এক বছর ধরে আমাদের দেখলেই বাংলাদেশি বলা হত। আধার ও ভোটার কার্ড দেখিয়েও রেহাই মিলত না। বলা হত, ওগুলো জাল। আমাদের দেখে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। কিন্তু আতঙ্কে কিছু বলতে পারতাম না। তাই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জন্য প্রকল্প ঘোষণা করতেই পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসি। এটা পেলে সংসারে খুবই সুবিধা হবে। অন্তর থেকে দিদিকে ধন্যবাদ জানাই। একই অভিজ্ঞতা ফিরোজ আলিরও। তিনি বলেন, আমি ওখানে শ্রমিকের কাজ করতাম। বেশ কিছুদিন আমাদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে টাকা দেওয়া হত না। উল্টে অত্যাচার করত। তাই মুখ্যমন্ত্রী আশার আলো দেখানোর পরই নিজেদের রাজ্যে ফিরে এসেছি। জানা গিয়েছে, তমলুকে বৃহস্পতিবার একদিনেই ৮-১০ জন পরিযায়ী শ্রমিক শ্রমশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করান। এঁদের সকলেরই ভিনরাজ্যে বিজেপি সরকারের হাতে অত্যাচারের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এলাকার বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র বলেন, বাংলা বলায় বিজেপি বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে চাইছে। এটা নিশ্চিতভাবেই ভোট বাক্সে প্রভাব ফেলবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন তা খুবই বিরল।

■ তমলুকের একটি শিবিরে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব বিনোদ কুমার-সহ অন্যরা।

কাঁথির অভাবী-মেধাবী ধীবরকন্যার দিল্লিতে পিএইচডি করার সুযোগ

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● কাঁথি

ছোট থেকেই অভাবের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন কাঁথি ১ ব্লকের শেরপুর গ্রামের অভাবী মেধাবী সুনন্দিতা বর। বাবা সুকুমার বর পেশায় মৎস্যজীবী। এবার আর্থিক অনটনকে পিছনে ফেলেই দেশের সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পিএইচডি করার সুযোগ করে নিলেন তিনি। আগামী সেপ্টেম্বর কাঁথির এই ধীবরকন্যা দিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যান্ট জিনোম রিসার্চ সেন্টারে পিএইচডি করার জন্য পাড়ি দেবেন। জানা গিয়েছে, আর্থিক সংকটে মাধ্যমিকের পর সুনন্দিতার পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। ২০১৭ সালে বড়রাম মাইতি বাড় হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন সুনন্দিতা। মাধ্যমিকে পান ৭৭.৮৬ শতাংশ। এরপর কাঁথির চন্দ্রামণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলেও আর্থিক অনটনে মাসখানেক পরেই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এর পর নয়াপুট সুধীরকুমার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বসন্তকুমার ঘড়ুইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হলে উচ্চশিক্ষার প্রতি সুনন্দিতার আগ্রহ দেখে তাকে স্কুলের গার্লস হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন তিনি। ২০১৯ সালে ৮৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর বসন্তবাবুর পরামর্শমতো কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে জীববিদ্যা নিয়ে স্নাতক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর হয়ে ইউজিসি-সিএসআইআর নেটে সর্বভারতীয় স্তরে ২২৭ স্থান পাওয়ার পর জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ (জেআরএফ) লাভ করেন সুনন্দিতা। বসন্তবাবু বলেন, মনের মধ্যে স্বপ্ন থাকলে কোনও বাধাই বাধা থাকে না এটা প্রমাণ করেছে সুনন্দিতা। মেয়ের এই সাফল্যে খুশি বাবা সুকুমার ও মা শকুন্তলা বর।

স্কুলে শিবির আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ মানুষকে আইনি সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি আইন বিষয়ে সচেতন করতে জেলাজুড়ে নানা কর্মসূচি করছেন। জেলার প্রতিটি ব্লক ও থানায় একজন করে ‘অধিকার মিত্র’ আছেন। ব্লকের ‘অধিকার মিত্র’ রীতা দাস দত্ত শুক্রবার বেলিয়াবেড়ার মালিঞ্চা হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আইনি সচেতনতা শিবিরে বাল্যবিবাহ, পকসো, শিশুশ্রম, সাইবার ক্রাইম, ট্রাফিক আইন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন এবং বিনামূল্যে নানা পরিষেবার কথা বিশদে বলেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনির্মল ঘোষ জানান, স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ সমাজ আইনি সচেতন হোক, অপরাধহীন সুস্থ সমাজ গড়ে উঠুক, এটাই আমাদের কাম্য।

টানা বৃষ্টিতে ফের কিছু এলাকা ভাসল
চাষিদের পাশে দাঁড়াল জেলা প্রশাসন

বর্ধমান

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ফের একটানা বৃষ্টিতে বর্ধমান শহর এবং শহরতলির একাধিক জায়গায় জল জমে প্লাবিত। বর্ধমান ১ ব্লকের মালকিতা গ্রামে কালভার্ট দিয়ে ঠিকমতো বের না হওয়ায় বৃষ্টির জল গৌড় নদীতে নামতে পারছে না। ফলে এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখতে কালভার্টের বদলে সেতু নির্মাণের দাবি জানান স্থানীয়রা। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ক্ষেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। জলমগ্ন ক্ষেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কামনাড়া, মালকিতা ছাড়াও সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাইটিকর, বর্ধমান পুরসভার বাবুরবাগ-সহ কয়েকটি নীচু এলাকাও। বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান হয়ে উজ্জ্বল প্রামাণিক জানিয়েছিলেন দেওয়ানদিঘি, মালকিতা, কামনাড়া-সহ বিডিএ এলাকায় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পরিকল্পনার উদ্যোগ নিয়েছেন। এদিকে, আবহাওয়া দফতরের ঘোষণা অনুযায়ী, বৃষ্টি এখনও চলবে। এর মধ্যেই আগামী মঙ্গলবার বর্ধমানে প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে বৃষ্টি নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় প্রশাসনিক কর্তারা। উল্লেখ্য, গত ১৯ অগাস্টের আগে জেলায় লাগাতার বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই ধানচারা বিলি শুরু করেছে কৃষি দফতর। কিন্তু ফের লাগাতার বৃষ্টির ফলে সেই চারা কতটা বাঁচাতে পারবেন চাষিরা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। জেলাশাসক আয়েষা রানি এ জানান, ১৯ অগাস্ট পর্যন্ত জেলায় সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ ৪৩২৩ হেক্টর এলাকা। জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব মণ্ডল জানান, জেলার সমস্ত জলমগ্ন এলাকার দিকেই নজর রাখা হচ্ছে। চাষিদের সব রকমের সহযোগিতার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে।

বাংলা মোদের গর্ব, সূচনা

সংবাদদাতা, নন্দকুমার : শুক্রবার থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে শুরু হল বাংলা মোদের গর্ব অনুষ্ঠান। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় রবিবার পর্যন্ত চলবে তিন দিনের অনুষ্ঠান। বাসুদেবপুর মহারাজা নন্দকুমার হাই স্কুল মাঠে শুক্রবার উদ্বোধনে ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি তথা বিধায়ক উত্তম বারিক ছাড়াও তিন বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, তিলক চক্রবর্তী ও সুকুমার দে-সহ অন্যরা।

■ নন্দকুমারে সূচনায় ডিএম-সহ বিধায়ক উত্তম বারিক, সৌমেন মহাপাত্র, তিলক চক্রবর্তী প্রমুখ।

খনির উপরে ঝুলে ১৮ শ্রমিক!

সংবাদদাতা, আসানসোল : রানিগঞ্জের বাঁশড়া কোলিয়ারির সি পিঠে শুক্রবার সকালে দুলি আটকে প্রায় দেড় ঘণ্টা খনির মাঝে ৬০০ ফুট উচ্চতায় ঝুলে থাকলেন ১৮ শ্রমিক। জানা গিয়েছে, প্রায় ৫০ ফুট গভীরতায় যখন ডুলিটি যাচ্ছিল হঠাৎই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে আটকে পড়েন ১৮ শ্রমিক। ঘটনায় কোলিয়ারি কর্তাদের ঘিরে চলে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ।

মন্ত্রীকে পেয়ে খুদে পড়ুয়া সমস্যা জানাতেই মিলল সমাধানের আশ্বাস

সংবাদদাতা, ইন্দাস : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা জানাল এক খুদে পড়ুয়া। ইন্দাস ব্লকের ফতেপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির চলছিল। শুক্রবার শিবিরে আসেন মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি। মঞ্চে যখন মন্ত্রী-সহ রয়েছেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক, ইন্দাস ব্লকের বিডিও সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তা, সেই সময় মঞ্চের সামনে জনসাধারণের মধ্যে থেকে তেঁতুলমুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র শেখ অয়ন আহমেদ উঠে মাইক হাতে তার বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা জানিয়ে বলে, তাদের বিদ্যালয়ে প্রতিদিন মিড ডে মিল দেওয়া হয়। কিন্তু বসে খাবার জন্য কোনও শেড নেই। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এতে সমস্যা হয়। মঞ্চে উপস্থিত মন্ত্রী-সহ সকলের কাছে এই প্রস্তাব রাখার পরে ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত সাংবাদিকদের নিয়ে বৈঠকে বলেন, অতি দ্রুত ওই বিদ্যালয়ের জন্য মিড ডে মিল খাওয়ার শেড তৈরির ব্যবস্থা করা হবে ইন্দাস ব্লকের তরফে। তাঁর এই আশ্বাস দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি হয় ওই ছাত্র-সহ স্কুলের শিক্ষক থেকে অভিভাবকেরাও।

■ শিবিরে মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি-সহ অন্যরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
23 August, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে পরিষেবায় আপ্লুত বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্যের মানুষের সমস্যার সমাধানে নেওয়া অনন্য উদ্যোগ– 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার মাগুরমারি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে আয়োজিত হয় শিবির। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়, জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক শমা পারভিন, জেলা পরিষদের সদস্য নুরজাহান বেগম, ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রাজবংশী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য মেনে বৈরাগী নৃত্যের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয় বিধায়ক ও জেলাশাসককে।

এরপর শিবিরে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তাঁরা। এলাকার মানচিত্র বের করে কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, মানুষ কী চাহিদা জানাচ্ছেন—তা খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিনের শিবিরে বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের দোরগোড়ায় সরকার পৌঁছে দেওয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই প্রকল্প তার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এলাকার প্রতিটি মানুষের সমস্যা খুঁটিনাটিভাবে শুনে তার বাস্তবসম্মত সমাধান করা হচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়নে মানুষই আমাদের আসল শক্তি। জেলাশাসক শমা পারভিন জানান, প্রশাসনের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের সমস্যার কথা সরাসরি শোনা ও দ্রুত পদক্ষেপ করা। এই শিবিরের মাধ্যমে আমরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করছি এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে মিলিতভাবে তা সমাধান করার কাজ শুরু হবে। মানুষের জন্যই প্রশাসন, তাই মানুষের আস্থা রক্ষা করাই আমাদের অগ্রাধিকার।

মানচিত্র দেখিয়ে সমাধানের কথা বলছেন বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

শিবিরে উপস্থিত গ্রামবাসীরাও সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে জানান, আগে যেখানে বারবার দফতরে ঘুরেও সমাধান পাওয়া যেত না, এখন নিজেদের গ্রামেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে। মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রশাসনের উদ্যোগে এদিনের শিবির ছিল কার্যত উৎসবমুখর।

বিজেপির দুষ্কৃতীরাজ

সংবাদদাতা, মালদহ: বিজেপির দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়। শুক্রবার মালদহের মোথাবাড়ির ঘটনা। আহত মহিলা বর্তমানে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত তৃণমূল কর্মীর নাম সুষমা মণ্ডল রায়। ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে তাঁর বাম হাত কেটে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ।

ঘরে বসেই ঢিল প্রধানমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

বাংলার ঘরের মেয়ে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি-শাহ সহ বিজেপি নেতারা যতবার বাংলায় আসবেন সেই অনুপাতে বাংলায় তৃণমূলের ভোট বাড়বে। ড্যামেজ কন্ট্রোলের বৃথা চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী।

রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প : শুক্রবার যে রেল প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী, সেগুলি আসলে রেলমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা, পরিকল্পনা (২০১১) এবং আর্থিক বরাদ্দের ফসল। একটিবারের জন্যও তাঁর নামটুকু পর্যন্ত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি প্রধানমন্ত্রী। বাংলার জন্য এই প্রকল্পগুলি ঠিক করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। এদিন ফলকে নাম তুললেন প্রধানমন্ত্রী। তোপ তৃণমূলের।

বাংলাবিরোধী বিজেপি : এদিন প্রধানমন্ত্রী টেলিপ্রম্পটারের দিকে তাকিয়ে বাংলা বলেছেন। অথচ সেসময় তাঁর পিছনের সারিতে বসে আছেন তাঁরই দলের নেতা, যিনি বলেছেন, বাংলা কোনও ভাষাই নয়। বাংলা ভাষা হল বাংলাদেশের। তাঁকে মঞ্চে বসিয়ে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী! কটাক্ষ শশী পাঁজা ও কুণাল ঘোষের।

হিম্মত থাকলে এক্সপেল করুন : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগের দিনই বলেছেন, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, অজিত পাওয়ার, বাংলার গদ্দার অধিকারী-সহ যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলছিল, তদন্ত এড়াতে সবক'টা বিজেপিতে যেতেই সব তদন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। তারা এখন প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চ আলো করে বসে থাকে। দেশের সোনার মেয়েদের যে শ্লীলতাহানি করে, সে টিকিট পায় বিজেপির। তাদের ২৪০ জন সাংসদের মধ্যে ৯৪ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ। মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রেও একই ছবি। কোন মুখে প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে কালা কানুন আর দুর্নীতি নিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন? হিম্মত থাকলে আগে এদের দল থেকে এক্সপেল করে দেখান! চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের। কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ছেন মোদি।

অনুপ্রবেশের দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর : কুণাল ঘোষ বলেন, মোদি তো অমিত শাহর উপর অনাস্থা দেখিয়ে গেলেন। উনি বলেছেন ঘুষপেটিয়া বাড়ছে। কী করে বাড়তে পারে? দেশের সীমান্ত যদি অরক্ষিত হয়, সীমান্তের দায়িত্ব কার? বিএসএফের। কোন দফতরের আয়তায়? স্বরাষ্ট দফতর। মন্ত্রী কে? অমিত শাহ। বাংলা সীমানা দিয়ে যদি দু'জন ঢোকে, ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে কুড়িজন ঢুকেছে। ধরা পড়েছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার। যতগুলো অভিযোগ উনি ভিত্তিহীনভাবে তোলার চেষ্টা করেছেন, প্রত্যেকটা অভিযোগে বিজেপি নিজে অভিযুক্ত। কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়েছেন। আপনি যা যা অভিযোগ করেছেন তার প্রত্যেকটির উত্তর আমাদের কাছে রয়েছে। আপনার কাছে আমাদের যে প্রশ্নগুলি ছিল, একটিরও উত্তর আপনি দিতে পারেননি। কুণালের সংযোজন, যে প্রকল্পের উদ্বোধন করতে এসেছেন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী, তাঁর তৈরি করা। একবার অন্তত তাঁর নামটা বলা উচিত ছিল, বাংলার ঘরের মেয়ে তিনি। মেট্রো সম্প্রসারণের স্বপ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন। ভেবেছেন, টাকা বরাদ্দ করেছেন আপনারা! এত দেরি করেছেন যে! ভোটের আগে ফলকে নিজেদের নাম লেখাতে এসেছেন। যে মহিলা, যে নারী, বাংলার যে অভিভাবক কাজটি করে গিয়েছেন, এত বড় বড় প্রকল্প, আপনার তো নামটুক অন্তত উচ্চারণ করার সৌজন্য দেখানো উচিত ছিল।

দুর্গাপুজোর আবহ : মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাঁর আগের বক্তব্য খারিজ করেছেন। উনি বললেন, কলকাতাতে এখন আনন্দের একটা পরিবেশ, দুর্গাপুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে বিজেপি বলেছে যে বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না। করতে গেলে নাকি কোর্টে যেতে হয়! সেসব খারিজ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, এখন দুর্গাপুজোর সমস্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। আনন্দ প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এই আনন্দ হয় বাংলার মাটিতে। মনে রাখবেন মোদিজি।

বাংলার প্রাপ্য : বাংলার মানুষ উপহার চায় না, তিনি উপহারের কথা বলছেন। বাংলার মানুষ নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্যটা চায়। যেটা এখনও পর্যন্ত বাকি। ১. ৯৩ লক্ষ কোটি টাকা। সেই টাকা দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ লক্ষ বাড়ি তিনি ইতিমধ্যেই দিয়েছেন, বাকিটাও দিয়ে দেবেন। আপনার বক্তব্য হতাশার আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। মন্তব্য মন্ত্রী শশী পাঁজার।

বিরোধী শিবিরে ভাঙন অব্যাহত, তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : **প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা অঞ্চলের জোলাপাড়া বুথে ১১টি পরিবার থেকে প্রায় ৪২ জন ভোটার শুক্রবার বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ও ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ দাস বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ এবং মানুষের পাশে থেকে লড়াই করার অঙ্গীকারে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ মানুষ আজ একের পর এক বিরোধী দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন।**

দাহ করতে বাধা, তামিলনাড়ু থেকে এনে টাকিতে সৎকার পরিযায়ী শ্রমিকের

সংবাদদাতা, বসিরহাট : দীর্ঘ ১২ বছর কাজ করতেন তামিলনাড়ুর একটি কারখানায়। কিন্তু মৃত্যুর পর শেষকৃত্যের জন্য জায়গা হল না সে-রাজ্যে। এই ঘটনায় ফের একবার বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অমানবিক ব্যবহারের বিষয়টি সামনে এল। অবশেষে নিজের বাড়িতেই শেষকৃত্যের জন্য আনা হল বসিরহাটের টাকি পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নীলমণি ঘোষকে (৫৩)। পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৯ তারিখ দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত লাগে। চিকিৎসা করা হলেও তাঁর অবস্থার অবনতি হলে পরে মৃত্যু হয়। সহকর্মীরা এবং কারখানার মালিক স্থানীয় শ্মশানে নিয়ে গেলেও অভিযোগ, বাঙালি হওয়ায় শ্মশানঘাটে দাহ করতে দেওয়া হয়নি। একইরকম ভাবে সেখানকার বেশ কয়েকটি শ্মশানে তাঁর দেহ নিয়ে ঘোরা হয় দাহ করার জন্য কিন্তু কোথাও কোনওরকমেই দাহ করতে দেওয়া হয়নি। নিরুপায় হয়ে দেহ টাকিতে তাঁর বাড়িতে পাঠানো হয়। টাকিতে তাঁর পরিবার এবং প্রতিবেশীরা রাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

মৃত শ্রমিকের শোকার্ত পরিবার।

মোদিকে পঞ্চবাণ তৃণমূল কংগ্রেসের

(প্রথম পাতার পর)

করেছে ৮টিতে। কনভিকশন রেট ০.১৩ শতাংশ। ২৫ জন বিরোধী নেতার মধ্যে ২৩ জন বিজেপিতে যোগ দিতেই তদন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে! বিজেপির ২৪০ জন সাংসদের মধ্যে ৯৪ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের মামলা রয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৬৩ জন আবার গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত! মোদি মন্ত্রিসভায় ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। ১৯ জনের বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ, মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ-সহ নানা বিষয়ের মামলা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে এই নয়া দমন-পীড়নের বিল আনার মাধ্যমে বিরোধীদের যে টার্গেট করা হবে সে উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট।

প্রশ্ন ২ : যে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন হল তাতে কী ত্রুটি ধরা পড়ল যে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিসন জরুরি হয়ে পড়ল? আর যদি ত্রুটিপূর্ণ ইলেক্টরাল রোলে ভোট হয়ে থাকে তাহলে তো সেই ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হওয়া নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী থাকার অধিকারই নেই! সেক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা উচিত, লোকসভাও ভেঙে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ৩ : দিল্লি পুলিশ বলেছে, বাংলা হচ্ছে বাংলাদেশি ভাষা। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেছেন, বাংলা নামে কোনও ভাষা নেই। বাংলা ভাষার এত বড় অপমান কি আপনারা সমর্থন করেন? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে মোদি বা বিজেপিকে কি দেশবিরোধী বলা যায় না? মনে রাখবেন, ন্যাশনাল অ্যান্থেম ও ন্যাশনাল সং— দুটিই বাংলা ভাষায় লেখা।

প্রশ্ন ৪ : আপনারা বলেছেন 'বিকশিত ভারত' সম্ভব নয় 'বিকশিত বাংলা' ছাড়া। তাহলে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে কেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে বঙ্গভাষীদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে? কেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এর জবাব কে দেবে?

প্রশ্ন ৫ : কেন্দ্রের কাছে বাংলার বকেয়া ১ লক্ষ ৯৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। মনরেগা, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনার পর জল জীবন মিশনেও টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এগুলোও কি রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা নয়?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জিম্বাবোয়ের এক ছাত্রকে পিটিয়ে খুন করা হল পাঞ্জাবে। ১২ অগাস্ট এক বচসার পরিণতিতে জিওয়েয়া নামে ওই বিদেশি ছাত্রকে ব্যাপক মারধর করে গুরু কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষী-সহ ৯ জন। বৃহস্পতিবার হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জনকে

উদ্বেগ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্তের

কিছু হাইকোর্টের বিচারপতির ভূমিকা ডেকে আনছে হতাশা

প্রতিবেদন: বিস্ফোরক মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্তের। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, বিভিন্ন হাইকোর্টের একশ্রেণির বিচারপতির ভূমিকা কীভাবে ক্রমশ হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হাইকোর্টের কিছু বিচারপতির ভূমিকায় এবং কাজকর্মে। কোনওরকম রাখঢাক না করেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, হাইকোর্টের কিছু বিচারপতির কাজকর্ম সত্যিই হতাশাজনক। তাঁদের জন্য সাধারণ মানুষের কী পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, তা মনে রাখা উচিত

এই বিচারপতিদের। নিজেদের কর্তব্যপালনের মধ্যে তা অবশ্যই প্রতিফলিত করা উচিত তাঁদের। বিচারপতি সূর্য কান্ত মনে করিয়ে দেন, দায়িত্বের বোঝা বহন করে কিছু বিচারপতি যখন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন তাঁদের কর্তব্য, তখন কিছু বিচারপতির প্রত্যাশিত কর্মতৎপরতার অভাব সত্যিই হতাশা ডেকে আনছে।

একাধিক হাইকোর্টের বিচারপতিদের স্বরূপ বাংলায় অনেক আগেই খুলে গিয়েছে, যখন হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করে সাংসদ হয়েছিলেন। বাংলার সরকারের একের পর এক সিদ্ধান্তকে আদালতে মামলা দায়ের করে রোখার চেষ্টা চালিয়েছে বিরোধীরা। তাতে একাধিক হাইকোর্টের বিচারপতি যোগ্য সঙ্গত দিয়ে উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে দেরি করিয়ে দিয়েছেন। এবার সেই ধরনের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেন খোদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত। তাঁর অনুভূতি, বিভিন্ন হাইকোর্টগুলিতে যেভাবে মামলা দীর্ঘায়িত হয় তাতে জনসাধারণের বিচার পাওয়ার উপর ভরসা হারাচ্ছে। আমরা বিচারের মন্দির বানিয়েছি, কিন্তু তার পথ সরু করে ফেলেছি। ফলে এক পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে যেভাবে বিচার দেওয়া হচ্ছে তাতে বিচার ভারসাম্য হারাচ্ছে, মত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্তর।

■ ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে ত্রিপুরার উনকোটি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হল জেলাশাসকের কাছে। উপস্থিত ছিলেন যুব সভাপতি শান্তনু সাহা।

শাহকে একহাত নিল তৃণমূল

প্রতিবেদন : লজ্জা! দেশের উপরাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে নজিরবিহীনভাবে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শনিবার অমিত শাহর দাবি, বি সুদর্শন রেড্ডি মাওবাদীদের সমর্থন করার জন্য দেশের সুপ্রিম কোর্টকে ব্যবহার করেছিলেন। প্রাক্তন বিচারপতি রেড্ডি এমন কাজ না করলে দেশ থেকে অনেক আগেই মাওবাদ দূর হয়ে যেত বলেও দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই অবস্থানের পরেই তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিরোধী শিবিরের অন্দরে। তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের পাল্টা তোপ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসলে বিরোধী শিবিরকে ভয় পাচ্ছেন। তাই প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডিকে নিশানা করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছেন। এটা নির্লজ্জ মানসিকতার পরিচয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে সুদর্শন রেড্ডি কী রায় দিয়েছিলেন সেটা এখন বিবেচ্য হতে পারে না। এটা আসলে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মিলিত চক্রান্ত।

ত্রিপুরায় গাড়িতে গণধর্ষণ নাবালিকাকে

প্রতিবেদন : বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় অব্যাহত নাবালিকা নির্যাতন। এবার চলন্ত গাড়ির মধ্যেই ১৬ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করল তারই দুই প্রতিবেশী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই কিশোরী উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছিল ওই দুই প্রতিবেশীর সঙ্গেই। রাতে ফেরার পথে উদয়পুর রেলস্টেশনের কাছে চলন্ত গাড়ির মধ্যেই তাকে ধর্ষণ করে ওই দু'জন।

থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ উত্তেজিত জনতার

যোগীরাজ্যে গণধর্ষিতা দলিত তরুণী, অবসাদে আত্মঘাতী

প্রতিবেদন: লজ্জা! মুখে বড় বড় বুলি আউড়ে চলেছেন যোগী, কিন্তু নিজের রাজ্যে ধর্ষণ এবং গণধর্ষণের ঘটনা মাত্রাছাড়া হয়ে উঠেছে। এবার গেরুয়া উত্তরপ্রদেশে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক দলিত তরুণী। কিন্তু ঘটনাটা এখানেই শেষ নয়, মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন ধর্ষিতা। বৃহস্পতিবার নিজের বাড়িতেই উদ্ধার করা হয় সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত নির্যাতিতার দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে গাজিয়াবাদের লোনি এলাকায়। দলিত তরুণীকে গণধর্ষণ এবং তাঁর আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয় এলাকায়। ধিক্কার ওঠে রাজ্যজুড়ে। অভিযোগ, যোগী প্রশাসনের অপদার্থতার কারণেই গেরুয়া উত্তরপ্রদেশে চলছে ধর্ষণরাজ। তাঁর উপরে নির্যাতনের সুবিচার হবে না বুঝেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ওই তরুণী। ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসী এবং তরুণীর আত্মীয়রা। ধর্ষকদের গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও করে উত্তেজিত

জনতা। প্রশ্ন ওঠে, অভিযুক্ত তিনজনকে এখনও গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন?

জানা গিয়েছে, দিনতিনেক আগে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় ওই দলিত তরুণীকে। গত সোমবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুজির পরে ৬ কিমি দূরে নিঠৌরি গ্রামে বিবস্ত্র এবং গুরুতর জখম অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁকে। তরুণী তাঁর বাবাকে জানান, পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তিন যুবক তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে বলে বাইকে তুলে নিঠৌরি গ্রামে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ১৯ অগাস্ট দিল্লির ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস-এ ভর্তি করা হয় নির্যাতিতাকে। পরের দিন ২০ অগাস্টই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় হাসপাতাল থেকে। কিন্তু গভীর অবসাদ গ্রাস করে তাঁকে। চিকিৎসার পাশাপাশি তাই কাউন্সেলিংও করা হচ্ছিল ওই তরুণীকে। কিন্তু কিছুতেই কাটছিল না অবসাদ। বাড়িতে ফিরেও চুপচাপ। বৃহস্পতিবার সকালে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁর। অনেক ডাকাডাকির পরেও না। অগত্যা দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে পরিবারের লোকেরা দেখেন, গলায় ওড়না বাঁধা অবস্থায় সিলিং ফ্যানে ঝুলছে নির্যাতিতা তরুণীর দেহ। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, ধর্ষকদের শাস্তি হবে না, এই আশঙ্কা এবং হতাশাতেই আত্মহত্যা করেছেন তাঁদের মেয়ে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

কমিশনের চক্রান্ত ভেস্তে গেল শীর্ষ আদালতে

প্রতিবেদন: বিহার নির্বাচনের আগে ৬৫ লক্ষ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার যে চক্রান্ত করেছিল নির্বাচন কমিশন, সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। বিহার এসআইআর-এর বিরোধিতা করে দায়ের হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ডকেও গ্রহণ করা হবে। বিহারের ভোটার তালিকা থেকে যত মানুষের নাম বাদ পড়েছে তাঁরা সবাই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

সেই আবেদনের পথও সহজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। জানানো হল, নির্বাচন কমিশন যে ১১টি নথিকে আবাসিক প্রমাণপত্র হিসাবে দাবি করেছে সেই ১১টি নথির পাশাপাশি আধার কার্ডকেও আবাসিক প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হবে। কমিশনের যাবতীয় ওজর আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের সামনে ধোপে টিকল না শুক্রবার। এদিন মামলাকারীদের আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সাংভি অভিযোগ করেন, আধার কার্ড দেওয়া হলেও বুথ লেভেল আধিকারিকরা তা গ্রহণ করছেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া করা হলেও কমিশনের আধিকারিকরা সেই সব অভিযোগ গ্রহণ করছে না।

লক্ষণীয়, নিবিড় সংশোধনের নামে বিহারের ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে প্রথম গর্জে উঠেছে তৃণমূলই। বিজেপি-কমিশনের কারচুপি ফাঁস করে দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে লাগাতার বিরোধিতা। এদিন কিন্তু কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নিষ্ক্রিয়তায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। বিচারপতিদের মতে, বিহারের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত ছিল মানুষকে অভিযোগ জানাতে সহযোগিতা করা।

মোদি রাজ্যে আবার

প্রতিবেদন : আবার সেই একই কাণ্ড। মোদির গুজরাতে ফের সহপাঠীকে ছুরি দিয়ে কোপানোর ঘটনা ঘটল। এবারের ঘটনাস্থল বানাসিনোর জেলা। অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়ার সঙ্গে বচসা বেঁধেছিল তার সহপাঠীর। আচমকাই পকেট থেকে ছুরি বের করে সহপাঠীকে কোপাতে শুরু করে ওই ছাত্র। জখম পড়ুয়াকে দ্রুত ভর্তি করা হয় স্থানীয় হাসপাতালে। লক্ষণীয়, দিন কয়েক আগে আমেদাবাদে একটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের ছুরি আঘাতে প্রাণ হারায় দশম শ্রেণির এক পড়ুয়া। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

রাশিয়া থেকে শিশু সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে হবে কেন্দ্রকেই

প্রতিবেদন : এখনও খোঁজ মেলেনি হুগলির আদি বাসিন্দা সৈকত বসুর শিশু সন্তান স্ট্যাভ্যোর। তার মা, সৈকতের স্ত্রী রুশ নাগরিক ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনাই শিশু সন্তান স্ট্যাভ্যোকে নিয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছেন, আগেই সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিল, সৈকত বসুর শিশু সন্তানকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই কাজের জন্য কূটনৈতিক স্তরে চাপ তৈরি করতে হবে রাশিয়ার উপরে, বিদেশমন্ত্রককে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন দুই বিচারপতি। এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি জানান, দিল্লি পুলিশ ইতিমধ্যেই ভিক্টোরিয়া বসুর বিরুদ্ধে শিশু অপহরণের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে। বিচারপতি সূর্য কান্ত এদিনের শুনানিতে নির্দেশ দেন, ভারত সরকারের তরফে আইনজীবী ঐশ্বর্য ভাটিকেই ফোনে কথা বলতে হবে মস্কোয় অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে।

পাঁচিল টপকে সংসদ ভবনে

প্রতিবেদন : এই হল কুড়ি হাজার কোটির নতুন সংসদ ভবনের নিরাপত্তার নমুনা। বিজেপির শাসনে দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা এতটাই তলানিতে এসে ঠেকেছে যে নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে পাঁচিল টপকে সোজা নতুন সংসদ ভবনের গড়ুরগেটের কাছে পৌঁছে গেল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ। নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে পড়ামাত্রই তাকে আটক করা হলেও সংসদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ গুরুতর প্রশ্নের মুখোমুখি। লক্ষণীয়, দিনদুয়েক আগেই দিল্লির গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রীকেই আক্রমণ করে বসেন গুজরাত থেকে আসা এক ব্যক্তি। পরপর দুটি ঘটনায় গভীর অস্বস্তিতে বিজেপি। উল্লেখ্য, দু'বছর আগে রঙবোমা নিয়ে সংসদে গ্যালারিতে ঢুকে পড়েছিল দুই যুবক। শুক্রবার ওই যুবকের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানার জন্য চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

কুপিয়ে খুন

প্রতিবেদন : ছত্তিশগড়ের কাঁকের পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা গ্রামে কয়েক দশক পরে উড়েছিল জাতীয় পতাকা। স্বাধীনতা দিবসে মণীশ নুরেটি নামে যে গ্রামবাসী পতাকা তুলেছিলেন, তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে মারল মাওবাদীরা।

দেশ বিদেশ

23 August, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সমুদ্রতট কেঁপে উঠল ৭.৫ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে। মার্কিন সংস্থা ইউএসজিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎসস্থল দক্ষিণ আমেরিকা ও আন্টার্কটিকার মাঝে ড্রেক প্যাসেজ। তীব্র ভূকম্পনের পর ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে সুনামি সতর্কতা জারি হয়

দেশজোড়া বিতর্কের পর পথকুকুর নিয়ে নতুন রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট

টিকা ও বন্ধ্যাত্বকরণ করে কুকুরদের ছাড়তে হবে আগের এলাকাতেই

প্রতিবেদন : দেশজোড়া বিতর্কের পর পথকুকুরদের পুনর্বাসনে আগের রায় সংশোধন করে নতুন রায় দিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি-এনসিআর-এর পথকুকুর সংক্রান্ত বিতর্কিত ৮ অগাস্টের আদেশটি সংশোধন করেছে। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, পথকুকুরদের টিকাকরণ এবং কৃমিনাশক ওষুধ দেওয়ার পর বন্ধ্যাত্বকরণ করিয়ে আবার তাদের নিজেদের এলাকাতেই ছেড়ে দিতে হবে। এই রায় নিয়ে প্রাথমিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেছে পশুপ্রেমী সংগঠন ও নাগরিক সমাজ।

এর পাশাপাশি আগের রায় সংশোধন করে দেওয়া নতুন রায়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, জলাতঙ্কে আক্রান্ত এবং আক্রমণাত্মক আচরণের কুকুরদের টিকা দিয়ে আলাদাভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের পুরনো এলাকায় ফেরানো হবে না। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, পথকুকুরদের মুক্ত করার উপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত থাকবে। তাদের কৃমিনাশক ও টিকা দিয়ে একই এলাকায় ফেরত পাঠাতে হবে। শীর্ষ আদালত এই মামলার পরিধি সারা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে জানিয়েছে, বিস্তারিত শুনানির পর এই সংক্রান্ত একটি জাতীয় নীতি তৈরি করা হবে। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ ৮ অগাস্টের আদেশের অন্যান্য পরিবর্তনেরও নির্দেশ দিয়েছে। আগের রায়ে যেখানে দিল্লি-এনসিআর-এর পুরসংস্থাগুলিকে আট সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পথকুকুরকে ধরে নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, পথকুকুরদের পুনর্বাসনে আগের রায়টি নিয়ে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। তারপরই ওই রায় নিয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে একাধিক সংগঠন। এই পরিস্থিতিতে দেশের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই এক বিরল পদক্ষেপে এই মামলাটি তিন বিচারপতির বেঞ্চে পুনর্নির্ধারণ করেন।

এর আগে বিচারপতি পারদিওয়ালার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের রায় সারা দেশেই ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তবে, শীর্ষ আদালত কঠোরভাবে জানিয়েছে যে জনসাধারণের দ্বারা পথকুকুরদের খাওয়ানো অনুমোদিত হবে না এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বলা হয়েছে, পথকুকুরদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করতে হবে। রাস্তায় কুকুরদের খাওয়াতে দেখা গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শীর্ষ আদালত পশুপ্রেমীদের পথকুকুর দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করার অনুমতি দিয়েছে। তবে সেইসাথে শর্তও দিয়েছে যে দত্তক নেওয়া কুকুরদের আবার রাস্তায় ফেরত দেওয়া যাবে না। এছাড়া আদালত ব্যক্তিগত আবেদনকারীদের ২৫,০০০ টাকা এবং এনজিওগুলিকে ২ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সর্বোপরি সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়নের জন্য অন্যান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন একই ধরনের আবেদন নিজেদের কাছে স্থানান্তর করার কথা বলেছে। আইনজীবী ও আবেদনকারী ননীতা শর্মা সংবাদসংস্থা এএনআইকে বলেন, এটি একটি ভাল আদেশ যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বন্ধ্যাত্বকরণের পর কুকুরদের আবার নির্দিষ্ট এলাকায় ফেরত দিতে হবে। কর্তৃপক্ষকে কুকুরদের পর্যাপ্ত যত্ন নিতে হবে।

যা বলল আদালত

- **টিকাকরণ, বন্ধ্যাত্বকরণ ও কৃমিনাশক ওষুধ দিয়ে পথকুকুরদের ফেরাতে হবে আগের এলাকায়।**
- **জলাতঙ্কে আক্রান্ত ও আক্রমণাত্মক আচরণের পথকুকুরদের আলাদা আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে।**
- **রাস্তাঘাটে, যেখানে-সেখানে পথকুকুরদের খাওয়ানো যাবে না।**
- **ইচ্ছুক পশুপ্রেমী বা সংগঠন পথকুকুরদের দত্তক নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের আবার রাস্তায় ফেরত দেওয়া চলবে না।**
- **বিস্তারিত শুনানির পর এই সংক্রান্ত জাতীয় নীতি তৈরি হবে। ততদিন পর্যন্ত সংশোধিত নির্দেশ গোটা দেশেই প্রযোজ্য।**

চিনে ব্রিজ ভেঙে হত ১২

■ উত্তর-পশ্চিম চিনে শুক্রবার ভোরে নির্মীয়মাণ ব্রিজ ভেঙে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও নিখোঁজ ৪ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চিনের কিংহাই প্রদেশে। ইয়োলো নদীর উপর নির্মীয়মাণ এই ব্রিজ হঠাৎ ভেঙে পড়ে প্রাণহানি।

রায় স্থগিত হতেই জয়েন্টের ফল

(প্রথম পাতার পর)

বোর্ড ফলপ্রকাশ করেছে। এজন্য তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। এছাড়াও সুপ্রিম রায়ে বিভিন্ন কলেজে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হওয়ার মেধাতালিকাও কেন্দ্রীয় অ্যাডমিশন পোর্টালে শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে। এটা আনন্দের। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অবিলম্বে মিটিয়ে নেওয়া হবে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আইনি জটিলতার কারণে ফলপ্রকাশ দেরিতে হয়েছে। এর জন্য দুঃখিত আমরা, কিন্তু ইচ্ছাকৃত নয়। দেরিতে ফলপ্রকাশের কারণে যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর থাকবে সরকারের।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই দুপুর দুটোয় জয়েন্টের মেধাতালিকা প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তার আগেই ওয়েবসাইটে মেধাতালিকা-সহ ফলাফল প্রকাশ করে দেয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। ২৭ এপ্রিল এবছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হয়। কিন্তু ওবিসি শংসাপত্র সংক্রান্ত আইনি জটে আটকে গিয়েছিল ফলপ্রকাশ। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে সেই জট কাটিয়ে প্রায় ৪ মাসের মাথায় প্রকাশিত হল ফল। মেধাতালিকায় এবার প্রথম হয়েছেন কলকাতার ডন বস্কো স্কুলের অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় নদিয়ার কল্যাণী সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কলকাতার রুবি পার্ক দিল্লি পাবলিক স্কুলের দিশান্ত বসু।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু লিখেছেন, দীর্ঘ আইনি জটিলতা কাটিয়ে আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ডের ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকস্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, ফার্মাসি কোর্সে প্রথম বর্ষে ভর্তির মেধাতালিকা প্রকাশ করলাম। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার ভাগীদার আমরাও ছিলাম, যার অবসান হল আজ। এই মেধাতালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা সরকারি, সরকার পোষিত ও কয়েকটি বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড অত্যন্ত দ্রুত কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে চলেছে। সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

এর আগে এদিন জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেধাতালিকা নিয়ে নয়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০১০ সালের পুরনো ওবিসি তালিকা মেনে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশ করতে বলেছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চ। এদিন সেই নির্দেশের ওপরই স্থগিতাদেশ জারি করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এদিন সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের হয়ে জোরালো সওয়াল করেন দুই আইনজীবী কপিল সিব্বাল ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুদান নিয়ে ট্রাম্পের দাবি অসত্য, জানাল বিদেশমন্ত্রক

ইউএসএআইডির সাত চুক্তি বন্ধ হচ্ছে

প্রতিবেদন : ছ'মাস আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য 'বন্ধু' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ইউএসএআইডি থেকে ২১ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছে। এই অস্বস্তিকর তথ্য সামনে আসার পর এবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক পাল্টা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, ট্রাম্পের এই দাবির সারবত্তা নেই। পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রক মার্কিন দূতাবাসের তথ্য উল্লেখ করে জানিয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভারত বা ইউএসএআইডি দ্বারা এমন কোনও তহবিল গ্রহণ বা প্রদান করা হয়নি। পাশাপাশি ভারত সরকারের সঙ্গে ইউএসএআইডি-এর স্বাক্ষরিত সাতটি 'পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট' ১৫ অগাস্ট থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।

দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর মার্কিন প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে ইউএসএআইডি বা ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট বন্ধ করে দিচ্ছে। সেদেশের করদাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত এই সাহায্যে মার্কিন ব্যয়কে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে প্রকল্পটি প্রায় অচল করে দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষদিকে ট্রাম্প ইউএসএআইডির প্রকল্পে ব্যাপক কাটছাঁট করার মাঝে মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতে এই সংস্থার ২১ মিলিয়ন ডলারের অনুদান অন্য কাউকে নির্বাচিত করার জন্য ছিল। এই মন্তব্য শুনে বিজেপি সমর্থকরা বলতে শুরু করেন, এই অর্থের সম্ভাব্য প্রাপক ছিল কংগ্রেস। কিন্তু এর কয়েকদিন পর ট্রাম্প যখন তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করে বলেন যে এই অর্থ আমার বন্ধু, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য দেওয়া হয়েছে, তখন মুখ পোড়ে গেরুয়া শিবিরের। বিরোধী দলগুলিও এবিষয়ে তদন্তের দাবি জানাতে থাকে। এবারের সংসদ অধিবেশনে কেরলের এক সাংসদ বিদেশমন্ত্রককে এই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। জানতে চান ইউএসএআইডি-এর তহবিল ভারতীয় নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় কি না, গত তিন বছরে ভারতে ইউএসএআইডি প্রকল্পের ব্যয়ের বিবরণ এবং এনজিও ও ব্যক্তি সহ ইউএসএআইডি তহবিলের পরিমাণ। এর জবাবে বিদেশমন্ত্রক ট্রাম্পের দাবিকেই অসত্য বলে উল্লেখ করেছে। মার্কিন দূতাবাস ২১ মিলিয়ন ডলারের অর্থপ্রদান সম্পর্কে যা বলেছে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ইউএসএআইডি ২০১৪ থেকে ২০২৪ অর্থবছরের মধ্যে ভারতে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য ২১ মিলিয়ন ডলারের কোনও তহবিল গ্রহণ বা প্রদান করেনি, এবং এর মাধ্যমে ভারতে ভোটার উপস্থিতি সংক্রান্ত কোনও কার্যক্রমও নেওয়া হয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই

(প্রথম পাতার পর)

অপসারণ এবং প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা করেছি। রাজ্যের প্রধান সচিবরা এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে সমন্বয় সভা করে গিয়েছেন। রেলমন্ত্রী হিসেবে আমার পরিকল্পনা আমাদের পূর্ণ অংশগ্রহণে পূর্ণতা পেয়েছে। মেট্রো পরিকাঠামো সম্প্রসারণ ছিল একটি দীর্ঘ যাত্রার ফল। তাই আজ আমাকে স্মৃতিকাতর হতে দিন।

২২ অগাস্ট নন্দন-৩ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হল শশাঙ্ক ঘোষ পরিচালিত তথ্যচিত্র 'বেতারে দুর্গা'। দর্শক সমাগম ছিল ভালই

যাত্রার মহরৎ অনুষ্ঠান

যাত্রার জয়যাত্রা

এই মুহূর্তে চরম ব্যস্ততা যাত্রাশিল্পে। জোরকদমে চলছে মহরৎ, রিহার্সাল। দুর্গাপুজো থেকে শুরু হয়ে যাবে শো। ফলে কারও দম ফেলার সময় নেই। কয়েকটি দলের মহরত এবং রিহার্সাল ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

জোরকদমে চলছে রিহার্সাল

ষষ্ঠী থেকে ষষ্ঠী। যাত্রার মরশুম। রথের দিন শুরু হয়েছে নতুন পালার বুকিং। দুর্গাপুজো থেকেই শুরু হয়ে যাবে শো। গ্রামেগঞ্জে। রাতের পর রাত। শো হবে শহরেও। বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও। এই মুহূর্তে জোরকদমে চলছে মহরৎ এবং রিহার্সাল। মহরৎ অনুষ্ঠানে চলছে পুজো, নাটক পাঠ, গানবাজনা, নাচ। সেইসঙ্গে সংবর্ধনা প্রদান, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া।

নন্দী কোম্পানির এবারের নতুন পালা 'আমি রাজপথের রাজকন্যা'। সম্প্রতি দমদম পার্ক লোকনাথ মহলে হয়েছে মহরৎ। চলছে রিহার্সাল। অভিনয়ে পূবালী বসু। তিনি জানালেন, প্রায় দশ বছর যাত্রায় অভিনয় করছি। দারুণ অভিজ্ঞতা। এবার এক মানবিক গল্প নিয়ে পৌঁছব মানুষের দরবারে।

রিহার্সালের ফাঁকে কথা হল পালাকার উৎপল রায়ের সঙ্গে। জানালেন, থিয়েটার করতাম। ছবির জগতেও স্ক্রিপ্ট লিখেছি। যাত্রায় আছি ৩৫ বছর। বছরে দু-তিনটি পালা লিখি। মাঝখানে যাত্রায় শিল্পীর অভাব দেখা দিয়েছিল। এখন প্রচুর নতুন মুখ। এঁদের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট উজ্জ্বল।

তিন নতুন মুখ রাহুল ঘোষ, অভ্র চক্রবর্তী এবং রাত্রি। যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই এসেছেন যাত্রাশিল্পে। রিহার্সালে তাঁরা নজর কাড়লেন। প্রচলিত গানের পাশাপাশি এবার বেশকিছু যাত্রাপালায় শোনা যাবে নতুন গান। সুরকার সুবীর চট্টোপাধ্যায় জানালেন, নিজের দলের পাশাপাশি আরও কয়েকটি দলের জন্য গান বাঁধছি। ভালই লাগছে।

কিছুদিন আগেই গালিফ স্ট্রিটের অন্নপূর্ণা ভবনে হয়েছে স্বর্ণদীপ অপেরার 'নারী আমি খেলনা নই' পালার মহরৎ। অভিনয়ে মিতালী চক্রবর্তী। তিনি জানালেন, সব শিল্পের মতো পরিবর্তন হয়েছে যাত্রা শিল্পেও। একঝাঁক নতুন মুখ এসেছে। নিজেদের ধরে রাখতে পারলে এঁরা সাফল্য পাবেন।

এইবছর প্রায় ৯টি পালা রচনা করছেন মঞ্জিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, বর্তমানে যাত্রা দারুণ জায়গায় দাঁড়িয়ে। ব্যবসায়িক সাফল্য প্রচুর। নতুন মরশুমে ব্যবসায়িক সাফল্য যে আরও ভাল হবে, তার পূর্বাভাস এখন থেকেই পাচ্ছি। বর্তমান রাজ্য সরকার যাত্রা শিল্পের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত।

দি নিউ অগ্রগামী যাত্রা কোম্পানির এবারের পালা 'সেই হারানো সুর'। অভিনয়ে যাত্রার হিট জুটি কাকলি চৌধুরী এবং অনল চক্রবর্তী। ২৯ বছর তাঁরা একসঙ্গে অভিনয় করছেন। অন্যান্য বছরের মতো এই বছরও তাঁদের পালার বুকিং ভালই। ২৭ অগাস্ট মহরৎ। অনল চক্রবর্তী জানালেন, এবার আমার অভিনয় জীবনের চল্লিশ বছর। নাটক লেখার কাজ চলছে। দর্শকদের উপহার দেব সম্পূর্ণ মৌলিক পালা। বিচ্ছেদ থেকে মিলন। বর্তমানে যাত্রায় যথেষ্ট ভাল কাজ হচ্ছে। আগে শো হত তুলনায় কম। এখন বেশকিছু দল বছরে ১৫০-র বেশি শো করছে। গতবার আমরাই ১৪৭টা শো করেছি। ওভার অল একটা ভাল মার্কেট তৈরি হয়েছে। এবার কয়েকটি মহরতে উপস্থিত থেকেছি। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের যাত্রাশিল্পের প্রতি আগ্রহ দেখে ভাল লেগেছে। কয়েকজনের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে সাফল্য পাবে। যাত্রা আকাদেমির কর্মশালা থেকেও কয়েকজন নবীন শিল্পী এবার বিভিন্ন দলে যুক্ত হয়েছেন। এসেছেন আমাদের দলেও। এঁদের প্রয়োজনমতো তৈরি করে নিতে হবে।

কথা হল কাকলি চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, আমি এবং অনল দুজনেই এসেছি থিয়েটার থেকে। আমাদের অভিনয়ের ধারাটা অনেকটা একই রকম। মঞ্চে নাচ-গানের পাশাপাশি আবৃত্তি শোনাই। নাটকের প্রয়োজনেই কবিতা আসে। দর্শকেরা পছন্দ করেন। এই ধারাটা গ্রহণ করছেন অন্য শিল্পীরাও। এই মুহূর্তে যাত্রাশিল্পে চরম ব্যস্ততা। সময়ের মধ্যে পালা রেডি করতে হবে। আমাদের নতুন পালা নিয়ে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী।

শ্রীচৈতন্য অপেরার রিহার্সাল শেষ হয়েছে কিছুদিন আগেই। এবারের নতুন পালা 'ঘুম কেড়েছে ফুলকুমারী'। অভিনয়ে রুমা দাশগুপ্ত। তিনি জানালেন, 'আমাদের সামাজিক পালা মানুষের মন জয় করবে। আমাকে দেখা যাবে দিদিমণির চরিত্রে। পুরোনোদের পাশাপাশি এবার দলে আছে কয়েকটি নতুন মুখ।'

এই পালার অন্যতম অভিনেতা অমিতকান্তি ঘোষ জানালেন, রিহার্সাল শেষ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। আশা করি আমরা সাফল্য পাব।

ভৈরব অপেরার 'হাঁটি হাঁটি পা পা', সন্ধ্যাদীপ অপেরার 'সুখের ঠিকানা আজও অজানা', রত্নদীপ অপেরার 'একালের মহাভারত', প্রভাস অপেরার 'আমি ভিনদেশী বহুরূপী', স্বর্ণাঞ্জলি অপেরার 'এবার প্রলয় আসছে' প্রভৃতি পালা নিয়েও তৈরি হয়েছে আগ্রহ, উন্মাদনা।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের সভাপতি গৌতম নন্দী জানালেন, আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৬৫টি দল। সবই কলকাতার চিৎপুরের। নন্দকুমারে আছে প্রায় ৮০টা দল। এর বাইরে গোটা রাজ্যে আরও প্রায় ৭০টা দল আছে। এবার প্রতিটি দলেরই বুকিং খুব ভাল হয়েছে। যা ট্রেন্ড দেখছি, বেশিরভাগ দল কমপক্ষে ১৫০ শো মঞ্চস্থ করবে। কলকাতার বহু শিল্পী এখন জেলার দলে কাজ করছেন। জেলার দল থেকে উঠে আসা প্রচুর শিল্পী কাজ করছেন কলকাতায়। এই ভাবেই ঘটছে মেলবন্ধন।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের সম্পাদক কনক ভট্টাচার্যর ছোট্ট বার্তা, 'যাত্রা দেখুন। যাত্রার পাশে থাকুন।'

আর কিছুদিন পরেই গ্রামেগঞ্জে বেজে উঠবে কনসার্ট। আলো-ঝলমলে মঞ্চে নেমে পড়বেন সুসজ্জিত শিল্পীরা। দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়ে প্রাণ পাবে যাত্রাপালা। এইভাবেই অব্যাহত থাকবে পাঁচশো বছরের প্রাচীন এই শিল্পমাধ্যমের জয়যাত্রা।

মাঠে ময়দানে
23 August, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছ'মাসে ১৪ কেজি ওজন কমিয়েছেন সেরিনা উইলিয়ামস। বিশেষ ওষুধ ও পরিশ্রমেই ৮৪ থেকে ৭০ কেজিতে নেমেছেন তিনি

ক্যাচ ফেলেই অবসরের সিদ্ধান্ত

অশ্বিনকে দ্রাবিড়

মুম্বই, ২২ অগাস্ট : ১৬৪ টেস্টে ১৩,২৮৮ রান করে থেমেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। এই রানের সঙ্গেই ছিল ৩৬টি শতরান। ৩৮ বছরেও দারুণ চলছিল তাঁর ব্যাট। কিন্তু তিনি আচমকা অবসর নিয়ে নেন। কিন্তু কেন? প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে কথোপকথনে এই অবসরের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন দ্রাবিড়। বলেন একটা খারাপ সিরিজ তাঁকে বিদায়ের পথ দেখিয়েছিল। বুঝেছিলেন বয়স ধীরে ধীরে তাঁকে ধরে ফেলছে। অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে দ্রাবিড় তাঁকে বলেন, এমসিজিতে তোমার বলে মাইক হাসির ক্যাচ ফেলেছিলাম আমি। জীবনে এত সহজ ক্যাচ আমি কখনও ফেলিনি। সেটাই সেই মুহূর্ত ছিল বলব না। কিন্তু বুঝেছিলাম এবার সরে যেতে হবে। সিরিজ শেষেই হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে তড়িঘড়ি করে আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইনি।

এরপর দ্রাবিড় যোগ করেন, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম অনেক তরুণ ক্রিকেটার উঠে আসছে। তাদের মধ্যে বিরাট ও রোহিত ছিল। বিরাটের দারুণ সিরিজ কেটেছিল। রোহিত সেই সিরিজে কোনও টেস্ট খেলেনি। তবে পুজারা কিছু রান করেছিল। রাহানেও ভাল করছিল। সবমিলিয়ে চার-পাঁচজন উঠে আসছিল। বুঝে গিয়েছিলাম ওরাই ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী প্রজন্ম। বুঝেছিলাম আমার যা করার হয়ে গিয়েছে। যতটা পেরেছি দলের জন্য খেলেছি। এবার সরে যেতে হবে।

দ্রাবিড় আরও জানান, তিনি গোড়ায় ভারতীয় দলের কোচ হতে রাজি ছিলেন না। আইপিএল, ভারতের জুনিয়র দল নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। এতে বড়জোর দেড়-দু'মাস পরিবার ছেড়ে থাকতে হত। কিন্তু স্ত্রী বিজেতা ও দুই সন্তান এই সময় দারুণভাবে তাঁকে সাপোর্ট দিয়েছিল। তাই কোচের দায়িত্ব নিতে রাজি হন।

৪৮ বলে ১০৮, বিধ্বংসী রিঙ্কু

সেঞ্চুরির পর রিঙ্কু সিং। শুক্রবার লখনউয়ে।

লখনউ, ২২ অগাস্ট : ধারাবাহিকতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় টি-২০ দলে, অথচ শ্রেয়স আইয়ারের জায়গা নেই! এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর রিঙ্কু সিংয়ের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকার জানিয়েছিলেন, রিঙ্কুকে অতিরিক্ত ব্যাটার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে। ফলে প্রথম একাদশে কেকেআর ব্যাটারের জায়গা পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। তবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রিঙ্কু ব্যাট হাতে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর উপর নির্বাচকরা আস্থা রেখে ভুল করেননি।

উত্তরপ্রদেশের টি-২০ লিগে রিঙ্কু খেলছেন মেরঠ মাভেরিক্সের হয়ে। খেলা ছিল গোরক্ষপুর লায়ন্সের বিরুদ্ধে। লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের এই ম্যাচে ৪৮ বলে অপরাজিত ১০৮ রানের আগ্রাসী ইনিংস খেলেছেন রিঙ্কু। কেকেআর ব্যাটারের বিধ্বংসী সেঞ্চুরিই তাঁর দলকে ৬ উইকেটে জয় এনে দিয়েছে। চাপের মুখে ব্যাট করতে নেমে জয় ছিনিয়ে আনেন রিঙ্কু। বুঝিয়ে দেন জাতীয় দলে ফিনিশারের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত তিনি। জয়ের জন্য ১৬৮ রানের লক্ষ্যে নেমে রিঙ্কুর দলের চার ব্যাটারই দ্রুত ডাগ আউটে ফেরেন। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে নাইট তারকা ৭টি চার এবং ৮টি ছক্কা হাঁকিয়ে ৭ বল বাকি থাকতেই মেরঠকে জিতিয়ে দেন।

অস্বীকার বোর্ডের

মুম্বই : রোহিত শর্মার পর একদিনের দলের অধিনায়ক হবেন শ্রেয়স আইয়ার, এমন খবর অস্বীকার করলেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ শাইকিয়া। তিনি বলেছেন, এটা আমার কাছেও খবর। আসলে এমন কোনও আলোচনাই হয়নি! তিনি না বললেও বোর্ডের সূত্র বরং এই ইস্যুতে শুভমন গিলের নাম সামনে আনছে। তাদের বক্তব্য হল, একদিনের ক্রিকেটে শুভমনের গড় ৫৯। এখনই দলের সহ-অধিনায়ক। তাঁকে টেস্ট অধিনায়কও করা হয়েছে। বয়স কম বলে নেতৃত্ব নেওয়ার সময়ও রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও বোর্ডের বাজি শুভমনই।

পাক প্রস্তুতি শুরু

দুবাই : দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি শুরু করল পাকিস্তান। তবে এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ান। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাদ পড়ার পর ফিরিয়ে আনা হয়েছে ফকর জামান, মহম্মদ ওয়াসিম ও সলমন মির্জাকে। এশিয়া কাপের আগে শারজায় আফগানিস্তান ও আরব আমিরশাহিকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২৯ অগাস্ট। প্রসঙ্গত, দুবাইয়ে এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর।

বেঙ্গালুরু থেকে সরল মেয়েদের বিশ্বকাপ ম্যাচ

দুবাই, ২২ অগাস্ট : আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিজয়োৎসবে পদপিষ্টকাণ্ডের জের। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে নেওয়া হল মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ম্যাচ। বেঙ্গালুরুর ম্যাচগুলো পেল নভি মুম্বই। সেখানে ভারতের দু'টি ম্যাচ ছাড়াও আরও তিনটি খেলা হবে। নভি মুম্বইয়ে হবে একটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনালও। পাকিস্তান না উঠলে যা বেঙ্গালুরুতেই হওয়ার কথা ছিল। শুক্রবার সংশোধিত সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, হরমনপ্রীত কৌরদের বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। কিন্তু আইপিএল কাণ্ডের জেরে সব ম্যাচ সরিয়ে কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থাকে শাস্তিই দিল বিসিসিআই এবং আইসিসি। চিন্নাস্বামীতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। সেই ম্যাচ একই দিনে হবে গুয়াহাটিতে। বাকি ম্যাচ নভি মুম্বইয়ে।

সূত্রের খবর, গত জুনে আরসিবি-র বিজয়োৎসবে পদপিষ্টকাণ্ডের জেরেই এই সিদ্ধান্ত। কর্নাটক পুলিশ ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেয়নি কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থাকে। ফলে বেঙ্গালুরু থেকে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরানো ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ৩০ সেপ্টেম্বরের ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ ছাড়াও ৩ অক্টোবরের ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২৬ অক্টোবরের ভারত-বাংলাদেশ, ৩০ অক্টোবরের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল এবং ২ নভেম্বর ফাইনাল (পাকিস্তান না উঠলে) হওয়ার কথা ছিল বেঙ্গালুরুতে। কর্নাটক পুলিশের কঠোর অবস্থানের জন্য আগামী বছর আইপিএলে চিন্নাস্বামীতে বিরাট কোহলিদের হোম ম্যাচও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

আইপিএল জয়ের উৎসবে এই বিশৃঙ্খলাই বিপদের কারণ হল চিন্নাস্বামীর।

দুই নির্বাচককে সরাচ্ছে বিসিসিআই

মুম্বই, ২২ অগাস্ট : এশিয়া কাপের দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শ্রেয়স আইয়ার, যশস্বী জয়সওয়ালের টি-২০ দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে ক্ষোভ আমজনতা থেকে ক্রিকেটমহলে। এমনই পরিস্থিতিতে জানা যাচ্ছে, জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলী থেকে সরানো হচ্ছে দু'জনকে। এই মর্মে শুক্রবার আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে বিসিসিআই-এর তরফে। নতুন কমেটিতে আসতে চলেছেন প্রজ্ঞান ওঝা।

বৃহস্পতিবারই জানা গিয়েছিল, ভারতীয় বোর্ডের নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকারের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আগারকারের নেতৃত্বাধীন কমিটিতে থাকা দুই নির্বাচক বাদ পড়তে চলেছেন। শুক্রবার বিসিসিআই-এর প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সিনিয়র পুরুষ দলের দু'জন নির্বাচক নিয়োগ করা হবে। তবে কোন দু'জন নির্বাচককে সরিয়ে দেওয়া হবে তা জানা যায়নি। আগারকারের প্যানেলে রয়েছেন শিবশঙ্কর দাস, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অজয় রাত্রা এবং এস শরথ। একইসঙ্গে জাতীয় মহিলা দলের পুরো নির্বাচকমণ্ডলীকেই কার্যত বদলে ফেলা হচ্ছে। পাঁচ সদস্যের কমিটি সদ্য বিশ্বকাপের দল বেছে নিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে চারজনেরই পরিবর্ত নিচ্ছে বোর্ড।

এশিয়ান অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপ শিবিরে বাংলার দুই। এঁরা হলেন স্নিগ্ধা ঘোষ ও সৌবৃতি মণ্ডল

রাহুল-সিরাজ দলীপে নেই, কড়া বার্তা বোর্ডের

মুম্বই, ২২ অগাস্ট : ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমন গিলের দলীপ ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হয়েছে। বিসিসিআই চাইছে, গিলের পথেই হাঁটতে হবে জাতীয় দলের বাকি ক্রিকেটারদেরও। দক্ষিণাঞ্চল দলে কেএল রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দরদের নাম না দেখে অসন্তুষ্ট বোর্ড। তাই রাজ্য সংস্থাগুলিকে চিঠি দিয়ে বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, যতটা সম্ভব সেরা দল নিয়ে দলীপে খেলতে হবে।

অন্যান্য জোনে কমবেশি জাতীয় দলের তারকারা থাকলেও দক্ষিণাঞ্চল টিমে ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলে আসা কোনও ক্রিকেটারকেই রাখা হয়নি। রাহুল, সিরাজের মতো প্রথম সারির তারকার পাশাপাশি ওয়াশিংটন সুন্দর, সাই সুদর্শন, প্রসিধ কৃষ্ণদেরও দক্ষিণাঞ্চল দলে রাখা হয়নি। বদলে যাঁরা নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন তাঁদের নাম রয়েছে দলে। তাই বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার অফ ক্রিকেট অপারেশন অ্যাবে কুরুভিল্লা বিভিন্ন অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশে ই-মেলে লিখেছেন সম্ভাব্য সেরা দল তৈরির উদ্যোগ নিতে। রাহুল, সিরাজের মতো কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের নাম দলীপ ট্রফির দলে না দেখেই কড়া বোর্ড।

কুরুভিল্লা ই-মেলে লিখেছেন, টুর্নামেন্টের মান এবং মর্যাদা নিশ্চিত করতে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের আঞ্চলিক দলে রাখতে হবে। যে ক্রিকেটারদের পাওয়া যাবে তাদের নিয়ে সম্ভাব্য সেরা দল তৈরি করতে হবে। নির্বাচকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা দলীপ ট্রফির দলে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের রাখুন।

জয়ী ভারত

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচও সহজেই জিতল ভারত। শুক্রবার ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে বাংলাদেশকে ২-০ গোলে হারাল ভারতের মেয়েরা। ম্যাচের ১৪ মিনিটে পার্ল ফার্নান্ডেজের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয়ার্ধে ৭৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল বোনিফি লিয়া শুলাইয়ের। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ভারত। এই জয়ে সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে আরও কিছুটা এগোল মেয়েরা। গোটা ম্যাচে এদিন আধিপত্য নিয়ে খেলেই জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত।

মুকেশের দুই

প্রতিবেদন : বুচিবাবু ট্রফিতে বাংলার বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম দিন মুম্বই ৭ উইকেটে ২২৪ রান তুলেছে। এদিন ৭০ ওভার খেলা হয়েছে। বাংলার বোলারদের মধ্যে মুকেশ কুমার ৫৪ রানে ২টি ও ঈশান পোড়েল ৩৩ রানে ২টি উইকেট নিয়েছেন। মুম্বইয়ের হয়ে সবথেকে বেশি রান করেন সুবেদ পার্কার, ৪৭। এদিকে, আন্তঃ রাজ্য মাল্টি ডে ক্রিকেটে বাংলা ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম দিন ১ উইকেটে ২০৪ রান করেছে। শাকির হাবিব গান্ধী ৭৮ রান করেন। কাজি জুনেইদ সফি ৭৮ রানে নট আউট রয়েছেন।

মোহনবাগানে চূড়ান্ত হওয়ার পথে মেহতাব

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে অভিযান শুরুর আগে নিজেদের দল আরও ভালভাবে গুছিয়ে নেওয়ার পথে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মুম্বই সিটি এফসি থেকে কলকাতায় ফিরছেন ভারতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডার মেহতাব সিং। ইস্টবেঙ্গল থেকেই উত্থান মেহতাবের। তাঁকে এবার ফেরাতে চেয়েছিল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু মেহতাবের সঙ্গে ২০২৬-এর জুন পর্যন্ত চুক্তি ছিল মুম্বইয়ের। মোটা অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে তাঁকে ফেরানোর লড়াইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের কাছে হার মানে ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের সঙ্গে মেহতাবের চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পথে।

সূত্রের খবর, মেহতাবকে পাওয়ার ব্যাপারে ৮০ শতাংশ এগিয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। মেহতাবের ট্রান্সফার ফি নিয়ে মুম্বই ও মোহনবাগানের মধ্যে রফা হয়ে গিয়েছে। বাকি শুধু ফুটবলারের বেতন ও আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ের চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাপারটি। এরপরই চূড়ান্ত চুক্তিপত্রে সই করবেন মেহতাব। মেহতাব এলে কোচ জোসে মোলিনার হাতে বিকল্প আরও বেড়ে যাবে। একজন দক্ষ ভারতীয় ডিফেন্ডার থাকলে আক্রমণে বাড়তি একজন বিদেশি খেলানোর সুযোগও পাবেন মোলিনা। তাই কোচের পরামর্শ মেনে শুরু থেকেই মেহতাবের জন্য ঝাঁপিয়েছিল বাগান ম্যানেজমেন্ট। মেহতাব চূড়ান্ত হলে সপ্তম বিদেশি আর নেবে না মোহনবাগান। তবে ষষ্ঠ বিদেশি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ব্রাজিলীয় রবসনের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে থাকলেও তাঁর থেকে ভাল কাউকে সম্ভবত পেতে চাইছেন মোলিনা। সেটা সম্ভব না হলে প্রি-কনট্রাক্টে থাকা রবসনকেই চূড়ান্ত করতে পারে মোহনবাগান। এদিকে, চোট সারিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন কিয়ান নাসিরি। বল পায়ে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন শুভাশিস বোস, মনবীর সিংও। তবে চোটের কারণে শুক্রবার অনুশীলন করেননি অনিরুদ্ধ থাপা।

জাতীয় শিবিরে আনোয়াররা : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ খেলার জন্য মোহনবাগান জাতীয় শিবিরে ফুটবলার না ছাড়লেও ইস্টবেঙ্গল তাদের তিন ফুটবলারকে রিলিজ করল জাতীয় দলের জন্য। আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ সিং ও জিকসন সিং শুক্রবার যোগ দিলেন খালিদ জামিলের শিবিরে।

কঠিন ড্র জকোভিচের, চোট নিয়ে রয়েছে শঙ্কাও

ইউএস ওপেন

নিউ ইয়র্ক, ২২ অগাস্ট : ২০২৩ সালের পর রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি। নোভাক জকোভিচের ২৪তম স্ল্যাম ফ্ল্যাশিং মিডোয় দু'বছর আগে। রবিবার সেখানেই শুরু হচ্ছে ইউএস ওপেন। কিন্তু ফিটনেসের কারণেই সার্বিয়ান কিংবদন্তির পক্ষে আরও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ার কাজটা ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ইউএস ওপেনে নামার আগে জকোভিচের চোটের আশঙ্কাও করা হচ্ছে। তিনি নিজেই আশঙ্কিত।

দুটো সেরা মার্কিন বেস বল টিমের প্রদর্শনী ম্যাচে উপস্থিত থেকে ডান হাতে পিচ ছুঁড়ে মারার পর অস্বস্তিবোধ করেন জকোভিচ। তবে চোট গুরুতর নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। ২০২৩-এ জকোভিচ ফ্ল্যাশিং মিডোয় জেতার পর গত দু'বছরে গ্র্যান্ড স্ল্যামে রাজত্ব করেছেন কার্লোস আলকারেজ ও জানিক সিনার। এবার ইউএস ওপেনে কঠিন ড্রয়ে পড়েছেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি। আলকারেজের অর্ধে রয়েছেন নোভাক। শুরু থেকে সার্ব তারকা ছন্দে থাকলে সেমিফাইনালে জকোভিচ-আলকারেজ দ্বৈরথ দেখা যাবে। প্রথম রাউন্ডে কিছুটা সহজ প্রতিপক্ষই পেয়েছেন ৩৮ বছরের জকো। ১৯ বছরের তরুণ লার্নার তিয়েনের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি। আলকারেজ প্রথম রাউন্ডে খেলবেন আমেরিকার রিলি ওপেলকার বিরুদ্ধে।

সাম্প্রতিককালে আলকারেজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সিনার। তবে ড্রয়ে বিশ্বের এক নম্বর ইতালীয় তারকাকে এড়াতে পেরেছেন আলকারেজ। শীর্ষবাছাই সিনার গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ফ্ল্যাশিং মিডোয় খেতাব ধরে রাখতে মরিয়া তিনি।

আইএসএল : সমাধান খুঁজতে বলল আদালত

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জট না কাটলেও আশার আলো দেখা দিল সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে। শুক্রবার সর্বোচ্চ আদালতে ছিল আইএসএলের ১১ ক্লাবের আবেদনের ভিত্তিতে আইএসএল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শুনানি। এদিন বিচারপতি শ্রী নরসীমা এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর স্পেশাল বেঞ্চ এআইএফএফ এবং ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে (এফএসডিএল) একসঙ্গে বসে মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ)-এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছে। এই চুক্তি নবীকরণের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে আইএসএলের ভবিষ্যৎ।

পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ২৮ অগাস্ট বৃহস্পতিবার। তার আগে আগামী পাঁচদিনের মধ্যে এফএসডিএল ও ফেডারেশনের মধ্যে আলোচনা করে এমআরএ চুক্তি নবীকরণ নিয়ে সমাধানসূত্র খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ওয়াকিবহাল মহলের আশা, আলোচনার পথ তৈরি হওয়ায় আইএসএল নিয়ে জট কাটার সম্ভাবনা বাড়ল।

এদিনের শুনানির ২৪ ঘণ্টা আগেই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আইএসএলের ১১টি ক্লাব অ্যামিকাস কিউরি বা আদালত বান্ধবকে একটি চিঠি দেয়। চিঠির বিষয় ছিল, যত দ্রুত সম্ভব সর্বোচ্চ আদালতকে আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জট কাটানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সেইমতো শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এমআরএ নিয়ে সমাধানসূত্র আগামী পাঁচদিনের মধ্যে বের করার চেষ্টা করতে হবে।

হেরেই চলেছে মহামেডান

প্রতিবেদন : খারাপ সময় কাটার লক্ষণ নেই। মহামেডান আছে মহামেডানেই। টানা পাঁচ হারের পর কলকাতা লিগে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। টানা দুই জয়ের পর পরপর দুই হার মেহরাজউদ্দিনের দলের। শুক্রবার ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ভবানীপুরের কাছে ১-২ গোলে হারায় সুপার সিক্সে খেলার আশা কার্যত শেষ মহামেডানের। এদিন ১১ মিনিটে ভবানীপুরকে এগিয়ে দেন মহম্মদ মুশারফ। গোলের পর উজ্জীবিত ফুটবল খেলে ভবানীপুর। দ্বিতীয়ার্ধে সংগঠিত ফুটবল খেলে মহামেডান। ৫৪ মিনিটে সজল বাগের গোলে সমতায় ফেরে তারা। ৭৩ মিনিটে ক্রেগের গোলে ফের এগিয়ে যায় ভবানীপুর। পিছিয়ে পড়ে আর ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি মহামেডান। ভবানীপুর ৫ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে, মহামেডান সমসংখ্যক ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে। কলকাতা লিগ থেকে বিদায় নেওয়ার পথে মহামেডান।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
23 August, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

দিল্লিতে বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নির্বাচনে যুগ্মসচিব নির্বাচিত হলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন প্রধানকে পাশে চাইছেন কোচ, কর্তারা

প্রতিবেদন : ডুরান্ড ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত রাখতে চায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। তার জন্য গ্যালারি থেকে তিন প্রধান-সহ গোটা ময়দানের সমর্থন চায় তাঁরা। ডায়মন্ড হারবারের কোচ, কর্তারা একযোগে জানিয়েছেন, ফাইনালে সবার সমর্থন চাইছেন তাঁরা। ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ফাইনাল শুরু বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। ডায়মন্ড হারবার ক্লাবের তরফে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান-সহ প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের সমস্ত ক্লাবকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। মাঠে উপস্থিত থেকে সবাই যেন ডায়মন্ড হারবারকে সমর্থন করেন। কোচ কিবু ভিকুনাও বললেন, আমরা ফাইনালে কলকাতার তিন বড় ক্লাবের সমর্থকদেরও পাশে চাইছি। ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফাইনালের জন্য ২৫ হাজারের বেশি টিকিট তুলেছে ডায়মন্ড হারবার। শুধু বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি বা কর্তাদের নয়, আইএফএ-র পদাধিকারীদেরও মাঠে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে ডায়মন্ড হারবার। রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের কাছেও টিকিট রয়েছে। আশা করা যায়, শনিবার যুবভারতীর গ্যালারির বড় অংশই ভর্তি থাকবে।

বাংলা আজ ডুরান্ডই চায়

মানস ভট্টাচার্য

মনে হচ্ছে আমি আবার খেলোয়াড় জীবনে ফিরে গিয়েছি। বড় ম্যাচের আগে যেমন টেনশন হত এখন সেটা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে আমি আর আকাশ (বন্দ্যোপাধ্যায়) একসঙ্গে বসেছিলাম। আমার অবস্থা দেখে ও বারবার বলছিল মানসদা কুল ডাউন। কুল ডাউন। পরে ভাবলাম ও আমার থেকে এত ছোট, তবু কী সুন্দর মাথা ঠান্ডা রাখতে পেরেছে। আমি পারলাম না কেন। এই দেখুন এখনও বোধহয় সেটা পারছি না।

আসলে এই একটা ফাইনালের সঙ্গে বাংলার হৃদয়, আবেগ, সম্মান সব জড়িয়ে আছে। তিন প্রধানের পর বাংলার আরও একটা দল খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই জায়গায় উঠে এসেছে। আমি বলতে পারি ডায়মন্ড হারবার এফসি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছুটছে। একের পর এক বাধা টপকে এগিয়ে গিয়েছে ছেলেরা। এখন শুধু ফাইনালের বাধা টপকানোর অপেক্ষা। জানি আজকের ম্যাচ খুব কঠিন। নর্থ ইস্টের পাহাড়ি ছেলেরা খুব দৌড়বে। ওদের আলাদিন আজারিকে ফাঁকা জায়গা একদম ছাড়া যাবে না। আমার বিশ্বাস কিবু সেটা বুঝে গেমপ্ল্যান করবে।

আমি ডায়মন্ড হারবারের কোচ কিবুর কথা বলছি। খুব ঠান্ডা মাথার লোক। আমাদের সবার কথা শোনে। তবে সিদ্ধান্ত ওই নেয়। কেন নেবে না? একটা আনকোরা দলকে ও ওই জায়গায় নিয়ে এসেছে। এটুকু ওর প্রাপ্য। তবে আমরা যারা ডায়মন্ড হারবার এফসির সঙ্গে যুক্ত, কেউ ওর কাজে মাথা গলাই না। ওকে ওর কাজটা করতে দিই। আমরা শুধু পাশে থাকি। আর ওই যে বলেছি হৃদয় দিয়ে গ্যালারি থেকে চিৎকার করি। ভুলে যাই যে আমিও একদিন ভারতীয় দলে খেলেছি। আসলে চেষ্টা করেও টেনশন থামাতে পারি না।

লুকা, জবিদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। শুক্রবার যুবভারতীতে।

ডুরান্ডে ডায়মন্ড হারবার এফসির খেলারই কথা ছিল না। সুযোগটা এসে গিয়েছিল। তারপর মোহনবাগানের কাছে পাঁচ গোল খাওয়া। কিন্তু দেখুন দলটা কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ছেলেরা টিম গেম খেলেছে। নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে কিবুর স্ট্র্যাটেজি ছিল প্রথমে গোল খাব না। আর উপরে বল না তুলে পাসিং ফুটবল খেলব। ওদের মিগুয়েল বাঁ পায়ের প্লেয়ার। ও যাতে জায়গা না পায় খেলার সেটা নিশ্চিত করার ব্যাপার ছিল। ছেলেরা তাতে সফল হয়েছে। এই উদ্যম নিয়ে আজ নর্থ ইস্টকেও রুখে দিতে হবে।

দেখুন ফুটবল এখন অনেক বদলে গিয়েছে। আমাদের সময় ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়ান্সের জায়গা ছিল। সুরজিৎ সেনগুপ্তর স্কিল, বিদেশ বসুর উইং ধরে দৌড় বা সুভাষ ভৌমিকের ড্যাশিং ফুটবল বহু ম্যাচে জয় এনে দিয়েছে। কিন্তু এখন সব কোচ টোটাল ফুটবলের উপর জোর দেন। এখন দেখবেন ডেড বল সিচুয়েশন থেকে গোল হচ্ছে। কর্নার বা ফ্রিকিকে পিছন থেকে উঠে এসে হয়তো স্টপার গোল করে বেরিয়ে গেল। এইসঙ্গে পাসিং ফুটবলের কদর বেড়েছে। লং বল না খেলে যতটা পারো বল নিজেদের দখলে রেখে দাও।

কিন্তু কিবু আজ কি স্ট্র্যাটেজি নেবে সেটা জানি না। জানতে চাইও না। এটা ওর ব্যাপার। কিন্তু এটা জানি যে জবিদের জন্য এমন কোনও স্ট্র্যাটেজি নেবে যা নর্থ ইস্টের ডিফেন্স ভাঙতে সক্ষম হবে। এই জবি আর আমাদের গোলকিপার দুজনেই বড় ক্লাব খেলে এসেছে। তাই প্রেশার সিচুয়েশন কি সেটা জানে। আমার মনে হয় ওদের অভিজ্ঞতা ওরা দলের মধ্যে ভাগ করে নেবে। আমিও ছেলেদের বলেছি তোমরা লড়াই করে এই জায়গায় এসেছো। কেউ একা জেতোনি। একা হারোনি। এটা টিম গেম। ডায়মন্ড হারবার এফসি জিতেছে। তোমরা এমন সুযোগ আর পাবে না। আরও অনেকদূর এগোতে হলে এই ম্যাচ জিততে হবে তোমাদের।

আক্রমণে জবি নেতৃত্ব দিচ্ছে। অনেক বড় ম্যাচ খেলেছে ও। জানে কিভাবে নর্থ ইস্টের বাধা টপকাতে হবে। জবির দলের ডিফেন্সও খুব শক্তিশালী। রবি, অজিতরা খুব ভাল খেলছে। স্পেন থেকে আসা নতুন স্টপারকে প্রথম দেখেই ভাল লেগেছিল। ও কিন্তু জাত চেনাতে শুরু করেছে। শুনলাম এই প্রথম ও দেশের বাইরে খেলছে। সাবাস। দেখুন যে কথাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম তাতেই আবার ফিরছি। বাংলার ফুটবলের স্বার্থে আজকের ফাইনাল জেতা খুব জরুরি ডায়মন্ড হারবার এফসির। যুবভারতীর গ্যালারি যদি সেটা ভেবে আজ ভরে ওঠে তাহলে খুব ভাল লাগবে। আজ আমরা কেউ ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান বা মহামেডান নই, আমরা সবাই ডায়মন্ড হারবার এফসি। আমাদের সবার হৃদয় আজ নিজেদের ঘরে ঐতিহ্যের ডুরান্ড দেখতে চায়।

আলাদিনকে আটকেই ট্রফি হাতে চান কিবু

প্রতিবেদন : টাইম মেশিনেয় কয়েক বছর পিছিয়ে যান। ২০১৯ সালের ডুরান্ড কাপ ফাইনাল। মোহনবাগান কোচ তখন কিবু ভিকুনা। ফাইনালে গোকুলাম কেরলের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় কিবুর মোহনবাগানের। ব্যর্থতা ভুলেই সেবার পুরনো ক্লাবকে আই লিগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ডুরান্ড আর জেতা হয়নি। এবার কিবুর ডায়মন্ড হারবারের রূপকথার দৌড় চলছে। ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম সুযোগেই ডায়মন্ডকে সর্বভারতীয় ট্রফি জিতিয়ে ইতিহাসে নাম তুলতে মুখিয়ে স্প্যানিশ বস। কিন্তু ফাইনালে বড় পরীক্ষা কিবুর। গতবারের চ্যাম্পিয়ন জন আব্রাহামের দল নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারাতে হলে সবার আগে তাদের ভয়ঙ্কর মরোক্কান স্ট্রাইকার আলাদিন আজেরাইকে থামাতে হবে।

গতবারের আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা আলাদিন। আগের বার তাঁর জোড়া গোলেই যুবভারতীতে নৌকাডুবি হয়। চলতি ডুরান্ডেও দারুণ ছন্দে নর্থইস্টের গোলমেশিন। ম্যাচের আগের দিন কিবু বললেন, আমাদের ছেলেদের মোটিভেশনের অভাব নেই। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। আলাদিনকে থামাতে তো হবেই, নর্থইস্টের পুরো টিমকেই আটকাতে হবে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে। জাবাকোর মতো প্লেয়ার রয়েছে। ওদের সব বিদেশিই ভাল এবং ভারতীয়রাও। আমরা চারটি আইএসএল দলের মুখোমুখি হয়েছি। এবার আরও একটি আইএসএল টিমের মুখোমুখি হতে চলেছি। জানি ওরা আগের বারের ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন। তবে আমরা নিজেদেরও ভাল করে জানি।

যুবভারতীতে ফাইনাল হলেও আন্ডারডগ ডায়মন্ড হারবার। তাহলে কি ট্রফির লড়াইয়ে চাপমুক্ত থাকবেন ডায়মন্ড কোচ, ফুটবলাররা? কিবু বলছেন, চাপ থাকলেও কোনও সমস্যা নয়। বরং সেটাই ভাল খেলার হাতিয়ার হতে পারে। প্রথমবার ডুরান্ড খেলা, ইস্টবেঙ্গলের মতো দলকে সেমিফাইনালে হারানোটাই আমাদের অনুপ্রেরণা।

সেমিফাইনালের নায়ক গোলদাতা জবি জাস্টিন বললেন, আমরা নর্থইস্টের খেলার ভিডিও বিশ্লেষণ করে তৈরি হচ্ছি। ওদের খেলা দেখেই কোচ রণনীতি সাজাচ্ছে। ফাইনালে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।

আজ পরীক্ষা কিবুর।

অভিষেক থাকতে পারেন ফাইনালে

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে সমর্থন করতে শনিবাসরীয় ডুরান্ড কাপের ফাইনালে যুবভারতীতে উপস্থিত থাকতে পারেন ক্লাবের কর্ণধার তথা চিফ পেট্রন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদকে ক্লাবের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে ফাইনালে মাঠে থাকার জন্য।

ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, দাদা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ক্যাপ্টেন। তাঁকে আমরা ক্লাবের তরফে অনুরোধ করেছি, মাঠে আসার জন্য। তবে রাজনৈতিক ব্যস্ততা থাকে। যদি সময় বের করতে পারেন তাহলে নিশ্চয় ফাইনালে মাঠে এসে নিজের দলকে সমর্থন করবেন।

অভিষেকে ট্রফি (বাংলার ক্লাব)

মহামেডান (চ্যাম্পিয়ন, ১৯৪০)

চিরাগ ইউনাইটেড (চ্যাম্পিয়ন, ২০১০)

বাংলার তৃতীয় ক্লাব হিসেবে ডুরান্ড জয়ের হাতছানি ডায়মন্ড হারবারের সামনে। স্বাধীনতার আগে ১৯৪০ সালে বিদেশি ক্লাবকে হারিয়ে অভিষেকেই ডুরান্ড কাপ জিতেছিল মহামেডান স্পোর্টিং। এরপর জেসিটি, এফসি কোচিন, মাহিন্দ্রা, গোকুলাম কেরল প্রথম সুযোগেই চ্যাম্পিয়ন হলেও বাংলার দ্বিতীয় দল হিসেবে অভিষেকেই ডুরান্ড জিতেছিল চিরাগ ইউনাইটেড। ফের একবার ডায়মন্ড হারবারের হাত ধরে নতুন ইতিহাসের সামনে বাংলার ফুটবল।

দু'জনের মধ্যে ছিল না কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দু'জনেই দু'জনের কাজ করে গেছেন অজান্তে, বিধাতার চিত্রনাট্যের ইঙ্গিতে। একবারই দেখা হয়েছিল তাঁদের। তাঁরা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুই মা দেবকী এবং যশোদা। লিখলেন **চৈতালী সিনহা**

এক পাড়ে দেবকী অন্য পাড়ে যশোদা

এক মাতৃত্বের অধিকারের গল্প। মায়ের সঙ্গে মায়ের লড়াই। এক পুত্রকে নিয়ে দুই মা দেবকী বনাম যশোদার টানাপোড়েন অথচ দুই মা সেভাবে মুখোমুখি আসেননি কখনও। কৃষ্ণ জীবনের যত প্রতিকূলতা আর ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে গেছেন সমস্ত কৃষ্ণভক্ত, যাঁরা সর্বক্ষণ কিছু না কিছু সমস্যার মধ্যে আছেন তাঁদের মিলিত সমস্যার চেয়েও ঢের বেশি। আর জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভ থেকে যে শিশু লড়াই করছে, তার চরিত্র যে জটিলতায় ভরা থাকবে এ তো বিধাতাও জানেন। তাই ভারতে সবচেয়ে পরিচিত, খ্যাতিমান এবং জটিল চরিত্রটি যে শ্রীকৃষ্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জটিলতা, বৈচিত্র্য, ম্যানেজমেন্ট আর ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষমতা কৃষ্ণকে মানুষ থেকে দেবতা এবং কালক্রমে দেবতা থেকে করেছে দেবোত্তীর্ণ।

শিশু জানে মায়ের কোল। জন্মের পর থেকেই কান্নায় মায়ের কোল, আনন্দে মায়ের কোল আর ক্ষুধায় মায়ের কোল। মহাভারতের গল্পকার জানতেন, শিশুর গোত্র বা পদবি ধারণে মাকে না লাগলেও নবজাতকের প্রাণ ধারণে লাগবে মাতৃদুগ্ধ। তাই জগৎপালককে অন্তত খাবার জোগাতে একটা অতিথি শিল্পীর ভূমিকাতেও আসতে হয়েছিল যোগমায়াকে। সে হিসাবে পরমব্রহ্ম যে দর্শনে অরূপের ঘর থেকে যা-ই রূপ ধারণ করুন, বিশ্ব উৎস বিন্দু হিসেবে মাতৃরূপ এগিয়ে থাকবেন সব সময়।

গল্পের শুরুটা বড়ই চেনা। মথুরায় ভোজ বংশের রাজা উগ্রসেনের পত্নী পদ্মাবতী কীভাবে যেন মিলিত হয়েছিলেন রাক্ষস দ্রুমিলের সঙ্গে। তাই কংসের অত্যাচারী হওয়ার কারণটাও অনুমেয়। উগ্রসেনের ভাই দেবকের কন্যা দেবকী। আদরের বোন দেবকীর বিয়ে হচ্ছে মহাধুমধাম করে পাশের যাদব বংশের রাজা শূরসেনের ছেলে বসুদেবের সঙ্গে। এ পর্যন্ত গল্পটা মসৃণ ছিল। বিয়ের পর বর-কনে মথুরার সীমানা ছাড়ানোর সময় হল দৈববাণী— এই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান করবে কংস বধ। মেরে ফেলো এদের— না থাকবে মাথা, না থাকবে মাথাব্যথা। কিন্তু ওই যে বিধাতার লিখন— কংসের মনেও জাগল সামান্য দয়া। দেবকী আর বসুদেব হলেন কারাগারে বন্দি।

বন্দিত্ব আটকাতে পারেনি মিলন। দেবকীর এক-এক করে ছ'টি সন্তান হল, কারাগারেই। সেখানেই তাদের আছড়ে মারে মামা কংস। সেই ঋণ শোধ করছে আজও মামারা— ভাগনাদের গায়ে হাত তুলতে নেই। সাত নম্বরটি গর্ভস্থ অবস্থাতেই ট্রান্সপ্লান্ট হল বসুদেবের আগের পত্নী রোহিণীর গর্ভে। বিষ্ণু আসবেন তাই আগে পাঠালেন তাঁর আশ্রয় শেষনাগকে। এবার সেই বহু প্রতীক্ষিত অষ্টম গর্ভ। দেবতার আবির্ভাব তাই এবার মানুষ চলবে দেবতার কৃপায়।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী, রাত বারোটা, ৩২২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৮ অথবা ২১ জুলাই বুধবার। জুলাই আর ভাদ্র নিয়ে মেলানোর কোনও চেষ্টা বৃথা কারণ পাঁচহাজার বছরে ক্যালেন্ডারের প্রচুর সংস্কার ঘটেছে। দৈবের বশে প্রহরী তখন নিদ্রামগ্ন আর বসুদেব হয়েছেন শৃঙ্খলমুক্ত। দৈবনির্দেশে নবজাতককে রেখে আসতে হবে যমুনা পেরিয়ে গোকুলে। সেখানে বসুদেবের কাকার ছেলে নন্দরাজের ঘরে জন্মেছে একটি মেয়ে— দেবী যোগমায়া। সন্তান না জন্মালে হবে না মাতৃসুধা ক্ষরণ আর মায়ের দুধ না খেলে কৃষ্ণ বাঁচবেন কীভাবে? তাই আসতেই হল যোগমায়াকে। পুরুষ রক্ষায় নারীর বলিদান নারীত্বের অবমাননা নয়, দুষ্ট দমনে সমাজরক্ষায় নারীর অগ্রণী ভূমিকা, সে তো শহিদের মর্যাদা। যাইহোক দেবতার রহস্য কে খোঁজে!

শুরু হল দেবতার কষ্টের মানবলীলা। এক ঠাকুরের কথায় 'সেথায় দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে'। শিশু যখন মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠে তখন থেকে মায়ের শরীরের সঙ্গে কোষের আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটা স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মা শিশুর সমস্ত কিছু বুঝতে পারে। সেই মায়ের কোল থেকে শিশুকে যখন অন্য কোথাও সরানো হয় সে তখন যত আদরেই থাকুক, একটা জিনগত নিরাপত্তার অভাব তাকে তাড়া করে বেড়াবেই। আর এই অস্থিরতা, শরীরের ভিতরে চেনা স্পর্শের যাতনা বারবার শিশুকে দুর্বল করে তোলে। ফলে সে বিরাট কিছু করার মাধ্যমে তার দুর্বলতা ঢাকতে চায়। তাই আসে বকাসুর বধ, কালীয় দমন, গিরি গোবর্ধন উত্তোলনের মতো অতি মানবিক আচরণ।

যে মা ছ'টা নবজাতকের মৃত্যু দেখেছে সে অনেক কঠিন হলেও, কন্যা দেখে দাদাকে আবার অনুরোধ করেছে না মারার জন্য। আছড়ানোর সময় কন্যারূপ যোগমায়া শঙ্খচিল রূপে উড়ে গিয়ে দৈববাণী করেছে— তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে। হতবাক কংস চলল গোকুলে ওর হন্তা খুঁজতে আর দেবকী-বসুদেব আবার হলেন কারারুদ্ধ।

জন্ম দেওয়ার ধকলে আসা ঘোর কেটে মা যশোদা দেখলেন পুত্রসন্তানকে।

(এরপর ২০ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

23 August, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

মাতৃত্বের কবি

অবাঙালি হয়েও স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা, রবীন্দ্রসাহিত্যে ছিল তাঁর অপার জ্ঞান। চর্চা করতেন ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য, উপনিষদ থেকে শুরু করে লিও টলস্টয়ের দর্শনও। মালয়ালম সাহিত্যের এমন এক নারীবাদী লেখিকা এবং কবি হলেন 'মাতৃত্বের কবি' বালামণি আম্মা। লিখলেন **সৌরভকুমার ভূঞ্যা**

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী সাহিত্যের ধারা হল মালয়ালম সাহিত্য। বিগত কয়েক শতক ধরে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিতে মালয়ালম সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন থুনচাখু রামানুজন এজুথাচ্চন যাঁকে 'মালয়ালম সাহিত্যের জনক' বলা হয়। এছাড়া রয়েছেন আরও অনেকে। সাহিত্যচর্চায় যেখানে নারীর ভূমিকা কখনও অস্বীকার করা যায় না, সেখানে মালয়ালম সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। মালয়ালম সাহিত্য মহিলা সাহিত্যিকে সমৃদ্ধ। সুগাথাকুমারী, কমলা দাস, ললিতাম্বিকা অন্তর্জনম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য লেখিকাদের কলমে উঠে এসেছে সমাজ ও জীবনের নানান দিক। আর যাঁকে বাদ দিয়ে মালয়ালম সাহিত্য আলোচনা করা যায় না, তিনি হলেন নালাপত বালামণি আম্মা, মালয়ালম সাহিত্যে যিনি 'মাতৃত্বের কবি' নামে বিশেষ পরিচিত।

১৯০৯ সালের ১৯ জুলাই কেরলের ত্রিশূর জেলার পুন্যায়ুরকুলাম নামক গ্রামে বালামণি আম্মার জন্ম। চিত্তানপুর কুনহুন্নি রাজা ও মা নালাপাত কচুকুট্টি আম্মার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তিনি। বাবা ছিলেন চিত্তানুর কারলাকামের রাজ পরিবারের বংশধর। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী নায়ার পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তাই বালামণির জন্ম ও লালন-পালন হয়েছিল মামাবাড়িতে। বাবা তাদের সঙ্গে থাকতেন না। তিনি মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যেতেন।

বালামণিদের পরিবার ছিল শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনস্ক। পরিবারে যেমন জ্ঞানচর্চার ধারা ছিল, তেমনি ছিল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। বালামণির মামা নালাপত নারায়ণ মেনন ছিলেন মালয়ালম সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক এবং অনুবাদক। বালামণি আম্মার জীবনে তাঁর মামার প্রভাব অপরিসীম।

প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ হয়নি বালামণির। সেই সময় সমাজে নারীদের স্কুলে গিয়ে শিক্ষার অধিকার ছিল না। নারায়ণ মেনন সমাজের রীতিনীতির বাইরে যেতে পারেননি। তবে মেয়েদের শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন তিনি। তাই গৃহশিক্ষক রেখে বালামণি ও তাঁর বোন আম্মানু আম্মার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রী ভাতামোর নামবাসান নামক সেই গৃহশিক্ষকের কাছে বালামণিরা মালয়ালম, সংস্কৃত এবং অংক শেখেন। পরবর্তী সময়ে নিজের চেষ্টায় তিনি ইংরেজি শিখেছেন। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

ছোটবেলা থেকে বালামণির ছিল পড়াশোনার প্রতি তীব্র আগ্রহ। মামা সাহিত্যিক হওয়ায় নিয়মিত অনেক পত্রপত্রিকা বাড়তে আসত। পাশাপাশি নানা ধরনের প্রচুর বইয়ের সংগ্রহ ছিল তাঁর। সেসব পড়তেন বালামণি। পড়ার এই অভ্যাস বালামণি তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মায়ের পড়াশোনার আগ্রহ ছিল প্রচুর। একটু বড়ে হওয়ার পর মায়ের সঙ্গে বই পড়তেন, তাঁর সঙ্গে লেখালিখি নিয়ে আলোচনা করতেন। বিয়ের পূর্বে মামার বিশাল সংগ্রহের প্রায় সব বই পড়া হয়ে গিয়েছিল বালামণির। ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য, উপনিষদ থেকে শুরু করে লিও টলস্টয়ের দর্শন, স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলী— তাঁর পাঠ ছিল বহুমুখী ও বিচিত্র ধারার। পাশাপাশি ধর্মতত্ত্বের ওপরও অনেক বই পড়েছিলেন তিনি।

বারো বছর বয়স থেকে বালামণির লেখালিখি শুরু। মামার সাহিত্যগুণ সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। নারায়ণ মেনন নিজে সাহিত্যিক হওয়ায় বাড়িতে অনেক কবি-সাহিত্যিক আসতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভাল্লাথোল মেনন, যিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পদ্মভূষণ সম্মান পেয়েছিলেন। তিনি বালামণিকে উৎসাহিত করতেন লেখালিখির ব্যাপারে।

কলকাতার ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সিনিয়র অফিসার ভি এম নায়ারের সঙ্গে উনিশ বছর বয়সে বালামণির বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন তিনি। শুরু হয় তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। তাঁদের চার সন্তান— মোহন, কমলা, শ্যামসুন্দর ও সুলোচনা। কমলা দাস ছিলেন মায়ের মতো একজন স্বনামধন্য লেখিকা। বালামণির স্বামী ভি-এম নায়ারের ইংরেজি সাহিত্যে ছিল অগাধ জ্ঞান। পরবর্তী সময়ে তিনি মালয়ালম দৈনিক পত্রিকা 'মাতৃভূমি'র সম্পাদনা করেন, এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েছেন।

বালামণি আম্মার সাহিত্যজীবনে তাঁর স্বামীর বিশেষ অবদান ছিল। ভি এম নায়ার সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। স্ত্রীর মধ্যেকার অসাধারণ কাব্যিক প্রতিভা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। লেখালিখির ব্যাপারে তিনি তাঁকে উৎসাহ দিতেন, অনুপ্রেরণা জোগাতেন। শুধু তাই নয়, বালামণি যাতে লেখালিখিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারেন তার জন্য সাংসারিক কাজকর্মের জন্য লোক রেখেছিলেন। স্বামীর সাহায্য ও অনুপ্রেরণা বালামণির সাহিত্যের পথচলাকে মসৃণ করেছিল।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বালামণির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুপ্পুকাই' প্রকাশিত হয়। এই বইটি প্রকাশের পর বালামণি কোচির প্রক্তন শাসক পরীক্ষিত থামপুরানের কাছ থেকে 'সাহিত্য নিপুনা পুরস্কার' লাভ করেন যা তাঁকে সাহিত্যে জগতে পরিচিতি দান করে। এগিয়ে চলে তাঁর কলম। সারাজীবনে তিনি পাঁচশোর বেশি কবিতা লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে আম্মা, মুথাসাসি, স্ত্রীহৃদয়ম, কুদুম্বিনী, নাগারথিল, নৈবেদ্যম, মাত্রুহৃদয়ম, অম্বলতিলেক্কু, কালিক্কোত্তা, প্রণামাম, সন্ধ্যা, টু মাই ডটার প্রভৃতি। পাশাপাশি তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, অনুবাদের কাজ করেছেন। মামার লেখা 'টু দ্য হরিজন'-এর ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। নিজের কিছু কবিতাও তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

বালামণি আম্মার লেখার মধ্যে যেমন ফুটে উঠেছে প্রকৃতি, সমাজ, পুরাণ, নারী-জীবনের কথা তেমনি করে এসেছে দেশপ্রেমের কথাও। প্রসঙ্গত বলার, তাঁর পরিবার গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। তিনি নিজেও খাদির শাড়ি পরতেন, চরকা কাটতেন। গান্ধীজিকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মৃত্যুকে স্মরণ করে তিনি 'এ বোকে অব ফলেন পেটালস' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

পুরাণ, উপনিষদে বালামণির ছিল অগাধ জ্ঞান। পুরাণের বেশকিছু চরিত্রকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। পুরাণের কাহিনিকে তিনি ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। আমরা জানি শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের মৃত্যু দেখে বাল্মীকি এতটাই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে শ্লোক নির্গত হয়েছিল। এই ঘটনা বাল্মীকি অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, পাখির মৃত্যু দেখে বাল্মীকির মনের মধ্যে ভেসে ওঠে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা। নিজের দোষে তিনি তাঁর সুখের পরিবার নষ্ট করেছেন। এই ভাবনাই তাঁকে শোকাতুর করে তোলে। অনুরূপভাবে সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিয়ে লিখতে গিয়ে মহাকাব্যিক ভাবনার রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

বালামণি আম্মা ছিলেন একজন নারীবাদী লেখিকা। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে নারী জীবনের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা; তাঁদের আত্মত্যাগ, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি। পাশাপাশি পুরুষের ছায়া থেকে বের করে নারীদের তিন স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষ করে পুরাণ, মহাকাব্যের নারীচরিত্রগুলি নিয়ে যে লেখা তিনি লিখেছেন সেখানে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। তবে তাঁর সেই প্রতিবাদ সরব নয়, নীরব কিন্তু বলিষ্ঠ।

বালামণি আম্মার সৃষ্টির কথা আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই করে আসে মাতৃত্বের কথা। মা তাঁর কাছে কেবল এক সম্পর্ক নয়, এক গভীর অনুভব। মাতৃত্ব মানে স্নেহ, ত্যাগ ও সৃষ্টির ধারা। মা মানে কেবল সন্তানের জন্ম দেওয়া নয়। মা মানে নিজের আত্মাকে অন্যের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দেওয়া। সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে মা নীরবে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেন। নিজে হয়তো একাকী জীবন কাটান। মা কিংবা মাতৃত্ব আসলে এক শক্তি যা সন্তানের মধ্যে চালিত হয়ে তার চলার পথকে মসৃণ ও মজবুত করে।

বালামণি আম্মার অনেক কবিতায় উঠে এসেছে মায়ের কথা। মাকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতা আম্মা। নিজের মাকে উদ্দেশ্য করে তিনি কবিতাটি লিখেছেন। কবিতায় ফুটে উঠেছে মায়ের আত্মত্যাগের কথা। মা তাঁর কাছে দেবী।

(এরপর ২০ পাতায়)

জেনারেশন জি বিয়েতে আগ্রহী কিন্তু সন্তানে নয়! এটাই এখনকার ট্রেন্ড। কোনও রাখঢাক রাখছেন না এ-যুগের তরুণ-তরুণী থেকে চাকরিরতা। খোলাখুলি বলছেন সেই কথা। কিন্তু কেন মানসিকতার এই পরিবর্তন? কেন সামাজিক ভোলবদল? কী বলছেন বিশেষজ্ঞ! নতুন প্রজন্ম কি সত্যি তাই মনে করে? জানালেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সন্তানে কেন না

সাম্প্রতিকতম একটি সমীক্ষায় জানা গেছে বিয়ে করতে চাইছেন না জাপানের তরুণ এবং তরুণীরা। তার অন্যতম কারণ পরিবার পরিকল্পনার কোনও ইচ্ছেই তাঁদের নেই। ফলে এই নিয়ে নাকি দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বাড়ছে জাপান সরকারের। সরকারি তরফে নানা সুযোগ-সুবিধা এবং ইনসেনটিভের ঘোষণা করা সত্ত্বেও বিয়ে এবং সন্তানধারণ দুটোতেই নারাজ তাঁরা ফলে জনসংখ্যা কমছে জাপানে। সন্তানধারণে কেন তাঁরা রাজি নন এর কারণ হিসেবে সেখানকার তরুণ প্রজন্মের অভিমত, স্বাধীনভাবে বাঁচতে চান তাঁরা। বিয়ের পর পরিবারের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। পুরুষেরা তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে বেশি চিন্তিত। অন্যদিকে অবিবাহিত মেয়েরা কর্মজীবনের প্রতি বেশি আগ্রহী। বিয়ে করলে সন্তানের জন্ম দিলে কেরিয়ারে ক্ষতি হবে কারণ জাপানে মহিলাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার পর কাজে যোগদানের ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। শুধু জাপান নয়, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া এমনকী এখন ভারতের মতো দেশেরও একই চিত্র। বিয়ে না করা এবং সন্তান না নেওয়া একটা সময় মেয়েদের জন্য খুব চাপের ছিল কারণ পারিপার্শ্বিক। কিন্তু এখনকার জেনারেশন ঠিক তার উল্টো, এদেশের তরুণ-তরুণীরাও বিয়েতে হ্যাঁ বললেও সন্তানে না বলছেন কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার বদল। আজকের যুগে প্রায় প্রতিটা মেয়েই পুরুষদের মতোই কেরিয়ারে ব্যস্ত ফলে তাঁদের বিয়ের বয়স পিছিয়ে গেছে অনেকটাই। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তখন সন্তানের দায়-দায়িত্ব নেওয়ার মতো মানসিকতা তাঁদের আর থাকছে না। অনেক মহিলাই বলছেন 'মাই বডি মাই চয়েজ'। মাতৃত্ব এখন তাঁদের কাছে একটা চয়েজ। বিয়ের পরে বাচ্চা কবে নেবেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখিই হতে চান না বেশিরভাগ দম্পতি। এই সিদ্ধান্তকে যেমন তাঁরা ব্যক্তিগত রাখতে চান এবং তেমন এই সিদ্ধান্তে তাঁরা খুশিও। বিশেষ করে মেয়েরা, কারণ সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে জন্ম এবং তার পরবর্তী বেশিরভাগ দায়-দায়িত্ব একজন মায়ের ওপরেই বর্তায় আর সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের জীবন, স্বাধীনতা, কেরিয়ারের অনেকটাই স্যাক্রিফাইস করতে হয় মহিলাদের। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় ৭৩% ভারতীয় মহিলা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দেন। এঁদের মধ্যে প্রায় ৫০% সন্তানকে দেখাশোনার জন্য চাকরি ছেড়ে দেন এবং যাঁরা ফিরে আসার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে ৪৮% কর্মস্থানে পুনরায় যোগদানের চার মাসের মধ্যে বাদ পড়েন। এর কারণ কর্মক্ষেত্রে সেই মাকে নমনীয় সময়সীমায় কাজ করার সুযোগ দেওয়ার কোনও আইন বা নিয়ম এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। শুধু মেটারনিটি লিভই যথেষ্ট নয়। ফলে সন্তানে মন দিতে গিয়ে চাকরিতে অবহেলা হয়ে যায়। তাই ইদানীং অনেক মহিলাই মনে করেন চাকরি একবার ছেড়ে দিলে আর সেই চাকরি ফিরে পাবেন না, নতুন করে কেরিয়ারে ফেরা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়টাও একটা বড় ব্যাপার। এই নিয়ে কী বলছেন জেনারেশন এক্স, ওয়াই, জেডরা। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই বা কী একবার দেখে নিই।

অর্ণা দে

বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত

» এখনকার দিনে কস্ট অফ লিভিং এতটাই বেড়ে গেছে যে অনেক দম্পতিই এই রিস্কটা নিতে পারছে না যে একটা শিশুকে পৃথিবীতে এনে যেভাবে তারা মানুষ করতে চায় সেই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং-এ মানুষ করতে পারবে কি না সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত হল, এখনকার জেনারেশন একটু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জীবনযাপনের স্বাধীনতা চাইছে। মানে আমার যেটা মনে হয়, সারাজীবন কোনও না কোনও দায়িত্ব নিয়েই কাটিয়ে দেওয়া। প্রথমে নিজের পড়াশুনো শেষ করা সেটা একটা দায়িত্ব, তারপর যখন বিয়ে সেটাও একটা বড় দায়িত্ব, এরপর বাচ্চা নেওয়া সেটাও তো একটা বড় দায়িত্বই। এই যে পরের পর দায়িত্ব নিতে থাকা সেখানে অনেক সময়ই নিজের জন্য বাঁচাটা কোথাও না কোথাও খর্ব হতে থাকে। এত কিছুর দায়-দায়িত্ব নিতে-নিতে আমরা নিজেরাই অনেকসময় হারিয়ে যাই। ফলে অনেক কাপলই যে বিয়ের পর যে স্বাধীন জীবনযাপন করছে সেটাকেই এনজয় করতে চাইছে। আর আগে একটা কনসেপ্ট ছিল বুড়ো বয়সে কে দেখবে। কিন্তু সেই ধ্যান-ধারণাও এখন আর কোনও প্রমাণিত সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। সন্তান থাকলেই যে বাবা-মার দেখাশুনো করবে, দায়িত্ব নেবে এমনটা কিন্তু আর নেই। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই কেরিয়ার গড়তে বিদেশে চলে যাচ্ছে। বাবা-মায়েরা একাই থাকছেন। দরকারে কেয়ার গিভার রাখছেন নিজেদের দেখাশুনোর জন্য। এখন সবাই সবার মতো করে গুছিয়ে নিচ্ছে জীবন।

সন্তান চাই না কেন

ডাঃ প্রথমা গুহ

মনোচিকিৎসক

■ মনস্তত্ত্বের বাইরে এর একটা বাস্তব দিকও রয়েছে কারণ এখন বেশিরভাগ ছোট নিউক্লীয় পরিবার, দু'জনেই ওয়ার্কিং। সেই পরিবারে বাচ্চা নিয়ে এলে কে দেখবে সেই বাচ্চা! সে হয়তো নিজেও ওই একইভাবে বড় হয়েছে। বাবা-মা হয়তো চাকরি করতে চলে যেতেন, বাড়িতে কেউ থাকত না, একা কেয়ার গিভারের কাছে থেকেছে ফলে সে বা তারা আর চাইছে না ওই একই পরিস্থিতি তাদের সন্তানের জীবনেও আসুক। এটা খুব বাস্তব সমস্যা কারণ প্রত্যেক পরিবারে যে দাদু, দিদা বা ঠাকুমা থাকবেন এমনটা নয়। আর মনস্তাত্ত্বিক দিক হল ছেলেমেয়ে জন্ম দেওয়া বা মানুষ করা একটা দায়িত্বের বিষয়। রোজকার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালান্স করে সেই দায়-দায়িত্ব পালন করার বিষয়টায় এই প্রজন্ম ভয় পেয়ে যাচ্ছে। তাঁরা হয়তো পোষ্য লালনপালন করছেন কিন্তু সেই দায়িত্ব তো আর এতটা নয়। তাঁরা মনে করছেন না যে বাচ্চার দায়িত্ব তাঁরা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারবেন। কারণ গবেষণায় এটা পুরোপুরি প্রমাণিত যে কেরিয়ারের প্রথমদিকে একটা মেয়ের রিপ্রেজেন্টেশন যতটা ভাল, যতটা সে কেরিয়ারে উন্নতি করতে শুরু করে পরের দিকে বিয়ে এবং বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে সেই কেরিয়ার গ্রাফটা অনেকটাই নিম্নগামী। কর্পোরেট জগতে বা যে কোনও পেশায় কোনও মহিলাকে একদম উচ্চপদে দেখা যায় না। আমার নিজের দেখা এবং শোনা ক্লায়েন্টের থেকে জানা অভিজ্ঞতা রয়েছে যে মেয়েরা প্রোমোশন রিফিউজ করছে শুধু এই কারণে যে তাদের ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ট্রান্সফার হলে সে তার পরিবার, বিশেষ করে সন্তানের দেখাশুনো, সবটা নিয়ে সমস্যায় পড়বে। মায়েদের ক্ষেত্রে এটা হতেই থাকে কারণ কোনও মা চান বা না চান সংসার, ওই সন্তানের বেশিরভাগ দায়িত্ব তাঁর ওপরেই বর্তায়। তাই তাঁরা চান আমরা আর বাঁধা পড়ব না। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন থাকব এবং জীবনটাকে এনজয় করব। কাল কী হবে সেই ভাবনায় আজকের জীবনটা ভারাক্রান্ত করব না। ফলে এতটা দায়িত্ব নিতে তাঁরা চাইছেন না এবং সাহসও করছেন না। আর এখন সবাই এটা বুঝে গেছে ছেলেমেয়ে থাকলেই যে তারা বয়স্ক বাবা-মার বার্ধক্যের লাঠি হবে তা কিন্তু নয়। এটা একদিক থেকে ভাল, কারণ তা না হলে ছেলেমেয়ের ওপর সাংঘাতিক প্রত্যাশার ভার থাকত। সেইটা অন্তত আর নেই। এছাড়া আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় সরকারি বা বেসরকারি কোনও অফিসেই মায়েদের জন্য আলাদা করে কোনও ব্যবস্থাপনা নেই। কোনও অফিসে কোনও ক্রেশের ব্যবস্থা নেই, ওয়ার্ক ফ্রম হোমের কোনও পরিষেবা নেই বা ফ্লেক্সিবল কাজের সময়সীমা নেই। ফলে মাতৃত্বের পরে একজন মেয়েকেই প্রচুর জটিলতা, সমস্যার মধ্যে, টানাপোড়েনের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। ফলে তারা মনে করছে সন্তান মানুষ করতে তারা যথেষ্ট নয়।

তিথি মেদ্দা

ছাত্রী (স্নাতকোত্তর)

» আমার যেটা মনে হয়, এখন প্রতিটা মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের মুখটা দেখাতে আগ্রহী, তাঁরা ভাইরাল হতে চায় ফলে বিয়েটা এখন যতটা না ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আনন্দ-অনুভূতির জায়গা তার চেয়েও বেশি ভাইরাল হওয়ার বিষয়। তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে করছেন অনেকেই কিন্তু তারপরে সন্তান নেওয়ার বিষয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন কারণ সন্তান মানে পুরোদস্তুর দায়িত্ব। যেটা হয়তো তাঁরা সামলানোর জন্য প্রস্তুত নন তাই বিয়ে করলেও সন্তান নিতে চাইছেন না। (এরপর ২০ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

23 August, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

এক পাড়ে দেবকী অন্য পাড়ে যশোদা

(১৭ পাতার পর)

মধ্যের শিশুবদল তাঁর অজানা। মাতৃকোষের আদান-প্রদান না থাকলেও অর্থাৎ জিনগত টান না থাকলেও শিশু পেল মায়ের আদর। যশোদা ও নন্দরাজের ঘরে কৃষ্ণ বড় হতে লাগল পরমাদরে। কৃষ্ণ তার বাল্যলীলায় আরও পাঁচটা বাচ্চার মতোই দুরন্ত, দস্যিপনা করে বেড়ায়। মা যশোদা শাসন করছেন, আদর করছেন। মাঝে মাঝে নানা ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পায় এ-বাচ্চা সবার থেকে আলাদা। পুতনার বিষদুধেও সে বাঁচে, দড়িতে কুলায় না দামোদরের বাঁধন। যশোদা উপভোগ করছেন শিশুর শৈশব। শিশু জৈবিক হোক বা পাশের বাড়ির, চেনা হোক বা অচেনা, ছোট্ট বেলায় তার দুষ্টুমি সবাই উপভোগ করে। এক্ষেত্রে মা যশোদা কোনও কাহিনি না জেনেই নিজপুত্রজ্ঞানে কৃষ্ণর শৈশবলীলা উপভোগ করছেন, শিশুকে আদর করছেন, মোটকথা, এক আদর্শ সুখী পরিবারের ছবি ফুটে উঠছে। কখনও মুখে বিশ্বরূপ দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হচ্ছেন। মোটের উপর ছেলে যে একটু হলেও আলাদা এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তাই আনন্দের মাঝে একটু শঙ্কা হিমশৈলের চূড়ার মতো জেগেই থাকছে।

দিনের পর দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ আরেক নারী তখন কী

করছেন? কারাগারে আবদ্ধ, সমস্ত সুখ বর্জিত, একের পর এক সন্তানের মৃত্যু চোখে দেখা এক অভিশপ্ত মা। বারবার পেটে তৈরি হয়েছে জন্মদাগ, জরায়ুর পেশিও যেন বারবার সংকোচন প্রসারণ করে ক্লান্ত। আসলে দেবকী ভগবানকে গর্ভে ধরার দেনা শোধ করছেন!

রানি কৈকেয়ী অনুতপ্ত। বারবার ক্ষমা চাইলেন রামের কাছে। মন্থরার পরামর্শে যে ভুল করেছেন, সেই কৃতকর্মের ফল হয়েছিল ভয়ানক। আজ সুযোগ এসেছে পুত্রের কাছে ক্ষমা চাওয়ার। মায়ের হাজার অপরাধ হলেও পুত্রের কাছে মা যখন নতজানু তখন পুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকেন কী করে। মা পুত্রের কাছে চেয়ে নিলেন প্রতিশ্রুতি, সামনের জন্মে এই পূর্ণব্রহ্মকে গর্ভে ধারণ করার বাসনা। রাম রাজি হলেন, কিন্তু নিঃশর্ত নয়। একজন্মের মহা পাপ কি শুধু অনুতাপে মেটে? তোমার গর্ভে জন্মালেও তোমার দুধে আমার পালন হবে না। প্রভু শুদ্ধ আত্মা ছাড়া ভোগ নেবেন কেন? তাই দেবকীর কোলে কৃষ্ণ এলেন দ্বাপরে, কিন্তু জন্মলগ্নেই হলেন মায়ের কোল-ছাড়া। এক মা একমাত্র বোঝে সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর আনন্দ। দেবকী জন্মান্তরের পাপের শাস্তি হিসেবে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

এক সন্তানকে ঘিরে দুই মায়ের এই টানাপোড়েন অথচ সেই অর্থে কেউ সেই সময়ে একে অপরের মুখোমুখি হননি। কেউ সেভাবে জানলেন না পুরো চিত্রনাট্য। অথচ পুরো রঙ্গমঞ্চ জুড়ে পরিবেশিত হল এক দারুণ সময়— শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। বড় হওয়ার পর কৃষ্ণ গোকুল ছাড়লেন, রাধা ছাড়লেন, বাঁশি ছাড়লেন। এবার যে যমুনা পেরিয়ে এসেছিলেন বাঁচতে, সেই যমুনা পেরিয়ে আবার চললেন বাঁচাতে। এবার ধরবেন কর্তব্যের পথ, মথুরার পথ, এবার সুদর্শন চক্রের পথ। যশোদার স্নেহবন্ধন কাটিয়ে চললেন দেবকীর বন্ধনমুক্ত করতে।

কংস বধের পর কারাগারে চললেন মাতা-পিতার বন্ধন মুক্ত করতে। জীবনে প্রথমবার কিংবা দ্বিতীয়বার দেখলেন গর্ভধারিণীর মুখ। দেবকীর মনে মুক্তির আনন্দ বড় হয়ে উঠল না-দেখা পুত্রকে কাছে পেয়ে। কিন্তু যে সদ্যোজাতটি নাড়িকাটার পর ছোট্ট হাতে মাকে ছোঁয়, আজ বন্ধনমুক্তির সময় সেই হাত কিন্তু অনেকটাই বড়, অনেকটাই অচেনা। এতে স্নেহের থেকে কর্তব্যের রেখা অনেক বেশি। আজ দেবকী সর্বসুখী কিন্তু সম্পূর্ণ নন। হাসছেন দেবকী ফিরে পাওয়ার সুখে, কাঁদছেন দেবকী অনেক কিছু হারানোর দুঃখে। ঠিক একই ভাবে যমুনার অপর পাড়ে এক মা ভেঙে পড়েছেন আকুল কান্নায়, তিনি দুঃখী তাঁর ছেলে চলে গেছে তাঁকে ছেড়ে, কিন্তু তাঁর শোক নেই কারণ, তাঁর ছেলে গেছে কর্তব্যের টানে। মথুরায় কৃষ্ণ বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য সেরে চলে গেলেন দ্বারকায়। পিছুটান আর মোহ উন্নতির পথে অন্তরায়। এর পর ফিরবেন ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্র মা ফলেষু কদাচন নিয়ে।

মহাপুরাণ মতে দুই মা একবার একত্র হয়েছিলেন— দেখা হয়েছিল একবার দেবকীর সাথে যশোদার। দু'জনার মধ্যে ছিল না কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ, ছিল না কোনও অভিমানের সুযোগ। দু'জনেই দু'জনার কাজ করে গেছেন অজান্তে, বিধাতার চিত্রনাট্যের ইঙ্গিতে। বরং এক অনন্ত মানসিক দ্বন্দ্ব আর টানাপোড়েনে বড় হওয়া কৃষ্ণের চরিত্রের উপর ফেলেছিল জটিল প্রভাব। তিনি আত্মীয়স্বজন, বন্ধু— সবার উপরে চিনতেন কর্তব্যকর্ম। দুই মায়ের দুই রকম দুঃখ অজান্তেই কৃষ্ণকে করে তুলেছিল কঠিন, কঠোর, কর্তব্যবোধে অবিচল। দেবকীর দুঃখ বোঝার আগেই তিনি লালিত হয়েছেন যশোদার স্নেহে। যশোদার দুঃখ বোঝার আগেই তিনি নেমেছেন লক্ষ্যভেদে। তবুও এক জৈবিক আর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন তাঁকে দিয়েছে প্রাজ্ঞতা, ধীশক্তি আর চাতুরী। লড়ে গেছেন দুই মা। দেবকী হারিয়ে পেয়েছেন, যশোদা পেয়ে হারিয়েছেন।

মাতৃত্বের কবি

(১৮ পাতার পর)

সেই দেবীর চরণের ধুলো হতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর জীবনের সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা মা নীরবে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কবিতার মধ্যে সেই মাকে খুঁজেছেন তিনি। আর তাঁকে খুঁজে না পাওয়ার মর্মস্পর্শী বেদনা ফুটে উঠেছে কবিতার শেষ ছত্রে। মায়ের চরিত্রের যে ছবি তিনি তুলে ধরেছেন তা কেবল নিজের মায়ের কথা নয়, পৃথিবীর সকল মায়ের কথা। তাঁর এই কবিতা কাব্যজগতে আলোড়ন তোলে। জওহরলাল নেহরু তাঁর এই কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে এক চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন, "Your poem 'Amma' brought tears to my eyes. It remembered me of my own mother, and the love that transcends words."

মা সম্পর্কিত তাঁর আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতার মধ্যে রয়েছে মুথাসাসি, মাজুভান্তে কথা, প্রভাতগীতম, লোকাম, স্ত্রীহৃদয়ম, লোকান্তরাঙ্গলিল প্রভৃতি। 'মুথাসাসি' কবিতায় তিনি ব্যক্ত করেছেন সংসারে ঠাকুমার ভূমিকার কথা। তাকে তিনি অন্ধকারের দীপশিখা বলে উল্লেখ করেছেন। যাঁর মুখের কথা বৈদিক মন্ত্রের ন্যায়। 'মাজুভান্তে কথা' কবিতায় ফুটে উঠেছে এক মায়ের আত্মত্যাগের কাহিনি। সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে একজন মা যোদ্ধার মতো সমাজ ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। 'লোকাম' কবিতায় মায়ের চোখে উঠে আসে সমগ্র বিশ্ব। সংসার, সন্তান, প্রকৃতি ও ঈশ্বর— সবকিছু নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নতুন বিশ্ব নির্মাণ করে মা।

সবমিলিয়ে মা একদিকে স্নেহশীলা জননী, অন্যদিকে ত্যাগ ও সেবার প্রতীক। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক। এক অঙ্গে বহুরূপের অধিকারী মা তার সন্তানকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে তৈরি করেন আগামীর আদর্শ নাগরিক হিসেবে। তার আত্মত্যাগ, নীরব কষ্ট যন্ত্রণার কথা আড়ালেই থেকে যায়। এককথায় তাঁর অসংখ্য কবিতায় তিনি এইভাবে মায়ের বহুমাত্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। সে কারণেই তাঁক যথার্থভাবে বলা হয় 'মাতৃত্বের কবি।'

সারাজীবনে তিনি অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেরালা সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, কেন্দ্র সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, আসান পুরস্কার, ভাল্লাথোল পুরস্কার, ললিতাম্বিকা অন্তরজানম পুরস্কার। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মান প্রদান করেন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'নৈবেদ্যম' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সরস্বতী সম্মান পান। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে এই সম্মান লাভ করেন তিনি। দীর্ঘ পাঁচ বছর অ্যালঝাইমার রোগে ভোগার পর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর পঁচানব্বই বছর বয়সে তিনি মারা যান।

মালয়ালম সাহিত্যের ইতিহাসে বালামণি আম্মা একটি উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য নাম। সংসারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকেও নিজেকে তিনি গড়ে তুলেছেন সাহিত্যের বলিষ্ঠ স্তম্ভ রূপে। তাঁর কবিতা কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা নয়, সেগুলির মধ্য দিয়ে ফুঠে উঠেছে মাতৃত্বের গভীর অনুভব, নারীর আত্মসন্ধান। নীরব কিন্তু বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে তিনি নারী হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন তাদের স্নেহ, করুণা, আত্মত্যাগ ও মানবিক সত্তার কথা। এসব মিলে তাঁর কবিতাকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন এক উচ্চ জায়গায়। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন নীরবতা কেবল দুর্বলতা নয়, অনেক সময় তা হয়ে ওঠে প্রতিবাদের বলিষ্ঠ ভাষা যা উঠে আসে হৃদয়ের গভীর আবেগ ও বেদনা থেকে। তাঁর লেখা কেবল সময়ের দলিল নয়, সাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তা আগামী প্রজন্মের নারীদের জীবনের পথচলায় এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।

সন্তানে কেন না

(১৯ পাতার পর)

বিয়ের পরেও কেরিয়ারটাই মুখ্য হয়ে উঠছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বিয়ের একটা নির্দিষ্ট সময় বা বয়স রয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে বিয়ে করলে বিয়ের আনন্দ যেমন চুটিয়ে উপভোগ করা যায় আবার সন্তানও নেওয়া যায়। কারণ পড়াশুনো, কেরিয়ার, বিয়ে, সন্তানের প্রত্যেকটা পর্বই জীবনের সুন্দর অভিজ্ঞতা। মাতৃত্ব কখনওই নিজের মতো করে বাঁচার বা আর্থিক স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। যদি ঠিকমতো পরিকল্পনা করে মা হওয়া যায় তবে সেটা কখনওই বোঝা হয়ে ওঠে না। সমস্যা হল এখন বেশিরভাগ খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করছে না হয় খুব দেরিতে— ফলে দুটো ক্ষেত্রেই সন্তানের জন্ম দেওয়া বা দায়-দায়িত্ব নেওয়া সমস্যার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বর্ষা দত্ত বণিক

ছাত্রী (স্নাতকোত্তর)

» আমারই এক নিকট আত্মীয়া, যার বয়স খুব বেশি নয়, তাঁর বিয়ের পাঁচ-ছ'বছর অতিক্রান্ত, উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কখনও সন্তান নেবেন না। কারণ উনি মানসিকভাবে বাচ্চার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নন। এটা সম্পূর্ণ একজন কাপলের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। দু'জনেই যদি মনে করেন বাচ্চার দায়িত্ব নিতে তাঁরা মানসিকভাবে প্রস্তুত নন তবে সেটা না নেওয়াই ভাল। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি তা হল প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সময় রয়েছে। কেরিয়ারের সময়টা কখনওই বিয়ে বা সন্তান প্ল্যানিং করে নষ্ট করা উচিত নয়। ওটা আমাদের সবার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ওই সময়টা আর ফিরে আসবে না। আবার বিয়ে বা সন্তান নেওয়ার বয়সটা চলে গেলে সেটাও আর ফিরে আসবে না। তাই পড়াশুনো শেষ করে কেরিয়ারের একটা স্থায়িত্ব আসার পরে বাচ্চা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতেই পারে। আজকের যুগে জীবনযাত্রার মান এতটাই বেড়ে গেছে একটি সন্তানকে এনে তাঁকে মানুষ করার যে খরচখরচা সেটা নিয়েও ভাবছেন অনেকে। ফলে পিছিয়ে যাচ্ছেন তাই মাতৃত্ব একটা চয়েজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের যুগ আর নেই। এখন আমরা আমাদের মতো করে ভাবতে পারি তাই কে কী ভাবছে সেটা সম্পূর্ণই তার ব্যক্তিগত জায়গা।

অনুষ্কা ভট্টাচার্য

ছাত্রী (স্নাতকোত্তর)

» এক্ষেত্রে আমার দুটো মত, আমি জেন জি হলেও মনে করি, সন্তান ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি তাই মাতৃত্ব কখনও একটা চয়েজ হতে পারে না। এটা একটা প্রয়োজনীয়তা। সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো সুন্দর জিনিস হয় না। তাই যদি সেটার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করে তবেই সেটা নেওয়া উচিত, নচেৎ নয়। আমার শরীর আমার চয়েজ হতেই পারে তবে আমাদের জীবন তো শুধু আমাকে নিয়ে নয়। বাবা মা, ভাই, বোন, পরিজন— সবাইকে নিয়ে আর সেখানেই আমরা পরিপূর্ণ। সেখানে আমার চয়েজ বা পছন্দটা শুধু নিজের কথা ভেবে হতে পারে না। সবটাই মিলিত সিদ্ধান্ত হওয়াই উচিত। যদিও আলাদা মানুষের আলাদা মানসিকতা। আমার মতে, বিয়ে, সন্তানধারণ সবটাই সময় অনুযায়ী, বয়স অনুযায়ী হলে তা সুন্দর হয়। দায়িত্ব কোনওটা নয়, জীবনে পথ চলতে গিয়ে প্রতিটা মুহূর্তের সবটাই দায়িত্ব তাই নিজের মতো করে বাঁচার সিদ্ধান্তে যে আমি দারুণ থাকব এমন দিব্যি কেউ দেয়নি আর বাচ্চার জন্ম দিলেই স্বাধীনতা খর্ব হবে এমনটাই বা কে প্রমাণ করেছে! সবটাই আপেক্ষিক। ঠিকমতো পরিকল্পনা নিতে পারলে যে কোনও দায়িত্বই সহজ হয়ে যায়।